# দুঃখনিশি-অবসান

বা

# শৈলবালা।

## প্রথম অঙ্ক।

### প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রামনগর।——রত্নেশ্বরের বৈঠকখানা।

( দুই জন ভৃত্য শয়ান। )

১ম। ওরে, বালিশ্‌টে একটু এগিয়ে দেনা, মুই মাথায় দিই।

২য়। না, তুই ভাই একটু বসে থাক্। শাম বাবু যদি আসে, বল্‌বে "সুমুন্দিদের আক্কেল দেখো।"

১ম। নারে, তিনি এখন আস্‌বে না। এখোনো হয়তো পের্‌মারা খেল্‌চেন। আর এলেই বা ভয় কি? তার যত আদর দেখি-চিস্ তো।

২য়। কেন কি হয়েলো?

১ম। আরে ভাই, তাকে তামাক সেজে দেইনি বলে মোরে গাল দিয়েলো। মুই গিন্নীরে জেনিয়েলাম, তাতে তিনি বল্লেন—তুইও গাল দিতি পারিস নি! মুই কলাম "যদি মারেন।" গিন্নি বল্লেন "তুইও মারিস্।

২য়। আরে, একটু মানিস্। বড় বাবু ওনারে কত মান্যি করে, দাদা দাদা বলে ডাকে ;—না মান্যি কল্লে যদি জবাব দেয়, এমন মুনীব আর মেল্‌বে না।

১ম। তা সত্যি ; কত জিনিস ভাংচি, কত জিনিস চুরি কচ্চি, এক বার খোঁজও নেয় না।

২য়। দ্যাখ, গিন্নিটে বড় ভালো। মোহিনী শালী মোদের নামে কত লাগায়, তা শুনেও শোনে না।

১ম। মোহিনী শালীকে দেখলেই মোর রাগ আসে। মুই যদি ওর মুনীব হতাম, পট করে জবাব দেতাম।

২য়। মোহিনী এ বাড়ীতে চাকরি করে কত পয়সা রোজগার করেচে দেখেচিস। গলাতে আট দশটা সোণার মাছুলি পরেচে।

১ম। ওগুলো পেতলের।

২য়। নারে, সোণার—তুই ভাই, একটু চুপ কর, মোর বড় ঘুম আসছে, খানিক ঘুমুই।

১ম। তুই দেশে তো অনেক রাত্তির পয্যন্ত জেগে থাকতিস।

২য়। ওরে বোকা, সেখানে যে খেটে খাতি হতো। এখানে ত তা নেই, তাই বসে বসে খেয়ে শরীরটের বড় তাকুদ হয়ে পড়েছে। আর ভাই এই বিছানা গুনো বড় নরম—সেখানে তো এমন শোবার মজা হতো না।

১ম। যখন দেশে যাবি, তখন কি করবি, ঘুম তো হবে না।

২য়। আমি তার এক মৎলব ঠেউরেচি।

১ম। কি ?

২য়। যাবার সময় এ গুনো হেতিয়ে নিয়ে যাবো।

১ম। বেশ বলেচিস, মোকেও ভাই ভাগ দিস, কিন্তু যদি ধরে—

২য়। তখন বলবো "শাম বাবু নিয়ে গিয়ে কোন মেয়ে মানষের ঘরে দিয়ে এসেচেন। এখন আয় ভাই, ঘুমুই। (উভয়ের নাক ডাকাইয়া নিদ্রা।)

( মোহিনীর প্রবেশ। )

মোহিনী। ( স্বগত ) বাবুদের সুখ দেখ, একবারে বিচেনার উপর শুয়ে ঘুমুচ্চেন, খাটুনি তো নেই। মুনীবও হয়েছেন যেমন—বাবুগিরিটে বেশ আছে, একটা আধটা নয়, দু দুটো চাকর রেখেছেন, আর মাসের মধ্যে প্রায় কুড়ি পঁচিশ দিন এ দেশ ও দেশ করে বেড়াচ্চেন। আবার বাড়ীর গিন্নিটিও মন্দ নয়! বুড়ো মাগী রাত দিন ওপরের ঘরে বসে জুতোই তুল্‌চেন, আর ছোট বাবুকে আদর কচ্চেন। আমি নীচে থেকে সর্ব্বস্ব চুরি করে নিয়ে যাচ্চি, এক বার খোঁজও নিচ্চেন না। এ রকম গিন্নি হলে আমারই ভাল। কারণ, সে দিন সাড়ে বার গণ্ডা টাকার মাদুলি করে গলায় দিইচি, আর বাইশ টাকা, সোনার দানার জন্যে রেখেছি। এখন গোটা কতক কুটুরি তৈয়ের কত্তে পাল্লেই নিশ্চিন্দি হই। এ রকম চাকরি আর মাস পাঁচ শাত থাক্‌লেই এক রকম গুচিয়ে নেবো। আজ ভাল, কত গুলো বাজারের পয়সা চুরি কল্লাম ( চিন্তা ) মরুক্‌গে বাড়ী গিয়ে তখন দেখবো। এখন এ দুটো উঠে ভাত খেলেই নিশ্চিন্দি হই। শামা কত রেতে আসবে, তার ঠিক নেই; কে তার ভাত আগ্‌লালে? রান্না ঘরে থাকবে, যখন হয় এসে গিল্‌বে। ঐ ডেক্‌রাই আমার শত্তুর, কথায় কথায় ধম্‌কায়, মার্‌তে আসে। আমি ত ওঁর বাবার দাসী নই, এবার কিছু বল্লে আচ্ছা করে শুনিয়ে দেবো। এখন এ দুটো উঠে ভাত খেলিই বাঁচি। ( উচ্চৈঃস্বরে ) ওরে, তোরা ওট—ভাত হয়েচে।

১ম। ত্যেক্ত করিস কেন্।

মোহিনী। বটে, ওট, নইলে কে তোদের ভাত নিয়ে বসে থাক্‌বে? এতো তোদের ঘর নয় যে মাগ আছে, অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে বসে ভাত আগ্‌লাবে।

১ম। তুই কে?

মোহিনী। চেয়ে দ্যাখ আমি কে—ওরে আমি মোহিনী।

১ম। মোহিনী? আমি স্বপনে দেখছিলাম, যেন মোর তিনিই এসে ভাত খেতে ডাকচেন।

মোহি। আ মরণ আর কি—

১ম। রাগ করিস কেন দিদি, মুই স্বপনের কথা বল্লাম।

মোহি। এখন আয়, ভাত খেসে।

১ম। চল (দ্বিতীয়ের প্রতি) ওরে, ওট, ভাত হয়েচে।

২য়। হুঁ (চক্ষুরুন্মীলনপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া) চল।

(শ্যামাচরণের প্রবেশ।)

শ্যামা। (স্বগত) তখন যদি উঠে আসি, তা হলে দশটা টাকা থেকে যায়। তা না হয়ে পনের পনের টাকা জলে দিয়ে এলাম! ভেবেছিলাম, কাত পড়বে, না রেস্তো পর্য্যন্ত গেল! টাকা কটার জন্যে কিছুই ভাল লাগচে না।

মোহি। এই যে আমার নবাব পুত্তুর এলেন। তোমার কে চাকরাণী আছে ধন, যে রাত দুকুর পয্যন্ত ভাত আগ্‌লাবে?

শ্যাম। (স্বগত) একে টাকার শোকে মরচি, তাতে এ বেটী আবার বাদ লাগলো। মনীবের আদর পেয়ে একেবারে মাথায় উঠেছে। কুকুর আর চাকরে আদর দিতিই নেই।

মোহি। তোকে রোজ রোজ সকাল সকাল আস্‌তে বলি, তবু শুনিস নে, আর দিন দুই দেখে দূর করে দোবো।

শ্যাম। চুপ কর হারামজাদি। যত বড় মুখ তত বড় কথা! কিছু বলি নে বলে আস্কারা বৃদ্ধি হয়েছে? দূর করে দেবেন, ওঁর খাই কি না।

মোহি। কে তোর ভাত আগলাবে, আমি পারবো না।

শ্যাম। না পারিস, জবাব দিয়ে চলে যা, আর তুই মুই করে আমার সঙ্গে

কথা কস্ নে। ফের যদি তুই মুই করিস ত মেরে আদ মারা করে ফেলবো।

মোহি। মার না, দেখি কেমন ক্ষেমতা। তোকে আবার তুমি বলতে হবে! পোড়া কপাল আর কি। এই আমি তোকে তুই তুই বল্লাম।

শ্যাম। (দ্রুতবেগে যাইয়া মোহিনীর পৃষ্ঠে আঘাত এবং গলা ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া পুনশ্চ জুতা মারিবার উদ্যোগ)

১ম ভৃ। } মশায় করেন কি! করেন কি!—মশা মেরে হাত কালি।
২য় ভৃ। } ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন।

[শ্যামাচরণকে ধারণপূর্ব্বক প্রথম এবং দ্বিতীয় ভৃত্যের প্রস্থান।

মোহি। (স্বগত) ঘাটে পড়া এম্নি মেরেছে যে পিট্ জল্‌চে। আমি যদি চাষার মেয়ে হই, তবে কোন শালী না এর শোধ নেয়। বাছাকে এ বাড়ী থেকে খেদিয়ে তবে ছাড়বো। আমাকে চেনেন্ না, আমিই এ বাড়ীর সব তা জানেন্ না। বিদেয় করে তবে জল খাবো। আপাতক তো কাঁদতে কাঁদতে গিন্নিকে গিয়ে জানাই গে।

[এক দিক দিয়া মোহিনীর প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া শ্যামাচরণের পুনঃপ্রবেশ।)

শ্যামা। চাকর্‌রা না ধল্লে বেটীকে আজ মেরে ফেল্‌তাম। যত কিছু না বলি, ততই আস্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হয়। চাকর বাকরকে আদর দিতেই নাই।

(রামধন নাপিত ও তৎপশ্চাৎ উমেশ ময়রার প্রবেশ।)

রাম। কি হে শামু! একা কি বক্‌চো।

শ্যাম। আরে ভাই, দুঃখের কথা কি বলব—আমার অন্য দিন বাড়ী আস্‌তে একটু একটু রাত হয়; কিন্তু আজ্ খুব সকালেই এসেছি, এখনও নটা বাজেনি। এতেই চাকরাণী মাগী বলে কি জানো—"রোজ রোজ যদি এত রাত করে আসিস্, তবে বাড়ী থেকে বিদেয় করে দেবো।"

উমেশ। কি সর্ব্বনাশ! স্পষ্ট বল্লে "বিদেয় করে দেবো!"

শ্যাম। হাঁ হে। শুধু কি 'বিদেয় করে দেবো' বল্লে, কত তুই তোকারি করে কথা কইতে লাগল। তোমরা বসো না।

(সকলের উপবেশন।)

উমেশ। বাড়ী হতে তাড়িয়ে দেবার ওর কি ক্ষমতা আছে। দেখ শ্যাম! বেটী বোধ হয়, তোমাকে ভাতুড়ে ভাবে। আচ্ছা করে ঘা কতক বসান দিতে পাল্লে না? আজ কাল যেমন ছোট লোকের মেয়ে ছেলের অহঙ্কার হয়েছে, তেম্নি বেশ করে ঘা কতক দেওয়া ওষুধও রয়েছে। আমার কাছে ছোট লোক বেটারা জব্দ।

শ্যাম। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তা কি কশুর করেছি, চাকর্‌রা না ধল্লে বেটীর মুখ দিয়ে রক্ত তুলতাম।

রাম। ওহে ভাই! মার ও রোগের ওষুধ নয়, ওষুধ পয়সা। তুমি যদি এখন চাকরি করে চাকর বাকরকে দুই এক পয়সা পার্ব্বণী দিতে পার, তা হলে দেখতে পাও, বেটারা তোমাকে কত মান্য করে—হুকুম মত কাজ করে দেয়। ভাই! আজ কাল পয়সা রোজগার কত্তে না পাল্লে সুখ নাই, স্ত্রীও আদর করে না।

শ্যাম। তা সত্য; কিন্তু ভাই আজ কাল চাকরি হওয়া দুষ্কর হয়েছে। আমি প্রায় সাত মাস কাছারি যাচ্ছি, কপালক্রমে একটা কাজও খালি হ'ল না।

উমেশ। রামধন বেশ করেছে—ডাক্তারি স্বাধীন ব্যবসা, আর মনেও জবাব দিতে হয় না।

রাম। তা মিথ্যা নয়; কিন্তু ভাই, রোগী প্রায় যোটে না। মাসে হদ্দ কুড়ি পচিশ টাকার বেশী হয়ে ওটে না।

উমেশ। লেখাপড়া না শিখে মাস মাস কুড়ি পচিশ টাকা করে রোজগার কচ্চো মন্দ কি? আমার দুঃখ দেখ দেখি ভাই, এত অর্থ ব্যয় করে বিদ্যা শিখে শেষে পনের টাকা বেতনে স্কুল মাষ্টারি কচ্চি। মনীব প্রায় জন পঞ্চাশ ষাট, সকলেরই মন যুগিয়ে কাজ কত্তে হয়। তদ্ভিন্ন পনের টাকা লিখিয়ে নিয়ে দশটী করে টাকা দেয়, আর বে কি শ্রাদ্ধের দিন বাবুদের বাড়ীর অনেক কাজ কর্ম্ম করে দিতে হয়। তদ্ভিন্ন প্রত্যহ রামনগর হতে শামনগর—পাকি দুই ক্রোশ পথ—হেঁটে গিয়ে কর্ম্ম কত্তে হয়। তুমি বেশ করেছ, ডাক্তারি স্বাধীন ব্যবসা—মলে দায়ী হতে হয় না।

শ্যামা। কামানটা বুঝি স্বাধীন ব্যবসা নয়?

উমেশ। সেটাও ত আছে, এক কাজেই দু কাজ চল্‌ছে। যেখানে রোগী দেখতে যায়, ভাঁড়টা সঙ্গে থাকে, অম্নি কামিয়ে দিয়ে আসে।

শ্যাম। তবে মন্দ বলতে পারি নে।

রাম। না ভাই শাম! তা হলে মানের হানি হবে, লোকে কম ভিজিট দেবে, ভেবে কামানটা একেবারে উঠিয়ে দিইচি।

শ্যামা। সে যা হোক্, তোমরা ত এক একটা যোগাড় করে নিয়েচো, এখন আমার কর্ম্ম কাজ হয় না, তার উপায় কি?

উমেশ। তোমার আবার কর্ম্মের ভাবনা? তোমার যে সহায় আছে, শীঘ্রই কর্ম্ম হবে।

রাম। হাঁ হে শাম! তুমি লোকের সঙ্গে এত আলোপ কর কেমন করে?

শ্যাম। আলাপ করা ত সহজ। যে মদ খায় তার সঙ্গে মদ খেয়ে আলাপ করতে হয়। যে লম্পট তার সঙ্গে সেইভাবে চল্লেই আলাপ হয়। আর বোকা জমীদার পেলে একটু তোষামোদ করতে পাল্লেই

আলাপ হয়। আলাপ করতে হলে ভাই, সময় বিশেষ কুঁকড় পর্য্যন্ত খেতে হয়।

উমেশ। তুমি কখনো কুঁকড় খেয়েছ ?

শ্যাম। কত।

উমেশ। কোথায় ?

শ্যাম। ডেপুটী বাবুর বাসায়।

রাম। কুঁকড়ো খাও, তবে মাথায় চৈতন কেন ?

শ্যাম। নইলে গোঁড়া হিঁদুরো দলে নেয় না।

রাম। আজ কালের হিঁদুয়ানী ঐ রকমই বটে।

শ্যাম। যা হোক ভাই, চাকরি না হলে আর ত বাঁচি নে। আপাতক আমার কেবল পের্‌মারার দৌলতে চলচে।

রাম। ওটা বড় মন্দ খেলা, ত্যাগ করাই উচিত।

শ্যাম। ত্যাগ কল্লে চলবে কিসে ?

উমেশ। তুমি কি প্রত্যহই জেতো ?

শ্যাম। প্রত্যহই কি জিতি, হলো এক দিন দুটাকা দিয়ে এলাম, আবার এক দিন্ দশ টাকা নিয়ে এলাম।

উমেশ। তোমার পরিবারকে এখানে আন না কেন ?

শ্যাম। "আপ্নি শুতে স্থান পায় না শঙ্করাকে ডাকে" আমিই মামার বাড়ী ঝাটা নাথি খেয়ে আছি, এর ভিতরে তাকে কোথায় আনব ? ( দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ )

রাম। অত দুঃখ কেন ভাই ? চির দিন কি এমনই যাবে—চাকরি বাকরি কর, করে নিয়ে এস। তুমি এক সময়ে খুব সুখী হবে—আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, খুব সুখী হবে—কিন্তু ভাই সে সময়ে যেন মনে থাকে।

উমেশ। শ্যাম! তোমার বাপের অনেক টাকা ছিল, শুনিছিলাম, তা কি সত্য ?

শ্যাম। মামীর কাছে তিনি রেখিছিলেন, কিন্তু মামী তা দিলেন না।

বল্লেই বলেন "তাঁর আবার টাকা কোথায় ছিল বাছা! তিনিও তোমার মত আমাদের বাড়ী অন্ন ধ্বংসাতেন।"

উমেশ। তোমার মামি বোধ হয় তোমাকে ভালবাসেন না।

শ্যাম। বোধ হয় কেন, বাস্তবিকই ভালবাসেন না।

রাম। সেটা তোমার মামীর অন্যায়। এত যে বিষয় হয়েছে, সে ত কেবল তোমার বাপেরই হতে। উনি বলুন, আর নাই বলুন, আমরা ত সব ঘরের খরব জানি। রত্নেশ্বর বাবু বোধ হয় তোমাকে ভাল বাসেন।

শ্যাম। হাঁ।

রাম। শরত বাবু আর এ বাড়ীতে আসেন?

শ্যামা। ভদ্রলোক মনে মনে রাগ আছে, তত্রাপি কখনও কখনও আসেন।

উমেশ। শরতের বাপের আর কোন খবর পাওয়া গিয়েছে?

শ্যামা। না।

রাম। শরতের বেশ বে হয়েছে; সতীশ বাবু মস্ত জমীদার আর সবে মাত্র একটী মেয়ে, সমস্ত বিষয়ই পাবে।

শ্যামা। রত্নেশ্বর ভায়ার সতীশের উপর রাগ হয়েছে আর শরতের উপর হিংসা হয়েছে।

রাম। কেন?

শ্যামা। ভায়ার ইচ্ছা ছিল, সতীশ বাবুর কন্যার সঙ্গে আমাদের পূর্ণর বিয়ে দেন; কিন্তু সতীশ বাবু, ছেলেটী কুৎসিত, নানারোগাক্রান্ত, মূর্খ দেখে বে দিলেন না, তা তাই তাঁর উপর রাগ হয়েছে।

রাম। শরতের উপর হিংসা হল কেন?

শ্যাম। জ্ঞাতি শ্বশুরের বিষয় পাবে সহ্য হয়?

রাম। এ অন্যায়, শরতের সর্ব্বনাশ করেও কি তাঁর সাধ মেটে নি। এখন বাবু ত পশ্চিম গিয়েছেন, আসবেন কবে?

শ্যাম। তা কিছু বলে যান নাই।

উমেশ। শ্যাম! ছোট বাবু উপর থেকে নামেন না কেন?

শ্যাম। মামীর আদুরে ছেলে, তাই কোল থেকে নামতে দেন না। রাত দিন গা মুছিয়ে ফরসা করে দিচ্চেন। মামী বলেন "সতীশ যেমন পূর্ণকে কাল বলেছে, এই রং ফর্‌সা করে তবে ছাড়ব।" ভাই, ঘশে মেজে কখন রূপ হয়!

উমেশ। আমি এখন যাই, তোমরা বস। (উত্থান)

রাম। দাঁড়াও, আমিও মুখুয্যে-বাড়ী রোগী দেখতে যাব। (উত্থান)

[উমেশ ময়রা এবং রামধন নাপিতের প্রস্থান।

শ্যাম। (স্বগত) কখনও কি ধনী হতে পারব? যদি ধনী হতে পারি, তা হলে ঐ মামী—এখন যিনি অনাদর কচ্চেন—কত আদর করবেন। পেটে যে বিদ্যে এতে যে ধনী হব, এমন ত আশাই নাই, তবে যদি মাটি হতে এক জালা টাকা পাই, তা হলে ধনী হতে পারি। বালক-কালে গণোৎকার বেটা যা বলেছে, তা হলেও সুখের বিষয় বটে;—গণোৎকার কেন—আমার ঠিকুজ্জিতেও লেখা আছে। যাই রাত হয়েছে শুইগে।

[প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রামগনর——শরতের শয়নঘর।

(শরত আসীন)

শরত। (স্বগত) আমার মত হতভাগ্য পৃথিবীতে আছে, কি না, সন্দেহ। রাজা থেকে রাখাল! পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল, জ্ঞাতিতে ফাঁকি দিয়ে নিলে, বাবা সেই শোকে দেশত্যাগ করে কোথায় চলে

গেলেন! মা আমাকে পাঁচ বৎসরের রেখে প্রাণত্যাগ কল্লেন। আমার সমস্ত বিষয় নিয়ে রত্নেশ্বর সুখভোগ কচ্চে, আর আমি কষ্টে দিনযাপন কচ্চি। বাবা যদি বেনামিতে বাঁকীপুর তালুকখানি না রাখতেন, তা হলে আমার ভাগ্যে আজ্ কি ঘটত, জানি না। অর্থ বিনে কিছুই হয় না, আমার যদি অর্থ থাকত, বিদ্বান্ হতে পারতাম, অর্থাভাবে সে বিষয়ে বঞ্চিত হয়েছি। সতীশ বাবু, অর্থহীন, বিদ্যাহীন, রূপহীন হতভাগ্যকে কেন যে শৈলবালা অর্পণ কল্লেন, জানি না। ও রত্ন কি দরিদ্রের ঘরে শোভা পায়? না দরিদ্র তার যত্ন জানে? শৈল কি এ দরিদ্রকে স্নেহ করবে। (অধোবদনে চিন্তা)

( শৈলবালার প্রবেশ )

শৈল। (শরতের নিকট উপবেশনপূর্ব্বক) তুমি রাত দিন এত কি ভাব?

শরত। নিজের অবস্থা।

শৈল। এত ভাব কেন?—আর ভেব না।

শরত। সাধে ভাবি—ভাবি তোমার জন্যে।

শৈল। আমার জন্যে আবার ভাবনা?

শরত। ভাবি এই—রাগ কর না—বে করে আমি ভাল করিনি।

শৈল। (সাবেগে) কেন?

শরত। কেন দেখ, আমি অন্নহীন নিজেই খেতে পাই নে। এ অবস্থায় তোমাকে বে করে কেবল কষ্ট দিচ্চি মাত্র। আমি সদা সর্ব্বদা ভাবি—সতীশ বাবু বিজ্ঞ হয়ে দরিদ্রের সঙ্গে কেন বে দিলেন।

শৈল। তিনি অবশ্যই ভাল বুঝেচেন, তাই দিয়েছেন।

শরত। দেখ, তুমি বালিকা; এ বয়সে তোমাকে কেবল ভাল গহণা, ভাল কাপড় দিয়েই সুখী করা যায়; কিন্তু আমি হতভাগ্য সে ক্ষমতা নাই। এ জন্য ভাবি—সতীশ বাবু কেন এমন কাজ কল্লেন।

শৈল। পাগলের মত কি বকো। প্রতিদিনই—

শরত। আরও দেখ, যদি তুমি আমার হাতে না পড়ে, অপরের হাতে পড়তে, তা হলে সুখী হতে—কত সোণা দানা গায় দিতে। কেবল তোমার বাপ তোমার শত্রু হয়ে এ দরিদ্রের হাতে দিলেন।

শৈল। সোনা দাণা পেলিই বুঝি স্ত্রীতে স্বামীকে ভালবাসে? আচ্ছা, যদি কারও স্বামী নির্গুণ—কুৎসিত হয়, আর নেসাখোর হয়ে স্ত্রীকে সদাই মারে, কিন্তু বিষয় থাকে, তবে সে স্ত্রীকেও কি সুখী মনে কর?

শরত। আজ কাল ত প্রায়ই দেখা যায়, পয়সা থাকলেই স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে।

শৈল। সে টা তোমার ভুল; তা হলে দরিদ্রের ঘরে কত সুন্দরী স্ত্রী না খেতে পেয়ে স্বামীর সেবা কর্‌ত না।

শরত। যাক্, তুমি ত আমাকে ভালবাস?

শৈল। তুমি মনে কর কি?

শরত। বাস না।

শৈল। নিজে বটে।

শরত। কিসে?

শৈল। কিসে? মনে কর দেখি—সেবার যখন কলকাতায় যাও, রাত্রি থাক্‌তে গিইছিলে, তা যাবার সময় কি বলে গিইছিলে? আমি উঠে কেঁদে মরি, আর ভাবি—আহা! এমন জান্‌লে ঘুমুতাম না। আবার বল কিসে?

শরত। আমি তোমাকে তুলি নি কেন জান—কাঁচা ঘুম ভাঙ্গালে পাছে রাগ কর।

শৈল। এম্নি তোমার বুদ্ধিই বটে, ঘুম ভাঙ্গালে আমি রাগ কর্‌ব। ধর্ম্মতঃ বল দেখি—কখন রাগ করেছি?

শরত। কেন, সে দিন।

শৈল। সে কি সাধে রাগ করেছিলাম। বাড়ির জন্যে যখন মন কেমন

করে, তখন তুমি কাছে থাক্‌লে থাকি ভাল। তা তুমি এম্নি নির্দ্দয়, রাত্রি শেষ করে, তবে বাড়ী আস, তাই একটু রাগ করেছিলাম। তা কত ক্ষণ?—বেশী ক্ষণ নয় ত।

শরত। তুমি আমার হাতে পড়ে বড় কষ্ট পাবে।

শৈল। কপালে কষ্ট থাকে—পাব, না থাকে—সুখে থাক্‌ব। এমন ত দেখা যায়, কত লোকে রাজার হাতে পড়ে ধান ভেঙ্গে খাচ্চে, আবার ভিকিরির হাতে পড়ে রাজরাণীর মত সুখভোগ কচ্চে।

শরত। তা সত্য; কিন্তু একবার কোন জিনিস গেলে তাকি আবার ফিরে পাওয়া যায়?

শৈল। ঢে—র—

শরত। আমার পৈতৃক বিষয় নিয়ে রত্নেশ্বর সুখে ভোগ কচ্চে, তা কি আবার পাব?

শৈল। সম্ভব। তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি বলবে?

শরত। বল, অবশ্য বলব।

শৈল। ঠাকুরের বিষয় আশয় হাত ছাড়া হ'ল কেমন ক'রে?

শরত। সে অনেক কথা;—শ্যামাচরণের বাপ বেশ জাল কর্‌তে পার্‌ত, সে একখান জাল খত তৈয়ের করে, তাতে লেখা থাকে—আমার বাপ রত্নেশ্বরের বাপের কাছ থেকে ৬০ সাইট হাজার টাকা কর্জ্জ করেছেন। পরে নালিশ ক'রে সমস্ত বিষয় বিক্রী ক'রে নেয়, কেবল বাঁকীপুর এবং বসতবাটী বেনামীতে ছিল ব'লে নিতে পারে নি।

শৈল। মিন্সে ত বড় হাবা, পাপই যদি কল্লে, নিজের নামে খত তৈয়ের কল্লে না কেন?

শরত। তা হলে লোকে—বিশেষ, হাকিমরে বিশ্বাস কর্‌বে কেন? তিনি পেটের জ্বালায় শ্বশুর বাড়ী থাকৃতেন, এমন কি টাকার মানুষ ছিলেন যে, ষাট্ হাজার টাকা কর্জ্জ দেন।

শৈল। এ পাপ করে মিন্সের ভাল হয়েছিল?

শরত। ভালর মধ্যে দুটো ছেলের একটা জলে ডুবে মরে আর নিজে যক্ষ্মাকাশরোগে ভুগে ভুগে শেষে ঘরে মরে থাকে, মুচিরে এসে গঙ্গায় দেয়।

শৈল। বিষয় আশয় গেলে, ঠাকুর কি কল্লেন ?

শরত। দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন "আমার যে সর্ব্বনাশ কল্লে,সে নির্ব্বংশ হবে, আর ও বিষয় যে নিলে তার বংশে কেউ ভোগ করতে থাক্‌বে না। আমি জন্মের মত দেশ থেকে চল্লেম, যদি কখনও নিজের বিষয় নিতে পারি, তবে আস্‌ব, নচেৎ শেষ বিদায়" বলে, রাত্রিতে কোথায় চলে গেলেন, কেউ টেরও পেলে না।

শৈল। কখনও পত্র লিখেছিলেন ?

শরত। না। শৈল, তোমার বাপের কাছে কত দূর পর্য্যন্ত পড়েছিলে ?

শৈল। নীতিবোধ পর্য্যন্ত।

শরত। একখান্ বই এনে পড়, শুনি। কারণ, বাবার কথা মনে হলে কান্না আসে।

নেপথ্যে। শরত ভাত খাওসে।

শৈল। ভাত হয়েছে, খেয়ে এস, পিসী আবার বসে থাক্‌বেন। আমি তত ক্ষণ বইখান আনি। ( উত্থান )

শরত। যাই।

[একদিকে শরত, অপর দিকে শৈলবালার প্রস্থান।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

---

রামনগর—রত্নেশ্বরের বাড়ী।

( পূর্ণর প্রবেশ। )

পূর্ণ। ( সভয়ে স্বগত ) উঃ! বাবা, অন্ধকার দেখ! মাকে কত ডাক্‌লেম, শালীর বিটী শালী কিছুতেই উঠল না। বিয়েও দেয় না যে, পেচ্ছাব কর্‌বার সময় দাঁড়াবার লোক পাই। ( চতুর্দ্দিক অবলোকন পূর্ব্বক গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া পতন )

(দ্রুতপদে জগদম্বার প্রবেশ।)

জগ। বৌ! ও বৌ! শিগ্‌গীর ক'রে এস। ওমা! আমার সোণার যাদু এমন্ হল কেন। বৌ! শিগ্‌গীর করে এসো। ( ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া ) হায়! হায়! এমন ছোট লোকের মেয়েকেও ঘরে এনে-ছিলাম রে। বাপভাইখাগী বিপদের সময়েও উদ্দিশ নেয় না। (পূর্ণর প্রতি তাকায়ে) বাবা, পূর্ণ! ও বাবা, পূর্ণ! এমন হলে কেন মাণিক্।

(ব্রজবালার প্রবেশ।)

ব্রজ। কি হয়েছে?

জগ। ( মুখ খিচয়ে) আর কি হয়েছে, তোমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হয়েছে। এখন শিগ্‌গীর ক'রে এক ঘটী জল আর একখান অস্তর আনো, বাছার দাঁতি ভেঙ্গে দিতে হবে।

[ব্রজবালার প্রস্থান।

জগ। বাবা, এমন হলে কেন বাবা? বৌ, শিগগির করে এসো, পায়ে কি ঘুঙ্গুর দিয়েছ?

(একখান দা ও এক ঘটী জল হস্তে ব্রজবালার পুনঃপ্রবেশ।)

পূর্ণ। মা! একটু জল!

জগ। কি বাবা? অমন কচ্চ কেন?

( জগদম্বাকর্ত্তৃক মুখে জলপ্রদান ও কিয়ৎক্ষণ পরে উঠিয়া মাতৃক্রোড়ে উপবেশন )

পূর্ণ। একটা বিটকেল মূর্ত্তি অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল।

জগ। রাম, রাম——

পূর্ণ। মা! তোরা আমার কাছে বোস্, বড় ভয় কচ্চে। আমি একটু সামলে তবে ঘরের ভেতোর যাব।

জগ। ( উপবেশন )

ব্রজ। ( বসিয়া ) ঠাকুর পো, তার পর কি হল?

জগ। (মুখ খিচিয়ে) তার পর কি হলো—"কারু সর্ব্বনাশ, কারু ভাদ্রমাস" তুই বাবা, বলিস্ নে।

পূর্ণ। দেখ মা, দেখ মা, যাই রাম রাম করেছি, সেটা অম্নি মিলয়ে গেল। আমি বলে তাই বেঁচে আছি, তুই হলে মারা পড়তিস্ মা।

জগ। ওরে বাবা! আমাকে আর বলতে হবে না। আমি দুশো দিন খট খট শব্দ করে এসে রান্না ঘরের দুয়োর খুলতে দেখিছি—মা গো! গাটা শিউরে ওঠে। দেখ বৌ! ঠিক্ মানুষের মত কাশে, কুল-কুচো করে—

পূর্ণ। মা, তুই এগিয়ে বোস।

জগ। এই যে বাবা, তোমার গায়ে হাত দিয়ে বসে আছি।

ব্রজ। ঠাকুরুণ বলচো বটে, আমি কিন্তু এক দিনও দেখি নি।

জগ। রোজ রোজ কি বেরোয়, তিথি নক্ষত্র বিশেষে দেখা যায়। ঘাটে পড়াকে দুশ দিন পিণ্ডি দিতে বলেছিলাম, কিছুতেই শোনে নি।

ব্রজ। কাকে?

জগ। আর কাকে, শেমো ডেক্‌রাকে।

ব্রজ। ওঁয়ার কে আছে?

জগ। আর কে আছে, বাপ দুদিন পর্য্যন্ত ঘরে মরেছিল।

ব্রজ। এ অন্যায় কথা। তাঁকে তো গঙ্গায় দেয়া হয়েছিল।

জগ। গঙ্গায় দিলেই যদি গতি হ'ত, তা হলে ভাবনা ছিল না।

ব্রজ। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) ঠাকুরপোকে এক থান রাম-কবচ তোয়ের ক'রে দিও।

জগ। বড় ছোঁড়াকে কত দিন বলেছি—কিছুতেই দিলে না। কেবল লুকিয়ে লুকিয়ে মেগের গয়না গ'ড়ে দিচ্চে। আর উত্তুর, দক্ষিণ, পূর্ব্বু, পশ্চিম, বেড়াতে যাচ্চে—

ব্রজ। তুমি রোজ রোজ গয়না গয়না ক'রে খোঁটা দেও। কত গয়না হয়েছে? চোকখাগিরে কখান্ গয়না দেখেছে?

জগ। দ্যাখ, মুখ সাম্‌লে কথা ক'স্? গোপনে হচ্চে আমি কি টের পাইনে। ছোঁড়া এম্নি দুষ্টু, টাকা খরচ হবে ব'লে ভায়ের বে দিচ্চে না, কেবল মাগকে গয়না দিচ্চে।

ব্রজ। যে তোমার ছেলে, লোকে মেয়ে না দিলে ত বে হবে না। কেমন জব্দ, সতীশ বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিষয় লোভে বে দিতে গিয়ে দেখেছ ত?

জগ। চোক্ খাগি, তুমি মর। সতীশ বাবুর কপাল মন্দ, তাই আমাদের ঘরে মেয়ে দিলে না। শরতার সঙ্গে বে দিয়েছে, ছুঁড়িটে দুবেলা রেঁদে রেঁদে মর্‌চে। সুখ থাকলে ত কপালে ঘটবে?

ব্রজ। এমন ছেলেকে সাধ ক'রে কে মেয়ে——

জগ। ছেলে মন্দ কি, তোর ভাতারের চাইতে ইংরিজি জানে আর দেখ্‌তেও সোন্দোর।

ব্রজ। তবে তাঁরা মেয়ে দিলেন না কেন?

পূর্ণ। দিলেন না কেন, দিলেন না কেন কচ্চ, তারা ভেবেছিলেন আমার স্মৃতিকে রোগ আছে, তার পর আর এক মাগী বল্লে "না ওর

পেটে পিলে আছে, কোন দিন ফুক করে মরে যাবে।" তাই তারা বিয়ে দিলে না, নইলে রূপ গুণ দেখেই ত আগে বিয়ে দিতে চেইছিল।

ব্রজ। ঐত রূপ, তাই আবার সাজয়ে সতীশ বাবুর বাড়ী দেখাতে পাঠান হয়েছিল। পেট টা ঠিক জালা, মরণ আরকি, ছেলে দেখাতে পাঠাতে লজ্জা হয় নি?

জগ। ওলো, আঁটকুড়োর ঝি! রূপ আছে কি না তুই তা জান্‌বি কি, তোর শৈল সই—যার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল তাকে এক দিন দেখাস্, কি বলে। এত তোর বাপ নয়, যে না খেতে পেয়ে পেট্টা চিমড়ে হবে? বড় মানুষের ছেলে, সুখী শরীর ভাল খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি হয়েছে।

পূর্ণ। না মা। রামধন ডাক্তার বলেছে 'তোমার পেটে পিলে আছে।'

জগ। ওরে, বোকা ছেলে, বল্‌তে নেই। ওটা পিলে নয়—মুনী, খেতে খেতে আপ্নিই মিলিয়ে যাবে।

(মোহিনীর প্রবেশ।)

মোহি। এমন অন্যায় সয় না, উনি দূর হ'ন।

জগ। কি মোহিনি?

মোহি। ভূত নয়, শেমো ডেকৃড়া এই কতক্ষণ খেলা করে ভাত খেতে বাড়ীর ভেতোর এসেছিল; তাকেই দেখে ছোট বাবু মূর্চ্ছা যান। গোলমাল শুনে যেমন ছুটে আসচি, অম্নি দেখি বাছা পা টিপে টিপে চোরের মত বাইরে যাচ্চেন।

জগ। দেখলি পূর্ণ! অন্যায় দেখলি।

পূর্ণ। আমি মারব।

জগ। মোহিনি! তাকে আন্তু, আজ তারই একদিন কি আমারই এক-দিন। ছোট ছেলে ঘরে, কি ব'লে রাত দুকুরে বাড়ীর ভেতর ভাত খেতে আসেন। মোহিনি, তুই শীগগীর করে ডেকে আন্তু।

মোহি। যাই। (স্বগত) বেস হয়েছে। আমার গায় হাত তোলার ফল আজ ফলবে, ধৰ্ম্ম আছেন কিনা।

[প্রস্থান।

জগ। বৌ! আমাদের নিন্দা কর, বল ছেলে কুৎসিত, লেখা পড়া জানে না। কিন্তু বেস জেনো, আমরা কুলীন তাতে আবার পয়সা আছে। আজ কালকার লোকে রূপ গুণ খোঁজে না, কিবল পয়সাই খোঁজে। তোর বাপ তার সাক্ষী। আমাদের ঘরে মেয়ে দেয়া যে কত সুখ তা তোর বাপ জেনেছে। যদি আর একটী তোর বোন থাকত, তা হ'লে তোর বাপ কত সেধে সেধে, হাত যোড় ক'রে, পূর্ণর সঙ্গে বিয়ে দিত।

ব্রজ। আমারই যেন বোন নেই, আরো ত কত লোকের মেয়ে আছে তারা বে দেয় না কেন?

জগ। দেয় না, না লালায়িত। কলকাতার মুখুর্য্যে বাবুরা পঁচিশ ভরি সোণা, রূপোর দান সামিগ্‌গীর পয্যন্ত দিতে চাচ্চে।

ব্রজ। দিচ্চ না কেন?

জগ। ঘটে, ঘড়ির চ্যোন না নিয়ে বুঝি বে দেব।

পূর্ণ। মা, চ্যোন্ কাজ নেই। উই নিয়ে বিয়ে দেও? নইলে বৌ ভাবে, আমার বে হবে না।

জগ। না বাবা, তারা চ্যোন্‌ও দেবে, চেয়ে পাঠিয়েছি।

ব্রজ। সেই সময় আর একটা জিনিস চেয়ে পাঠালে, বড় ভাল করতে।

জগ। কি?

ব্রজ। রূপোর একটী ন্যাজ, নইলে মানাবে কেন?

জগ। দূর হ, হারামজাদি, ছোট লোকের মেয়ে, দূর হ! সমুখ থেকে উঠে যা, নইলে মুখে ঝাটা মারব।

ব্রজ। (হাসিতে হাসিতে) যাই আর রাত জাগা যায় না, চোক ছুটো জ্বালা কচ্চে।

[ব্রজবালার প্রস্থান।

জগ। সামলেছ বাবা?

পূর্ণ। মা, আমার জল তেষ্টা পেয়েছে।

জগ। ঐ যে, ঘটীতে আছে—খাও।

পূর্ণ। (জল পান করিয়া) মা, দা কেন?

জগ। দাঁতি ভাঙ্‌তে এনেছিলেম।

পূর্ণ। ফোগলা ক'রে দিয়েছ নাকি?

জগ! না, না, ওরে বোকা ছেলে, এ দাঁত ভাঙ্গা নয়, দাঁতি ভাঙ্গা।

(মোহিনী ও তৎপশ্চাৎ শ্যামাচরণের প্রবেশ।)

শাম। মামা, আমাকে ডাকচেন কেন?

পূর্ণ। আমাকে ভয় দেখাস কেন।

জগ। বাছা, এখান থেকে চ'লে যাও? এ বাড়ীতে তোমার আর থাকা হবে না।

শ্যাম। মামী, আমার অপরাধ?

জগ। অপরাধ আর কি, তোমাদের গুষ্টিকে পুষ্‌তে আমার আর ক্ষেমতা নেই। দেখ, তোমার বাবা চিরকাল এখানে ছিলেন আর তুমিও আছ, এর পর তোমার দশটী ছেলে হলে তারাও বলবে থাক্‌ব। কিন্তু বাবা, বিবেচনা করা ত উচিত যে তাদের কোথা হতে খেতে দেবো? দ্যাখ, তোমাদের হতে আমার অপকার বই কোন উপকার নেই।

শ্যামা। এ অন্যায় বলেন। বাবা আপনাদের জন্যে কি ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করেছেন ভাবুন দেখি?

জগ। তেম্নি সাজাও দিচ্চে।

শ্যাম। কিসে?

জগ। আর কিসে, মরে ভূত হয়ে রোজ রোজ দৌরুত্তি কচ্চেন। তুমি উপযুক্ত হয়েছ, তবু ত তাঁর গতি কল্লে না।

শ্যাম। বাড়ী হতে যেতে বল্লেন যাচ্চি। কিন্তু শেষের কথায়, মনে যে কি পর্য্যন্ত ব্যথা পেলাম তা ঈশ্বরই জানেন। আমি খেতে না পেয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি সেও ভাল, তত্রাপি এমন মামীর কাছে আর থাক্‌ব না। আমি জন্মের মত আপনার নিকট হতে বিদায় হলাম, তত্রাপি যাবার সময় একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—আপ্নি ত বাবার বদনাম দিলেন, এক্ষণে স্বরূপ বলুন দেখি কখন চক্ষে চেখেছেন?

পূর্ণ। কত।

জগ। চকে দেখিনি বটে, কিন্তু খট খট শব্দ ক'রে এসে রান্না ঘরের দুয়োর খোলা, তবে মান্‌ষের মত কুলকুচোর শব্দ করা প্রায়ই শুন্তে পেয়ে থাকি।

শ্যামা.। ভেঙ্গে বলি শুনুন্—লক্ষ্মীছাড়া খেলা ত্যাগ কল্লাম, ও খেলা আর এ জন্মে কর্‌ব না। খেলা ক'রে বাড়ী আস্‌তে একটু একটু রাত হত, আমিই বাড়ীর ভিতর জুতোর শব্দ ক'রে এসে রান্নাঘরের দোর খুলতাম। আমার দোষ, বাবার দোষ আর দেবেন না? আমি আপনার কাছ হ'তে বিদায় হলাম।

[দ্রুতবেগে শ্যামাচরণের প্রস্থান।

জগ। ও শ্যাম, যাস্‌নে। আমার মাথা খা, যাস্‌নে। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) এল না, এত ডাকলেম শুনলে না। মোহিনি! আজ মা আমি রাগের মাথায় কি মন্দ কাজই কল্লাম।

মোহি। (স্বগত) বেস্ কাজ হয়েছে, আমার গায়ে যেমন হাত তোলে, তেম্নি সাজাই পেয়েছে। ধর্ম্ম কি নেই, না রাত দিন হচ্চে না,

মেয়েমানুষের গায় হাত তোলা কি সহজ পাপ। (প্রকাশ্যে) মা, তুমি এত ভাব্‌চ কেন? যাবার জায়গা কোথায়? পেট জ্বোলে উঠলে আপ্নিই এসে হাজির হবে।

জগ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) আহা! ছোঁড়া বড় ভাল মানুষ ছিল। আর মায়াও হয়েছে এ বাড়ী থেকেই ত মানুষ হয়। কত অকথা, কুকথা বলেছি কখন রাগ করেনি। আজ মনে বড় ব্যথা পেয়েই অভিমান করেছে। (মৃদুস্বরে) কেন যে এমন কথা মুখ হ'তে বার হল——

পূর্ণ। চল মা, শুইগে। বড় ঘুম পাচ্চে।

জগ। তুই, শুগে। মোহিনি, চল মা, একবার দেখে আসি কোথায় গেল। যে অন্ধকার কোথায় বা খুঁজতে যাব, কিবল একবার বৈঠকখানার ঘরটা খুঁজে আসি।

পূর্ণ। মা, আমি একলা থাক্‌তে পার্‌ব না, ভয় করবে!

জগ। ওরে, বাবা! একটু চোক কাণ বুজে থাকগে। আমি যাব আর আস্‌ব—বেস্তোর দেরি কর্‌ব না, মোহিনি, চল মা।

মোহি। চল।

[এক দিকে পূর্ণ অপর দিকে মোহিনী ও জগদম্বার প্রস্থান।

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

---

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

---

রামনগর—রত্নেশ্বরের বৈঠকখানা।

( শ্যামাচরণ উপবিষ্ট। )

শ্যাম। (স্বগত) আর এক তিলার্দ্ধ এ বাড়ীতে থাকব না। রাত্রেই একদিকে চলে যাব। উঃ! মামীর সেই হৃদয়বিদারক বাক্য!! কি করি কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছিনে। ( ব্যাগ বন্ধন )

( রামধন নাপিতের প্রবেশ। )

রাম। শ্যাম, কাপড় গুচচ্ছ—কোথায় যাবে?

শ্যাম। যেখানে দুই চক্ষু যায়।

রাম। কেন?

শ্যাম। মামী আজ অকারণ বল্লেন "তুই বাড়ী হতে দূর হ।"

রাম। হঠাৎ এ কথা বল্লেন কেন?

শ্যাম। তা জানিনে।

রাম। কোথায় যাবে ঠিক করেছ?

শ্যাম। আপাতক পশ্চিম। সেথানে কর্ম্ম কাজের চেষ্টা করব। যদি হয় ভাল, নচেৎ এই শেষ দেখা। ভাই, পত্র টত্র লিখলে উত্তর দিও।

রাম। সে যা হয় হবে। আপাততঃ আমার বাড়ী চল, তার পর রাত পোহালে যা হয় ক'র।

শ্যাম। না, ভাই! আমি আজ রাত্রেই এখান থেকে বিদেয় হব।

রাম। এম্নি তোমার ভালবাসাই বটে।

(উমেশ ময়রার প্রবেশ।)

উমেশ। শ্যাম, রাত দশটার সময় ব্যাগ গুচচ্চ, কোথায় কর্ম্ম হল নাকি?

শ্যাম। হয় নি, চেষ্টায় যাচ্চি।

উমেশ। কোথায়?

শ্যাম। পশ্চিম।

উমেশ। বেশ বেশ সুবিধে দেখলে আমাকেও পত্র লিখ।

শ্যাম। আচ্ছা।

(শরতের প্রবেশ।)

শরত। দাদা, বিমর্ষ ভাবে ব্যাগ গুচচ্চেন কেন? জেঠীমার সঙ্গে মনান্তর হয় নি ত? দাদা, যদি মনান্তর হয়ে থাকে, আমার বাড়ী চলুন? আমিও ত আপনার ভাই বটে। দেখুন দাদা, আমাকে আমার বলে এমন কেউ নেই, আপ্নি আমার মুরুব্বি হবেন, আমার বাড়ী চলুন।

শ্যাম। ভাই, ঈশ্বর ইচ্ছায় তুম্নি সুখী হও এই প্রার্থনা করি। আমি এক্ষণে তোমার সহিত যেতে পারব না, কারণ রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা বেজেছে। যদ্যপি এই সময়ে ইষ্টেসনে গিয়ে একবার ট্রেন নিতে না পারি তবে বিশেষ ক্ষতি হবে। আমি আজ তোমার বাড়ী গেলাম না বলে দুঃখিত হয়ো না। ঈশ্বর ইচ্ছায় আমার দুঃখ-নিশি অবসান হ'লে যদি ফিরে আসি, আগে তোমার বাড়ীতে উপস্থিত হব।

শরত। যদ্যপি বিশেষ ক্ষতি হয়, তবে আপনাকে যেতে বলি না। ভাল, এই অন্ধকার রাত্রে একলা ইষ্টেসনে যেতে পারবেন?

রাম, উমেশ। চল, তোমাকে আমরা রেখে আসি।

রাম। আমার হাতে ব্যাগটা দাও। (ব্যাগ গ্রহণ)

উমে। আমার হাতে কাপড়ের পোঁটলাটা দাও। কিন্তু, ভাই, কাজ কর্ম্মের সুবিধে দেখলে পত্র লিখো। (কাপড়ের পোঁটলা গ্রহণ)

শ্যাম। (স্বগত) ছোট লোক বেটাদের সঙ্গে এয়ারকি দিলে লোকে নিন্দে করে, কিন্তু এদের দ্বারা কত কাজ পাওয়া যায় তা কেউ ভাবে না।

[ এক দিকে শরত, শ্যামাচরণ, উমেশ ময়রা ও রামধন নাপিতের প্রস্থান।

(অপর দিক হইতে জগদম্বার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মোহিনীর প্রবেশ।)

জগ। মোহিনি, আস্‌তে না আস্‌তে চলে গিয়েছে। ঘরটা হাঁ হাঁ কচ্চে, চাকর ছুটোকে ডাক দেখি, কোথায় গেল খুঁজতে পাঠাই।

মোহি। মা, রাত ঝাঁ ঝাঁ কচ্চে, লোকে নিশুতি হয়েছে, এখন তাকে কোথায় খুঁজতে পাঠাবে? তুমি এত ভয় পাচ্চ কেন? বাড়ীর কাছে কোথায় পড়ে আছে, রাত পোহালেই এসে হাজির হবে।

জগ। মোহিনি!

মোহি। মা!

জগ। তুই এ কথা পেরকাশ করিস নে, কোথায় মা কোথায় গিয়েছে। কি জানি বাছা, রতন শুনলে পাছে রাগ করে।

মোহি। ও মা, ওকি গাঁয়ের সকলকে না ব'লে যাবে। একে ত তোমার নিন্দে চিরকাল ভালবাসে, গাঁয়ের লোককে বলে তোমার নিন্দে করাবে, তবে ছাড়বে।

জগ। তাই ত বাছা। (চিন্তা)

মোহি। বিশেষ বড় বৌকে বড় [illegible] হয়। উনি একে ত তোমাকে দেখতে পারেন না, হয় ত দাদা বাবু এলেই ব'লে দেবেন।

জগ। মোহিনি!

মোহি। মা!

জগ। এমন কোন উপায় করা যায় না, যাতে শেমো আর বৌ ছুড়ীর উপর রত্ন চটে?

মোহি। কই, আমি ত কিছু দেখতে পাইনে।

জগ। দ্যাখ মোহিনি, আমি একটা স্থির করেছি।

মোহি। কি?

জগ। শেমোর সঙ্গে বৌটোর বদ্‌নাম রটয়ে দিই।

মোহি। বা! বেশ মতলব বটে। তা হলে দাদা বাবু দুজনের উপরেই চটবেন;—কিন্তু মা একটা বড় ভয় হয়।

জগ। কি?

মোহি। রাগের মাথায় পাছে বৌকে কেটে ফেলেন্। তা হ'লে যে হিতে বিপরীত হবে।

জগ। তা পার্‌বে না। যে সুন্দরী বৌ, মুখ দেখলেই ভুলে যাবে। তবে যদি রাগের মাথায় ঘা কতক মারে—তাই ঢের। দ্যাখ মোহিনি, আমার ত বদ্‌নাম যাবে। তুই কাল ভোরে উঠে গাঁয়ে রটিয়ে দিস্—শ্যামার সঙ্গে বৌ নষ্ট।

মোহি। এ বদ্‌নাম রটালে লোকে পাছে তোমাদের একঘ'রে করে।

জগ। ইস্; কার বাপের দুটো মাথা? কাণ ধর্‌ব, আর এনে এনে খাওয়াব। আমরাই ত এখানকার রাজার সামিল। তুই কালকেই এ কথা রটিয়ে দিস্?

মোহি। আচ্ছা। মা, তোমার কাছে একটী নালিশ আছে।

জগ। কি নালিশ বাছা?

মোহি। রাঁদুনী মাগী বড় চোর, ওকে যবাব দিতে হবে। নইলে আমি

তোমার কাছে থাক্‌ব না। কাজ কি বাছা, জানান ভাল, নইলে শেষে হয় ত আমারও উপর দোষ দেবে, বলবে ওরা দুজনে ভাগে চুরি করত, তার চেয়ে হয় ওকে, নয় আমাকে জবাব দাও ?

জগ। মোহিনি, তুই বাছা বড় হাবা মেয়ে। তুই এসে পর্য্যন্ত আমার লক্ষ্মীর দশা, তোকে কি জবাব দিতে পারি। তুই যদি সর্ব্বস্ব নিয়ে যাস্, আর চ'কে দেখতে পাই তা হলেও জবাব দিইনে। তবে তুই আর এক জনকে ঠিক্ কর, ওকে জবাব দেব।

মোহি। যদি শেমোর সঙ্গে এমন না হ'ত, তা হলে কালই তার মাগকে এনে পর্‌শু বামীকে বিদেয় করে দিতাম।

জগ। ঠিক কথা, সে বৌটোকে আন্‌লে হয়। মোহিনী তুই কালকে গিয়ে নিয়ে আসিস্ ?

মোহি। যদি এসব শুনে থাকে, আস্‌বে ত ?

জগ। শোনেনি। সেখানে খেতে পায় না, শুন্‌লেও আস্‌বে। তুই খুব আদর ক'রে বলিস্, তোমার মামীর তোমার জন্যে প্রাণ কেমন ক'চ্চে, তাই নিতে পাঠালেন। আর সন্দেশ ব'লে একটা টাকা দিস্।

মোহি। এক টাকা কেন ? চার্ আনা পয়সা দিলেই বেঁচে যাবে।

জগ। এক টাকাই দিস্। সে এলে তেমন লাভ হবে দেখচিস নে।

মোহি। কিসে ?

জগ। মর্ নেকি, বামুনের মেয়ের পয়সা লাগবে না।

মোহি। ঠিক্ কথা। ভাল তাকে কি হাঁটিয়ে আনব ?

জগ। না, একখান পাল্কি নিয়ে যাস্।

মোহি। এবার এত আদর কেন ? না হয় দুদিন ক'রে আস্‌বে।

জগ। ওলো, না না বুঝিস্‌নে। শেমো যদি আসতে বারণ ক'রে থাকে, পাল্কি দেখলিই আসবে। কাঙ্গালের মেয়ে বাপের কালে পাল্কি চাপেনি, দেখে সব ভুলে গিয়ে ছুটে আসবে। আর রত্ন ভাববে বৌ

আর শামা সত্যি সত্যিই দোষী, নইলে মা-র ত কোন দোষ নেই, ভাগ্যে বৌ ব'লে ত খুব আদর কচ্চেন।

মোহি। মা, তোমার পেটে এত বুদ্ধিও আছে। আমি তবে কাল সকালে বেয়ারাদের বায়না দিয়ে আসব ?

জগ। হ্যাঁ, বাছা! এখন তুমি যাও। আমিও বাড়ীর ভেতর যাই, পূর্ণচন্দ্র একলা আছে আবার ভয় পাবে।

মোহি। তবে চল।

[এক দিকে জগদম্বা অপর দিকে মোহিনীর প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্যামনগর—সতীশ বাবুর বৈঠকখানা।

( ভোলানাথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উমেশ ময়রার প্রবেশ। )

ভোলা। এ কথা বল্লে কে? (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক) কই সতীশ বাবু ত বাড়ী নেই দেখ্‌চি।

উমেশ। আজ্ঞে, সকলেই বলছে "তুমি ছোট লোক ব'লে সতীশ বাবু তোমাকে মাষ্টারি হ'তে জবাব দেবেন।"

ভোলা। এ অত্যন্ত অন্যায়, ছোট লোক যদি বিদ্বান হয়, তা হলে কি সে কর্ম্ম পাবে না। তা হলে ত গবর্ণমেণ্টের এমন নিয়ম করা উচিত যদ্দ্বারা ছোট লোকের ছেলেরা কোন স্কুল কি কালেজে বিদ্যা শিক্ষা করতে না পারে। ভাল, তুমি ময়রা তা সতীশ বাবু জান্‌লেন কেমন ক'রে? তোমার যে উপাধী তাতে ত ময়রা বলে বোধ হয় না।

উমেশ। আজ্ঞে, বাবা চিরকাল ঐ বাড়ীতে সন্দেশ যোগান দিয়েছেন, কাজে কাজেই বাবার সঙ্গে আসতাম, তাই তিনি চিন্তেন।

ভোলা। সতীশ বাবুর উচিত ছিল নিযুক্ত না করা। যখন নিযুক্ত করেছেন তখন আর জবাব দেওয়া উচিত হয় না।

উমেশ। আজ্ঞে, সতীশ বাবুর বড় দোষ নাই। তিনি আমার ঐ পদবী দেখে অন্য উমেশ ভেবেছিলেন, তার পর নিযুক্ত হয়ে এলে অমাকে উমেশ দেখে বিরক্ত হলেন।

ভোলা। আচ্ছা, তুমি ঐ টুলের উপর ব'সে থাক? (হস্ত দ্বারা দর্শান)

উমেশ। (উপবেশন)

[ভোলানাথের প্রস্থান।

উমেশ। (স্বগত) এমন ক'রে কতক্ষণ ব'সে থাকব? একটু বিছানার উপর শুইগে। (সতীশ বাবুর বৈঠকখানাস্থিত শয্যার উপর তাকিয়ে ঠেশ দিয়া শয়ন।)

(শরতের প্রবেশ।)

শরত। শুয়ে কে?

উমেশ। চিন্তে পাচ্ছ না?

শরত। কেও, উমেশ?

উমেশ। আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ।

শরত। (স্বগত) আজ দেখছি বেটাচ্ছেলে মার খেয়ে মরবে। এখন যদি নেমে বসতে বলি, বাবুর অপমান বোধ হবে। রত্নেশ্বর দাদাই গুয়োটার মাথা খেয়ে দিয়েছেন। মার খায় থাক, একটু একটু উপদেশ পাওয়া ভাল। আমাকে ওর কাছে গিয়ে বসা হবে না, তা হ'লে শ্বশুর মহাশয়, ও আমার এয়ার ভেবে আন্তরিক বিরক্ত হবেন। এই টুল খানাতে বসি। (উপবেশন)

উমেশ। বিছানায় এসে, ভাল হয়ে ব'স না?

শরত। না, এই বেস আছি।

উমেশ। তা ভাই, থাকবেই ত। এত তোমার পরের বাড়ী নয়। (সুরের সহিত) পরের বাড়ী নয় কো যাদু, এটা মেগের বাপের বাড়ী। এ বাড়ী———

শরত। চুপ চুপ; ওকি? এ ময়রা বাড়ী নয়।

উমেশ। এখান থেকে কে আর শুন্তে পাবে? আস্তে, আস্তে গাবো?

শরত। না আবার কর্ত্তা যদি এসে পড়েন।

উমেশ। তা, সত্যি। তুমি কি আজ বাড়ী যাবে?

শরত। হ্যাঁ, আমার এখানে আসবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আমার স্ত্রী একটা মন্দ স্বপন দেখে, অত্যন্ত কাঁদ্‌ছেন, তাই এঁরা কে কেমন আছেন, দেখতে এলাম।

উমেশ। তুমি এসেছ, বেস হয়েছে। কিন্তু ভাই, আমার একটী উপকার করতে হবে।

শরত। কি উপকার?

উমেশ। আমি এখানকার স্কুলে মাষ্টারি ক'রে কোন প্রকারে চাট্টি চাট্টি খাচ্ছিলাম। এখন শুন্‌ছি তোমার শ্বশুর আমাকে বিনা দোষে জবাব দেবেন।

শরত। যদি তুমি দোষী না হও, তবে জবাব দেবেন কেন? ভাল, এ কথা তুমি কোথায় শুন্‌লে?

উমেশ। ভোলানাথ বাবুর কাছে। ভোলানাথ বাবু আমাকে সঙ্গে ক'রে, তোমার শ্বশুরকে ভাল ক'রে ব'লে দিতে এসেছিলেন। দেখা না পেয়ে চ'লে গেলেন, আবার এলেন ব'লে। ভাই, আমার জন্যে তোমার একটি কাজ করতেই হবে; ভাল ক'রে ব'লে দিতেই হবে। আমি তোমাদের আশ্রিত, অধিক আর কি বলব। যদি এ কর্ম্ম টুকু থাকে, আমি তোমাকে, রত্নেশ্বরকে আর পূর্ণকে একটা ফীষ্ট দেব। আমার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বেস করে খাওয়াব।

শরত। (স্বগত) বেটা বলে কি, ওর বাড়ীতে আমি গিয়ে থাব? (প্রকাশ্যে) উপরোধ কর[illegible] বলছ, কিন্তু আগে আমি ও কথা তুলতে পারব না আর তোলাও উচিত নয়। (স্বগত) যে প্রকার শুয়ে আছ, দেখেই তিনি বড় সন্তুষ্ট হবেন।

উমেশ। আচ্ছা, আগে আমি ও কথা তুলব, তার পর তুমি বেস করে ব'ল?

শরত। শ্যামাচরণ দার সঙ্গে সে দিন তোমরা ইষ্টিসেন পর্য্যন্ত গিইছিলে, তিনি আমাকে কোন কথা বলতে বলেননি ত?

উমেশ। ঠিক কথা, আমার স্মরণ ছিল না। তিনি তোমাকে বলেছেন "একজন লোক পাঠিয়ে তাঁর শ্বশুরকে বলে পাঠাতে যে—যদ্যপি ইতিমধ্যে কেহ তাঁর স্ত্রীকে আন্তে যায়, না পাঠান হয়।" আরো বলেছেন "যদ্যপি বারণ শুনেও তাঁরা পাঠিয়ে দেন, তবে এ জন্মের মত সম্বন্ধ ঘুচবে.।"

শরত। আচ্ছা, কালকে লোক পাঠাব। রত্নেশ্বর দা পশ্চিম গিয়ে কোন পত্র টত্র পাঠিয়েছেন?

উমেশ। কাল তাঁর এক থান পত্র পেইছি, তাতে লেখা আছে, দিন পোনেরর মধ্যে বাটী আস্‌বেন।

(সতীশ বাবুর প্রবেশ।)

শরত। (উঠিয়া প্রণাম)

সতীশ। তাকিয়ে ঠেশ দিয়ে শুয়ে কে?

শরত। উমেশ ময়রা।

সতীশ। আরে ম'ল, আস্পর্দ্ধাও ত কম নয়? (উমেশের প্রতি) নাম্ বেটার ছেলে, উপর থেকে নাম?

উমেশ। (নামিয়া দণ্ডায়মান)

সতীশ। শালা! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা যে আমার বিছানায় শুস্।

উমেশ। আজ্ঞে; আমিত সর্ব্বত্রেই শুয়ে থাকি।

সতীশ। যার যার বিছানাতে শুস্ তারা ছোট লোক।

উমেশ। না; তারা ভদ্র লোক।

সতীশ। কে তারা?

উমেশ। রত্নেশ্বর বাবু।

সতীশ। সে আবার বাবু, না সে আবার ভদ্রলোক। সেটা ছোট লোকের সঙ্গে সঙ্গে থেকে ছোট লোক হয়ে গিয়েছে। এখন তুই আমার বিছানায় ব'সেছিস এর জন্যে কি সাজা দেওয়া উচিত?

শরত। (চক্ষু টিপিয়া ইঙ্গিত) পলাও?

[দ্রুতবেগে উমেশ ময়রার প্রস্থান।

সতীশ। কেউ, হায় রে!

নেপথ্যে। হুজুর।

সতীশ। জলদি ক'রে উমশে ময়রার বাপের কান ধ'রে আন?

নেপথ্যে। যে আজ্ঞে।

সতীশ। (শরতের প্রতি) ও এখানে এসেছিল কেন?

শরত। কর্ম্ম হ'তে জবাব দেবেন শুনে আপনাকে সাধতে এসেছিল।

সতীশ। তোমরা ওর সঙ্গে এয়ারকি দাও, নয়?

শরত। আজ্ঞে, আর আর সকলে দেয় বটে, আমি দিই নে।

সতীশ। রত্নেশ্বর প্রভৃতির পদার্থ নেই। এক্ষণে বাটীর সব ভাল ত?

শরত। সব ভাল। কেবল আপনাকে অনেক দিন দেখি নি বলে দেখতে এসেছি।

সতীশ। বেস করেছ; আজকের দিনটে থেকে যাও।

শরত। আজ্ঞে, গ্রামের সকলেই আমার শত্রু এবং বাটীতে কোন অবিভাবক নাই, এ কারণ আজই আমাকে যেতে হবে।

সতীশ। এ বেলা ত কোন মতে যাওয়া হবে না। রৌদ্র নরম পড়লে বৈকালে যেও। ময়রা বেটা বোধ হয় তোমার সঙ্গেই এসেছিল?

শরত। আজ্ঞে, না; আমি এসে দেখি বিছানাতে শুয়ে আছে।

সতীশ। এইবার সুখ টের পাবে! আর কখন এমন্ কাজ করবে না।

শরত। ওর বাপকে ধ'রে আস্তে পাঠালেন কেন?

সতীশ। আচ্ছা ক'রে ঘা কতক জুতোব।

শরত। ওর বাবার অপরাধ কি?

সতীশ। সে শালা; নিজের ব্যবসা না শিখয়ে ছেলেগুলোকে লেখা পড়া শেখায় কেন? আমি শুনেছি, আরো দুট ছেলেকে স্কুলে দিয়েছে।

শরত। আজ্ঞে, আজ কাল ত অনেক ছোট লোকে লেখা পড়া শিখে কাজ কর্ম্ম করছে।

সতীশ। তা করুক, তাতে আমি রাগ করি নে। গুওটা বেহেড দেখ দেখি; আমার বিছানায় শুয়ে থাকে? হ'ত নবাবী আমল, তবে সুখ টের পেত।

শরত। কেন, নবাবী আমলে কি ছোট লোকে লেখা পড়া শিখতে পে'ত না?

সতীশ। ও বাবা! তা হলে সর্ব্বনাশ হ'ত। নবাবরা যে যে ব্যবসায়ী, তাকে সে ব্যবসা ত্যাগ ক'রে, অন্য ব্যবসা করতে দেখলে বিলক্ষণ সাজা দিতেন। তাঁদের সময় ছোট লোকে যদি লুচি খেত, আর নবাব যদি টের পেতেন, তবে ডেকে এনে, "তোর বড় রস হয়েছে" বলে মুখ দিয়ে রক্ত তুলতেন।

শরত। এমন শক্ত নিয়ম ছিল কেন?

সতীশ। তাঁরা বলতেন "চাষা লোকে যদি চাকরি করে, নাঙ্গল চষ্‌বে কে? নাঙ্গল না চষলে শস্য হবে কেমন ক'রে? শস্য না হলেই প্রজা লোকের কষ্ট হবে, অতএব যে যে ব্যবসায়ী, তাকে সেই কর্ম্ম করতে হবে। যদি না করে, উত্তমরূপ সাজা দেব।"

শরত। উত্তম নিয়ম ছিল, গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এইরূপ কোন নিয়ম করেন, তা হ'লে ভাল হয়।

সতীশ। ক্রমে হবে। তুমি বাড়ীর ভিতর গিইছিলে ?
শরত। আজ্ঞে, না।
সতীশ। চল, যাওয়া যাক ?
শরত। চলুন।

[শরত এবং সতীশ বাবুর প্রস্থান ।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

---

রামনগর—রত্নেশ্বরের বৈঠকখানা।

( রামধন নাপিত উপবিষ্ট ।)

রাম। বেশ রোগী যুটেছে। এঞ্জি বহু দিন থাকে, তা হ'লে অনেকগুলি পয়সা রোজগার করতে পারি। এক কুনিলাল শিখে রেখেছি, তাই সব রোগেই লাগাই। আহা, কি চমৎকার ওষুধ! একবার খাওয়াতে পাল্লে রোগী প্রায় বৎসর ভোর হাত ছাড়া হয় না। দুদিন ভাল থাকে তার পর আপ্নিই জ্বর দেখা দেয়। আবার বেশী মাত্রায় কুনিলাল খাওয়াই। এ ব্যবসায়ে যে কত মজা, যে কখন করেচে, কি ক'চ্চে, সেই টের পেয়েছে। স্বাধীন ব্যবসা, ম'লে কাকেও জবাব দিতে হয় না এবং কেন ম'ল তাও কেউ জিজ্ঞাসা করে না। যদি পৈত্রিক ব্যবসা কামান ধরতাম, তা হ'লে হাড়ে অন্ন হ'ত না। আর ভদ্রলোকের সঙ্গে এত আলাপও হ'ত না।— ভদ্রলোকের কাছে ব'সে থেকে থেকে এবং কথা কয়ে কয়ে স্বজাতির কাছে বসতে ঘেন্না হয়। এবং সেই নেংটীপরা বুড়ো বাপকে বাবা ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা করে। আমি আর জন্মে নিশ্চয় কোন ভদ্রলোকের ছেলে ছিলাম, শাপভ্রষ্টে ধরণী ধামে নাপিতরূপে অবতীর্ণ

হইছি। আমি যে নাপিত তা দেশের লোকেই জানে, বিদেশের সকলে আমার চেহারা ও কথাবার্ত্তা শুনে কায়েত ভাবে। আমিও খুব সেয়াস্তমি খাটিয়েছি, পরামাণিকের স্থলে দাস উপাধি বস্য়েছি। আমার উত্তরাধিকারিগণ পরিণামে নাপিত হ'তে কায়েতশ্রেণীভুক্ত হবে। বৌ যে চিক না কি তৈয়ের ক'রে দিতে বল্লে, সে কোন্-গুলো? (চিন্তা করিয়া) বোধ হয় পাছাতে দেয়। মোহিনীর কাছ হ'তে ফাঁকি দিয়ে জেনে যেতে হবে। এ শালী এখনো আস্ছে না কেন? ভাল কথা মনে হয়েছে, বেটীর কাছ থেকে কিছু পয়সা নিতে হবে। ওর ত আর ঘরের পয়সা লাগবে না "চোরের ধনে বাটপাড়ীগিরি করব" এখন শিগ্‌গির ক'রে এলে হয়, এটাকে দেখে আবার পাঁচ যায়গায় বেড়াব। (উচ্চৈঃস্বরে) ও মোহিনি! মোহিনি!

(মোহিনীর প্রবেশ।)

তোর হাত দেখি?

মোহি। (হস্ত দর্শায়ন)

রাম। (হস্ত দেখিয়া ত্যাগপূর্ব্বক) মরিচিস্; জিব দেখি?

মোহি। (জিহ্বা দর্শায়ন)

রাম। তোর আবার জ্বর হয়েছে। ভোগ; বল্লে ত শুনবি নে, কেবল কুপথ্য করবি।

মোহি। ও মা, আমি কি কুপথ্যি করেছি?

রাম। কুপথ্য করিস্ নি?

মোহি। না।

রাম। আমাকে ফাঁকি? আমি তোকে দুশ দিন বলেছি, মেটে ঘরে শুসনে, কিছুতেই শুনলি নে। মর, ভুগে ভুগে মর্। ওরে বেটী, কুনিলাল-খেগো ধাতে মেটে ঘরে শোয়া নিষেধ, তা শুনেও শুনবি নে, আমি কি কর্‌ব?

মোহি। কোটা কোথায় পাব বাবু, আমাকে আরও বড় মান্ষি ওষুধ দিও না। এম্নি ওষুধ দেও যে মেটে ঘরে শুয়ে হজম করতে পারি।

রাম। আর বেটী, কুনিল্যাল আজ কাল সকলের জন্যেই হয়েছে। তোর কোঠা নেই তা এই বাড়ীতে শুয়ে থাকতে পারিস নে?

মোহি। ডাক্তার বাবু! তুমি ও ওষুধ টোর যে নাম বল্লে, বড় বাবু তা না ব'লে আর এক রকম বলেন কেন?

রাম। তোর বড় বাবু কি এর নাম আমার চেয়ে ভাল জানে? আমার হচ্চে ব্যবসা। যে যে রকম এর নাম বলুক না কেন, তুই এর খাঁটি নাম জানিস "কুনিলাল।"

মোহি। তা হোক; এখন আমাকে একটু ওষুধ দেও?

রাম। আজ উপোস করে থাক গে, আর গোটা আষ্টেক টাকা জোগাড় ক'রে রাখগে? কাল দেখতে আস্‌ব আর ওষুধ নিয়ে আস্‌ব।

মোহি। গোটা আষ্টেক!

রাম। হাঁ, আমরা ত আর কবিরাজ নই, যে কতকগুলো গাছপালা দেব। এ সব বেলাতী ওষুধ, বেলাতে তৈয়ের হয়ে জাহাজে ক'রে এ দেশে আসছে আমাদের পয়সা দিয়ে কিন্তে হয়।

মোহি। তা হোক, আমার ঠেঁই কম ক'রে নিতে হবে।

রাম। তুই কত দিতে চাস?

মোহি। চার টাকা।

রাম। সে ত আমাদের জলের দাম। এখন তুই এক কাজ কর্ দেখি?

মোহি। কি?

রাম। চট ক'রে গিয়ে বড় বৌ মার চিক গাছটা চেয়ে আন?

মোহি। যাই।

( হাঁপাইতে হাঁপাইতে উমেশ ময়রার প্রবেশ। )

উমেশ। রামধন এখানে আছ?

রাম। আছি, কেন?

উমেশ। আরে ভাই সর্ব্বনাশ হয়েছে, সতীশ বাবু বাবাকে বিশ ত্রিশ ঘা জুত মেরেছে।

রাম। কেন?

উমেশ। অপরাধের মধ্যে তার বিছানাতে গিয়ে বসেছিলাম। তাতিই শালা বাবাকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে, এম্নি মার মেরেছে যে পিঠ দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত বার্ হচ্চে। রাম!

রাম। কি?

উমেশ। শালা যেমন জেন্‌টেল ম্যান্‌কে ইন্‌ছল্ট করেছে, আমি তেম্নি লাইভেল আন্‌ব। তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

রাম। আমি কি দেখেছি, তাই সাক্ষী দেব?

উমেশ। মিছে ক'রে।

রাম। আমি তা দেব না।

উমেশ। দেবে না; দেবে না; তোমাকেও যে দিন মার্‌বে?

রাম। আমি কি হঠাৎ গিয়ে বিছানাতে উঠে বসি, তাই মার্‌বে?

উমেশ। ব'স না? ব'স না? দু শ দিন, তোমাকে আমি রত্নেশ্বরের বিছানাতে বস্‌তে দেখিছি।

রাম। ওরে বোকা, এখানে বসি ব'ল্লে কি সর্ব্বত্রে বসি, তফাত থেকে কথা কয়ে চলে আসি।

উমেশ। আমি লাইভেল আন্‌ব।

রাম। তোর যা মনে লাগে করিস্।

মোহি। কবে মেরেছে?

উমেশ। এই কতক্ষণ।

মোহি। শরত কোথায়?

উমেশ। শ্বশুর বাড়ী।

মোহি। (চিন্তা করিয়া) বুঝেছি; এটা কেবল শরতের কাজ। তোমার

দাদা বাবুর সঙ্গে বড় ভাব ব'লে, শরত নিজের শ্বশুরকে দিয়ে অপমান করিয়েছে।

উমেশ। ঠিক বলেছিস্। শরতাই আমার শত্রু, বাছা যাবেন কোথায়? অম্নি ছাড়ব? আজ হ'তে তাঁর সর্ব্বনাশের চেষ্টায় থাক্‌লাম। মোহিনি, তুই বেশ জানিস, তার সর্ব্বনাশ না করতে পাল্লে আমার "দুঃখ-নিশি-অবসান" হবে না।

রাম। না রে, খোষামোদ ক'রে চল, যদি কর্ম্মটুকু থাকে।

উমেশ। ওরে, আমাকে জবাব দিয়েছে। বল্লে "তুই আর আসিস্‌নে, ছোট লোক মাষ্টার রাখায় আমাদের নিন্দে হচ্চে।" রাম!

রাম। কি?

উমেশ। শালা যেমন ছোট লোককে ঘৃণা করে, তেম্নি এক জন ছোট লোক হাকিম এ জেলাতে আসে, আর শালার একটা মোকদ্দামা উপস্থিত হয়। তা হলে কাছারি গিয়ে যখন হুজুর হুজুর ক'রে কথা কয়, আচ্ছা ক'রে দশ কথা শুনিয়ে দিয়ে আসি।

রাম। ছোট লোক হাকিম নেই।

উমেশ। তবে যে আজ কাল হচ্চে শুন্‌লাম?

রাম। কই, আমি ত কিছু জানিনে। এখন তোর ত কর্ম্ম গিয়েছে, কি কর্‌বি?

উমেশ। ডাক্তারি, স্বাধীন ব্যবসা। কি বলিস?

রাম। শিখতে ত হবে?

উমেশ। ওরে, তোর ওখানে কোম্পাউণ্ডার থাক্‌ব।

রাম। আমি মাইনে কোথায় পাব?

উমেশ। ওরে, আমি অম্নি খাটব, মাইনে চাইনে। কি বলিস্?

রাম। আচ্ছা, যা হোক কর্‌ব। মোহিনি, চিক গাছটা আন?

মোহি। ও বেলা এস। এখন হয় ত তিনি কাপড় কাচতে গিয়েছেন।

রাম। তাই আসব। আয় উমেশ!

উমেশ। চল, সাক্ষী দিবিনে ?

রাম। না।

উমেশ। বড় বাবু পশ্চিম হ'তে এলে যা হক কর্‌ব। কিন্তু ভাই, কম্পাউণ্ডর রাখতে হবে ?

রাম। বিবেচনা করা যাবে।

[ এক দিকে রামধন নাপিত ও উমেশ ময়রা অপর দিকে মোহিনীর প্রস্থান।

# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রামনগর—শরতের শয়নঘর।

(শৈলবালা আসীনা।)

শৈল। (স্বগত) শ্যামনগর ত কাছে, তবে আসতে এত রাত্রি কচ্চেন কেন ? বাবার ত কোন অসুখ হয়নি ? স্বপনটা দেখে পর্য্যন্ত মনে কেমন সন্দো হচ্চে। মা কালি, বাবাকে ভাল রেখ, তোমার পূজা দেব। মা গো, আমি বড় দুঃখিনী, আমার মা আমাকে দশ দিনের রেখে যান। বাবা আমাকে মানুষ করেন, সে জন্যে কখনও মার কষ্ট পাইনি। বাবাই আমার সব, তাঁকে ভাল রেখ। এখন্ ইনি শিগগির ক'রে এসে, ভাল খবর দিলে হরিরলুট দিই। (দীর্ঘ

নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক ) এম্নি কপাল, যাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসি, যাকে এক দণ্ড না দেখলে ছট ফট ক'রে মরি, সে স্বামীকে সর্ব্বদা পাইনে। মোকদ্দামা মামলাই হয়েছে আমার কাল। আমার ভাগ্য অতি মন্দ, কিন্তু পতিভাগ্য মনে হ'লে সব দুঃখ ভুলি। আহা! আমার পূর্ব্বজন্মের কত পুণ্য ছিল, তাই এমন সোণার স্বামী পেইছি। স্বামী আমাকে কখন কটু কথা বলেন না, কখন আমার উপর রাগ করেন না, এমন স্বামী কি লোকে পায়? ( অধোবদনে অবস্থিতি )

( পিসীর প্রবেশ। )

পিসী। শরত এখনও আসে নি? হ্যাঁ, মা, তুমি একলা ব'সে কাঁদ্‌ছ?

শৈল। ( ঘাড় নাড়িয়া দর্শায়ন ) না।

পিসী। এ ঘরে একলা ব'সে আছ, আমাকে ডাক্‌লেই হ'ত। এত বিষণ্ণ কেন মা? বাবার জন্যে ভাবছ, তা ভাবনা কি? শরত এল ব'লে, শ্যামনগর ত বেশী দূর নয়, হদ্দ দু কোশ হবে। বোধ হয় রোদ্রু ব'লে সন্ধের আগে বেরিয়েছে, এল ব'লে তার ভাবনা কি? তুমি বড় হাবা মেয়ে তাই একটুতে চকের জল ফেল, অমন ক'রে কি কাঁদতে আছে, ওতে যে অকল্যেন হয়?

শৈল। পিসি, তোমাকে ডাকছিল কে?

পিসী। ও বাড়ীর মোহিনী চাকরাণী। ( উপবেশন )

শৈল। কেন?

পিসী। তোমার সই কাল তোমাকে খেতে বলেছেন।

শৈল। নেমন্তন্ন নিয়েছ?

পিসী। হ্যাঁ।

শৈল। ভাল করনি।

পিসী। কেন, মা?

শৈল। ওরা আমাদের চিরশত্রুর; আমাদের সর্ব্বস্ব নিয়ে পথের ফকীর করেছে। আমি খেতে যাব না।

পিসী। তা কি হয় বাছা, তোমার সই আহ্লাদ করে খেতে বলেছেন, না গেলে দুঃখু করবেন যে।

শৈল। তবে তিনি আসুন, যদি মত হয় যাব।

পিসী। যেতে হবে বৈকি মা, ওরা ত আমাদের পর নয়, কেবল বিষয় আশয়ের জন্যে বিবাদ চলছে।—দ্যাখ, বাছা, বিষয়ী হওয়া বড় বালাই। এখন ভাবি, যদি পোড়া বিষয় না থাকৃত, তা হলে ভাইকে হারাতাম না। সংসারের যত সুখ, বিষয়েতেই নষ্ট করে, জগতের যত আপদ ছার বিষয়েতেই ঘটায়। বিষয়ের মুখে আগুন!

শৈল। তা সত্যি। কিন্তু পিসি, বিষয় না থাকলে মান সম্ভ্রম থাকে না।

পিসী। ছাই মান সম্ভ্রম। মা, বিষয়ের জন্যে দাদা রাত্রে ঘুমুতেন না; পেট ভ'রে ভাত খেতেন না। শেষে ছার বিষয়ের জন্যে কোথায় চ'লে গেলেন! সেই জন্যেই বলি যে বিষয়েতে সকল সুখ নষ্ট করে।

(শরতের প্রবেশ।)

এস, বাবা এস! তোমার শ্বশুর ভাল আছেন ত? বৌ ত ব'সে ব'সে কাঁদচেন।

শরত। সকলেই ভাল আছেন, সে জন্যে চিন্তা নাই।

পিসী। দেখ বৌ, একটুতে কি কাঁদতে আছে? (উত্থানপূর্ব্বক শরতের প্রতি) বাবা! কাল ত বৌ-র ও বাড়ীতে নেমন্তন্ন হয়েছে, কি করা যাবে?

শরত। আপনার মত কি?

পিসী। আমার মত পাটিয়ে দে'য়া, নইলে ওরা দুঃখিত হবে।

শরত। তবে দেবেন।

পিসী। তুমি ব'স, বৌকে একা রেখে অন্ধকারে আর কোথায় যেও না। আমি চাট্টি ভাত চাপাই গে।

[পিসীর প্রস্থান।

শরত। (উপবেশনপূর্ব্বক) তোমার বাবা ত আজ আমাকে কিছুতেই আস্‌তে দেন না, শেষে অনেক বলে কয়ে তবে এলাম। আচ্ছা শৈল, আজ যদি না আসতাম, কি কর্‌তে?

শৈল। মনের সাধে কাঁদতাম, আর তোমার উপর রাগ করতাম।

শরত। কেন?

শৈল। কেন?—স্বপ্ন দেখে আমার মন খারাপ হইছিল কি না, তাই তুমি না এলিই নিশ্চয় বাবার ব্যাম হয়েছে, ভেবে কাঁদতাম।

শরত। আর আমার উপর রাগ করতে কেন?

শৈল। কেন তুমি যাবার সময় আজই আসব বলে গিইছিলে?

শরত। এ রাগ করা অন্যায়। (হাস্যপূর্ব্বক) ভাল, শৈল! তাঁরা থাক্‌তে বল্লে কি বলতে পারি, আজই যাব শৈল আমাকে যেতে বলে দিয়েছে।

শৈল। আহা, তোমার এম্নি বুদ্ধিই বটে। তুমি কেন একটা লোক পাঠয়ে খবরটা দিয়ে, এক দিন ছেড়ে এক মাস বাস কল্লে না? তাতে কি আমি রাগ করতাম।

শরত। না শৈল, যদি থাকা হ'ত, তাই কর্‌তাম। তুমি সেখানে না থাকলে, আমার যেতেই নাই——

শৈল। যেতে নেই কেন?

শরত। তুমি সেখানে না থাকলে যেতে কেমন লজ্জা লজ্জা করে। তাঁরা আমাকে কুণ্ঠিত কুণ্ঠিত হয়ে থাকতে বল্লেন, আমিও কুণ্ঠিত কুণ্ঠিত হয়ে অস্বীকার কল্লাম,—না জানি তাঁরা কি মনে কল্লেন্।

শৈল। তোমার যত অন্যাই অন্যাই কথা। বোসেদের ক্ষীরোদের বর, তবে তোমার রত্নেশ্বর দাদা যান কেমন ক'রে?

শরত। কি রূপ শ্রদ্ধা বলতে পারিনে, কিন্তু ধুমো কার্ত্তিকের মত যাওয়া বড় লজ্জাকর। আর লোকেও মনে মনে ভাবে, এখানে স্ত্রী নাই, তবু এসেছে কেবল খাবার লোভে। ভাল, শৈল, তোমার বাবা বড় রাগী, নয়?

শৈল। হ্যাঁ। বাবার রাগ হলে আর জ্ঞান থাকে না। কেন, আজ কার উপর রেগে ছিলেন?

শরত। উমেশ ময়রার উপর।

শৈল। কোন্ উমেশ?

শরত। এই আমাদের এখানকার কেংলা ময়রার ছেলে।

শৈল। তার উপর রাগলেন কেন?

শরত। সে কোন প্রয়োজন বশতঃ তোমার বাপের কাছে গিয়ে, তাঁর বিছানাতে বসেছিল।

শৈল। তার পর?

শরত। তার পর, যা মুখে এল, তাই বলে গাল দিলেন, দিয়ে শেষে মারবার উদ্যোগ করেন দেখে, আমি ত উমেশকে চোক টিপলাম, সে পালাল। উনি কেংলাকে ধরে এনে অন্যূন বিশ, ত্রিশ ঘা জুত মারলেন।

শৈল। আহা! বুড় মানুষকে মারলেন, কত দুঃখু করবে, কত মনিা দেবে। তাকে পেলেন কোথায়?

শরত। আজ হাটবার, তাই হাটে গিইছিল।

শৈল। আহা! না জানি বুড় কত শাঁপ পাড়ছে। দুঃখু করে শাঁপ দিলে ঘটতেও পারে। বাবাকে বল্লেও ত শুনবেন না, তিনি কেবল লোকের মন্দি কুড়বেন। যখন মারেন, তুমি বারণ করতে পাল্লে না?

শরত। বটে, রাগের মাথায় আমাকেও দু, এক ঘা দিলে রক্ষা করত কে?

শৈল। যা কপালে আছে ঘটবে, কাল গোটা কতক তুলসি দেব। শোন, তোমার ও বাড়ীর দাদা নাকি ফিরে এসেছেন?

শরত। কোন্ দাদা—রত্নেশ্বর দাদা? না তিনি ত আজও আসেন নি।

শৈল। আহা, তিনি কেন। ঐ যে, নাম করতে পারিনে—"যিনি তোমার জেঠীর সঙ্গে মনান্তর হওয়াতে চলে যান্।"

শরত। ওহো! শ্যামাচরণ দাদা। তিনি এসেছেন বটে।

শৈল। এত শিগ্‌গির এলেন যে, রাগ্‌টা বুঝি নরম পড়েছে।

শরত। সে জন্যে নয়, তাঁর কাছারিতে পঁচিশ টাকা করে মাইনে হয়েছে।

শৈল। আছেন কোথায়?—ঐ বাড়ীতে ত আবার গিয়েছেন?

শরত। না। তিনি মুখুয্যের বাড়ীতে বাসা করেছেন। আপাততঃ তিনি এখান থেকেই কাছারি কর্‌বেন। তিনি বলেন "জেলাতে বাসা করলে অনেক খরচ পড়বে—পেরে উঠব না।"

শৈল। উনি লোকটী কেমন?

শরত। লোকটী মন্দ নয়, তবে কিছু রসখেপা। দাদার আর এক গুণ, বড় সা খরচে। যদি কখন ওঁয়ার হাতে পয়সা হয়, তবে মজা দেখতে পাও।

শৈল। তুমি ওঁকে ভিন্ন বাসা না করে, আমাদের এখানে থাক্‌তে বল নি কেন?

শরত। কত বলেছিলাম, শোনেন নি।

শৈল। তাঁর সঙ্গে এক এক বার দেখা কর্‌তে যাও ত?

শরত। প্রত্যহই যাই—শৈল, কতকগুলো বই এনেছি দেখেছ?

শৈল। না; কোথায় আছে?

শরত। ও ঘরে আছে, এসো দেখাইগে।

শৈল। চল।

[শরত এবং শৈলবালার প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

---

রামনগর—রত্নেশ্বরের শয়নঘর।

(ব্রজবালা ও শৈলবালা আসীনা।)

শৈল। কেন ?

ব্রজ। কেন, তা কি জানি।

শৈল। তবে ত বড় কষ্ট।

ব্রজ। কষ্ট বলে কষ্ট—চাকরাণী মাগীকে শিখিয়ে দিয়েছে, কিছু কিনে এনে দিস্ নে। আর নিজে কি অন্যকে আমার সঙ্গে কথা কইতে দেয় না।

শৈল। খাচ্চ কি ?

ব্রজ। শ্বাশুড়ী মাগীর ঝাঁটা।

শৈল। না, সত্যি ক'রে বল না ?

ব্রজ। বাজার হাট করে আন্‌লে তাই থেকে ঝগড়া ঝাটী ক'রে নিই। আমাকে বড় পেরে উঠে না, আর আমিও ত সত্যি সত্যি ভেসে আসিনি। দেখ, সই, মাগী আমাকে সদায় নদায় ছোট লোকের মেয়ে বলে ডাকে।

শৈল। তোমার বাবা, কি দোষ কল্লেন ?

ব্রজ। দোষের মধ্যে বের সময় ভাল দানসামগ্রী দিতে পারেন নি।

শৈল। বড়ঠাকুর তোমার প্রতি কেমন ?

ব্রজ। খুব ভাল। সেই জন্যেই ত আছি। তিনি আজ কাল পশ্চিম হ'তে বাড়ী আস্‌বেন। বাড়ী এলে একটা বিলি ব্যবস্থা ক'রে তবে নিশ্চিন্দি হ'ব। ভাই! সমস্ত দিন রাত কথা না কয়ে কি থাকা যায় ?

শৈল। কারুর সঙ্গে কথা কইতে পাও না ?

ব্রজ। না।

শৈল। কথা না ক'য়ে থাক কেমন ক'রে ?

ব্রজ। প্রাণে মরে। যখন বড় কথা কবার ইচ্ছে হয়; তখন আপ্না আপ্নিই কথা কইতে আরম্ভ করি। আর ফাঁক পেলিই ঠাকুরপোর সঙ্গে দুই একটা কথা কয়ে আসি।

শৈল। মাগী দেখতে পেলে কি বলে ?

ব্রজ। কত বাপ ভাই তুলে গাল দেয়, আমি শুনেও শুনিনে।

শৈল। আমাকে খেতে বলেছ খাওয়াবে কি ?

ব্রজ। আমার দুঃখের অর্দ্ধেক।

শৈল। ভাল—

ব্রজ। সাধে বলেছি, কথা কবার লোক অভাবে যে মারা যাই, সই !

শৈল। তা সত্যি। আমাকে তোমার দুঃখের কথা যদি বলে পাঠাতে প্রত্যহই আসতেম, কি লোক পাঠিয়ে নিয়ে যেতেম।

( পূর্ণর ব্রজবালা ও শৈলবালার নিকট দিয়া "বাবা রে এত লোক কখন দেখি নি" বলিয়া দৌড়ন। )

শৈল। ও কে ?

ব্রজ। আমার ঠাকুরপো—পূর্ণচন্দ্র। মানুষটা বড় বোকা।

শৈল। কি বলতে বলতে গেল ?

ব্রজ। ভাল বুঝতে পাল্লেম না।

শৈল। সুধও না ?

ব্রজ। আমি ওকে ডাকি। তোমাকে ভাই, ওর সঙ্গে কথা কইতে হবে। বোকা তার লজ্জা কি ? ( উচ্চৈঃস্বরে ) ঠাকুরপো, বলি ও ঠাকুরপো এ দিকে একবার এসো না, ভাই !

পূর্ণ। (হাসিতে হাসিতে দ্বারের নিকট আসিয়া) আমি কি ঘরের ভিতর যেতে পারি।

ব্রজ। এস ভাই এস।

(পূর্ণর প্রবেশ।)

শৈল। (পশ্চাৎ ফিরিয়া উপবেশন)

পূর্ণ। এই যে আমি এসেছি, দেখ না?

ব্রজ। বস, বলি কি বলতে বলতে যাচ্ছিলে?

পূর্ণ। (উপবেশনপূর্ব্বক) দ্যাখ বৌ, বৈঠক খানায় কোন কাজের জন্যে গিইছিলাম। গিয়ে দেখি মেলা লোক বসে রয়েছে। তাদের দেখে ভয় করতে লাগল, তাই পালিয়ে এলাম।

ব্রজ। অধিক লোক দেখলে তোমার ভয় করে কেন?

পূর্ণ। ইঃ! নিজে কি সাহসী গো, উনি আবার আমাকে বলছেন। আমি তবু মুখে কাপড় না দিয়েই পালয়ে এসেছি। তুমি যে এক-জন দেখলেই এক হাত ঘোমটা দিয়ে, পালয়ে এস। মনে কর দেখি, সে দিন রামধন ডাক্তারকে দেখে কত টা ঘোমটা দিইছিলে? সে ত এক জন, এত লোকের কাছে যেতে পারতে, তবে সাহস বুঝিতাম, এ যে মেলা লোক—মাইরি বৌ।

ব্রজ। (হাস্যপূর্ব্বক) আমি যে মেয়ে মানুষ।

পূর্ণ। মা বুঝি পুরুষ মানুষ? মা যায় কেমন ক'রে?

ব্রজ। ঠকেছি। ভাল, বিয়ের সভায় গিয়ে কি করবে? সেখানে যে ২০০।৫০০ যুটবে।

পূর্ণ। তার একটা মতলব স্থির করেছি।

ব্রজ। কি?

পূর্ণ। লোক দেখলেই আমার ভয় করে কি না। যাতে না দেখতে হয়, তাই করব। বিয়ের সভাতে গিয়েই চোক বুজব, প্রাণান্তেও

তাকাব না। তার পর বিয়ে করে, ঘরে এনে তবে চোক মেলব।

ব্রজ। বেশ মতলব বার করেছ, ভাই!

পূর্ণ। তুমি যে আমাকে ভাই ভাই কর, তাহলে দাদা তোমার কে হয়?

ব্রজ। তোমার বনাই হন্। (শৈলবালার কাণে কাণে) কথা কও না?

শৈল। টের পেলে যদি রাগ করেন?

ব্রজ। কেমন করে টের পাবেন, আমি ত আর বলতে যাব না।

পূর্ণ। দ্যাখ, বৌ, মা বলেন "যে মেয়ের সঙ্গে আমার বে হবে তার বড় পুণ্যি।"

ব্রজ। পুণ্যি বলে পুণ্যি। বোধ হয়, অনেক শিব পূজো করেছিল, তাই শিব সন্তুষ্ট হয়ে বর দিয়েছেন "আমি তোমার পতি হতে পারব না, সে জন্যে দুঃখিত হয়ো না, এই চেলাটী দিলাম, একেই বে কর।"

পূর্ণ। আমি ত তবে দেবতা।

ব্রজ। তা আর দু বার করে! ভাল ঠাকুর-পো তুমি কি নিশ্চয়ই বে করবে?

পূর্ণ। হ্যাঁ, একশ বার।

ব্রজ। আমার মতে বে ক'র না?

পূর্ণ। বটে, তা হলে ছেলে হবে কেমন ক'রে?

ব্রজ। ছেলে হয়ে কি করবে?

পূর্ণ। বিষয় রক্ষে।

ব্রজ। তুমি রক্ষে ক'রে থুয়ে যেতে পাল্লে ত?

পূর্ণ। কি চেঁদের ঠাট্টা কর? না হয়, আমি গোটা আষ্টেক পুষ্যি পুত্তুর নেব।

ব্রজ। ঠাকুর পো, তখন তখন উপকথা শুন্তে আস্‌তে, এখন যে আর আস না?

পূর্ণ। মা বারণ ক'রে দিয়েছে। মা বলে "ওর কাছে আর গপ্‌প শুন্তে যাস্ নে, মাসে মাসে কি কাগজ গুল বেরুচ্চে তাই সাড়ে তিন টাকা

দিয়ে নিস্, তা হলে ঐ সব বিদ্যে তাতে ছাপান আছে, দেখতে পাবি।"

শৈল। হ্যাঁ, খান কতক মাসে মাসে আসছে বটে। যাঁরা লিখচেন, তাঁরা খুব গাল খাচ্চেন।

ব্রজ। কার কাছে?

শৈল। আমাদের গাঁয়ের মুখুয্যে বাড়ীর বুড় আয়ীর কাছে।

ব্রজ। কেন?

শৈল। আয়ী বলেন "আমি উপকথা বলতাম বলে, আগে আগে গাঁয়ের যত মেয়ে ছেলে আমার কাছে আস ত, কেউ কেউ মাথা দেখ ত— কেউ কেউ পাকা চুল তুলে দিত; কিন্তু, আজ কাল ঘাটে-পড়ারা আমার বিদ্যে নিয়ে ছাপয়ে দে'য়াতে, আমার বড় ক্ষেতি হয়েছে। যেমন তাঁরা আমার ক্ষেতি করেছেন, তেম্নি কক্ষন ও তাঁদের ভাল হবে না।"

পূর্ণ। বৌ, তুমি যে গপ্‌পগুলো জান, যদি আমাকে লিখে দেও, তা হলে আমিও মাসে মাসে এক এক খানা কাগজ বার করি।

শৈল। (ব্রজ বালার গা টিপিয়া) ওল! উনি লেখক হবেন!

পূর্ণ। বটে, আমি আর মানুষ নই। আমার মত কত পূর্ণ বই লিখছে।

ব্রজ। তুমিও না হয় লেখ।

পূর্ণ। লেখ কি? লিখে ফেলেছি।

ব্রজ। কই, শোনাও দেখি?

পূর্ণ। (ব্যস্ত সমস্ত হইয়া) যাই। (উত্থান)

[ পূর্ণর প্রস্থান।

ব্রজ। দেখলে, সই, কেমন বোকা। মাগী বলে "আমি স্বর্ণ-কুঁকী।" আর ছেলের গুণ লোকের কাছে শত মুখে বলে বেড়ান, কথায় কথায় বলেন "এত রূপের, গুণের ছেলে লোকের হয় না, হবে না।"

শৈল। এক দিকে সত্য বটে!

(খাতাহস্তে পূর্ণর পুনঃপ্রবেশ।)

পূর্ণ। (উপবেশনপূর্ব্বক) কথা কইলে কিন্তু শোনাব না।

ব্রজ। আমরা কথা কব না, শোনাও।

পূর্ণ। (বার কতক কাশিয়া) তবে শোন (পাঠ) কি হবে? একদা রাত্রি দ্বি-প্রহরের সময়। রাত্র ঘোর অন্ধকার, বৃক্ষের পাতা নড়িতেছে না—মেঘ ডাকিতেছে না—মনুষ্য চরিতেছে না। কদাচিৎ বন্য শৃগালের পদ-ধ্বনিতে শুষ্ক বৃক্ষপত্রের চুর চুর মুর মুর শব্দ হইতেছিল। দূরে গৃহ-প্রাঙ্গন হইতে কুকুরগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া, সেই ভয়ঙ্কর তামোসীকে আরও ভয়ঙ্কর করিতেছিল। অকস্মাৎ মেঘ ডাকিল, নৈশ সমীরণ সেই অরণ্য বৃক্ষকে দোলাইয়া, দোলাইয়া, চলিয়া গেলো। এমন সময়ে একটী যুবা অপরকে কহিল "কি হবে?" বলিতে না বলিতে, একটী বৃদ্ধ আসিল ও তৎপশ্চাৎ একটী ষোড়শী রমণীরত্ন আসিল। ঐ বৃদ্ধ পাঠকগণের পরিচিত গঙ্গাগোবিন্দ। পরে সকলে চলিল—অরণ্য মধ্যে যথা বাঁধা পুষ্করিণীর কাছে তিন্তিড়ী বৃক্ষ আছে, তথায় চলিল। ঘাটের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র, পেতিনীমূর্ত্তি অপস্থত হইল। গঙ্গাগোবিন্দ তাই দেখে হাঁ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ঐ যে হাঁ করা, অম্নি তিন্তিড়ীবৃক্ষ হইতে তাল পড়িয়া, বৃদ্ধের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। তখন দন্তহীন বৃদ্ধ খেদ করিয়া বলিতে লাগিল "হে চাউল ভাজার গুঁড়া! তোমাদের আর গিলতে পারব না। হে, ঘন দুদ! তোমাদের আর চিবাতে পারিব না। হে, পানছাঁচা! তোমাদের আর চুস্‌তে পারব না। এমন সময় একটি যুবা—ইনি পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীর ছেলে—উপস্থিত হইয়া, কহিলেন "মহাশয় দুঃখ করবেন না, সোণার দাঁত তৈয়ের করিয়ে দেব! এক্ষণে বাঁধা ঘাট হইতে অদৃশ্য মূর্ত্তি পেতেনী নহে, উনি রাধামনী। আপনি উদ্যোগ করিয়া রাধা-

মনীর সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়ে দেন, সোণার দাঁত গড়িয়ে দেব।" বৃদ্ধ এই কথা শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক সিংহের ন্যায় লম্ফপ্রদান করিয়া, একটা এঁদো ডোবার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অম্ল্যন পঞ্চ-ত্রিংশৎ পলের মধ্যে রাধামনীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক উপস্থিত হইলেন। এবং যুবার বামদিকে দাঁড় করিয়া, কহিলেন "চিত্তে, শঙ্খধ্বনি কর।" তখন চিত্তে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। সেই ভোঁ ভোঁ শব্দ নৈশ গগণ ভেদ করিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, বৃক্ষপত্র ভেদ করিয়া, শূন্যমার্গে উত্থিত হইতে লাগিল, মেঘগণ সান সান শব্দ করিয়া চলিতে লাগিল, কাকগণ সঘনে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। বৃদ্ধ কহিলেন "আর একবার ঠেসে বাজা।" চিত্তে সানন্দে মুখ টিপিয়া হাস্য করিল, যেন বনমধ্যে মল্লিকা ফুটিল, মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ ঝল্‌সাইল, বালি খোলায় খই ভাজিল। বৃদ্ধ কহিলেন "বাজা বাজা, ঠেসে বাজা।" এই কথা শুনিয়া, যে চিত্তে সজোরে শঙ্খে ফুদিল, অম্নি রাধামনীর বে হয়ে গেল। ইতি যবনিকা পতন।—কেমন হয়েছে বৌ ?

ব্রজ। কি হতে নকল করেছ ?

পূর্ণ। মাইরি, বৌ, আমি নকল করিনি।

ব্রজ। ছাপালে বোধ হয়, বিকুবে না।

পূর্ণ। কেন, দাদার নামে।

ব্রজ। (হাস্যপূর্ব্বক) শুনলে সই, ঠাকুরপো ভাবেন, ওঁর দাদাকে সকলেই চেনে।

পূর্ণ। তা নয় ত কি। আমি ভাত খাইগে। (উত্থান)

ব্রজ। এস সই, আমরাও নিচেয় যাই। (উত্থান)

শৈল। চল। (উত্থান)

[এক দিকে পূর্ণ, অপর দিকে ব্রজবালা ও শৈলবালার প্রস্থান।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রামনগর—রত্নেশ্বরের বৈঠকখানা

(রত্নেশ্বর ও উমেশ ময়রা আসীন।)

উমেশ। তার পর?

রত্নে। মার মুখে এই নিদারুণ কথা শুনে সর্ব্বশরীর কাঁপতে লাগল, হিতাহিতবোধশূন্য হলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম—আহা! আগে যদি এ কথার বিন্দুবিসর্গও টের পেতাম, তা হলে দেশে আস্‌তাম না।

উমেশ। শুনে কি কল্লে?

রত্নে। তর্জ্জন গর্জ্জন করে, প্রিয়ার নিকটে গেলাম এবং নানাপ্রকার কটু কাটব্য বলতে আরম্ভ কর্‌লাম্।

উমেশ। তিনি শুনে চুপ করে রইলেন?

রত্নে। "ঐ এক কথা" বিচার করে শাজা দাও?

উমেশ। এ সব দোষের বিচার কেমন করে হবে?

রত্নে। বল্লেন "মোহিনীকে আগে স্বরূপ জিজ্ঞাসা কর, যদি সত্য কথা না বলে, তবে তলোয়ার হাতে করে, কাটব, এই ভয় দেখাওগে, তা হলে প্রাণের দায়ে সত্য বলবে।"

উমেশ। ঐরূপ করেছিলে?

রত্নে। হাঁ, ভাই, তাতেই ত প্রাণাধিকা নির্দ্দোষী জান্তে পাল্লাম।

উমেশ। নির্দ্দোষী শুনে কি কল্লে?

রত্নে। অকারণ প্রিয়াকে কটু বলার জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হলাম এবং কি রূপে তাকে মুখ দেখাব, ভাবতে লাগলাম। শেষে সাত পাঁচ

ভেবে যে বাড়ীর মধ্যে যাচ্ছি, দেখি, মা মোহিনীর সঙ্গে হেঁসে হেঁসে কথা কচ্চেন। আমি মাকে দেখে অত্যন্ত তিরস্কার করলাম।

উমেশ। তোমার মা চুপ করে রইলেন?

রত্নে। বল্লেন "তুই আমাকে বোকবি কেন? তোর কি আমি খাই, না রোজগার করে খাওয়াস? আমার পূর্ণ একশ বছরের হয়ে বেঁচে থাক, সেই আমাকে চাট্টি চাট্টি ভাত দেবে।"

উমেশ। এ কথা শুনে কি করলে?

রত্নে। তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করে, প্রিয়ার নিকট গেলাম, কিন্তু তার শোবার ঘরে না দেখতে পেয়ে, সর্ব্বত্র অন্বেষণ করতে লাগলাম।

উমেশ। কোথায় দেখতে পেলে?

রত্নে। ছাদে; দেখি প্রেয়সী গলাতে খুর দেবার উপক্রম কচ্চেন।

উমেশ। কি সর্ব্বনাশ! তার পর, তার পর?

রত্ন। আমি গিয়ে, তার হাত ধরে কত কাঁদতে লাগলাম, তবু কি প্রবোধ মানে।

উমেশ। ভাল, হটাৎ গলায় খুর দিচ্ছিলেন কেন?

রত্ন। সেটা ভাই, আমারই দোষে। আমি মোহিনীর মুখে প্রেয়সী নির্দ্দোষী শোনার অনেক বিলম্বে তার সঙ্গে দেখা করতে গিইছিলাম। আমার বিলম্ব দেখে প্রাণাধিকা মনে করিছিলেন, "তবে বুঝি মোহিনী ভয়েতেও স্বরূপ বলে নি, অতএব স্বামীর অবিশ্বাসিনী হওয়া অপেক্ষা পাপ প্রাণ ত্যাগ করি।" এই ভেবে গলাতে খুর দিচ্ছিল।

উমেশ। আচ্ছা, গলাতে খুর দেন্ নি, দেবার উদ্যোগ করিছিলেন, এতে দারগা এসেছিল কেন?

রত্ন। কি করে জান্‌ব ভাই?

উমেশ। দারগা আসাতে কিছু কি খরচ হল?

রত্নে। 'চিল পড়্‌লেই কুট নেয়'—প্রায় দু শ টাকা।

উমেশ। থানাতে গিয়ে এ সমাচার দিলে কে ?

রত্নে। কি ক'রে জান্‌ব, জান্‌লে কি আস্ত রাখতাম ?

উমেশ। হেড্ কনেষ্টবল এসে বুঝি তদারক কর্‌লে ?

রত্নে। আরে না, না, খোদ ইনেস্পেক্‌টর সাহেব এসেছিলেন। এসেই আমাকে বল্লেন "একটা জনরব উঠেছে যে, আপনার পরিবার গলায় খুর দিইছিলেন। এ জনরব সত্যই হোক, বা না হোক, আমার এক বার পরীক্ষা করা উচিত হচ্চে।" এই কথা শুনে ত আমি নেই, না বলবার যোও নেই, কাজেই দেখাতে স্বীকার কল্লাম—বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেলাম। বেশ করে দেখে বল্লেন "কি সর্ব্বনাশ! এরূপ মিথ্যা রটালে কে? যা হোক, জেলাতে পাঠাতে হবে, ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা ক'রে দেখবেন।" আমি বল্লাম "মহাশয় বলেন কি ? আপনি পরীক্ষা করাতেই অপদস্থ হইছি, এর উপর তিনি পরীক্ষা কর্‌লে ত মুখ দেখান ভার হবে।" শুনে ইনস্পেক্‌টর সাহেব বল্লেন "সব জানি, কিন্তু কি কর্‌ব পরের মাইনে খাই, উচিত কর্ম্ম আমাকে করতেই হবে।" আমি দেখলাম, পয়সা না কবলালে আর নিস্তার নাই; কাজে কাজেই বল্লাম "কিছু ব্যয় করেও কি এ দায় হতে উদ্ধারের উপায় নেই ?" শুনে বল্লেন "সে শক্ত কথা, তবে চার পাঁচ শ টাকা যদি ব্যয় করতে পারেন, তবে কোন রূপ উপায় কর্ত্তে পারি।" আমি বল্লাম "দুশ টাকায় হয় না ?" শুনে বল্লেন "আপনি খেপা—ভাল, বাসায় গিয়ে বিবেচনা করে কাল এসে বলব।" বলে চলে যান, তার পর এই কত ক্ষণ এসে দু শ টাকা নিয়ে যাচ্চেন। আমি ভাবছি, এ কথা থানায় গিয়ে বল্লে কে। সে কি আমাকে চেনে না। টের পেলে তার মাথা নেব জানে না।

উমেশ। (স্বগত) এই বার শরতাকে জব্দ কর্‌বার বেশ উপায় হয়েছে। আমার "দুঃখ-নিশি-অবসানের" পথ পরিষ্কার, দেখি, কত দূর ক'রে

উঠতে পারি। (প্রকাশ্যে) দেখুন, আমি গুরুর পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি, এ সমাচার শরতা গিয়ে থানাতে দিয়ে এসেছে।

রত্নে। সম্ভব ; কারণ, জ্ঞাতি শত্রু। ভাল, তুমি কি নিশ্চিত জান ?

উমেশ। এর আর নিশ্চিত অনিশ্চিত কি ? শ্বশুরের বিষয় পাবে বলে আজ কাল শরতের বড় অহঙ্কার হয়েছে, এখন আর তৃণকে তৃণ জ্ঞান করে না। প্রতিজ্ঞে করেছে, তোমার বাড়ীর কুকুর বেড়াল টা পর্য্যন্ত জব্দ করবে। দুঃখের কথা বলব কি, তোমার সঙ্গে আমার বড় সদ্ভাব বলে, সে দিন নিজের শ্বশুরকে দিয়ে আমাকেও অপমান করেছে।

রত্নে। অপমান কল্লে কেন ?

উমেশ। সে কথা শুনে কাজ নাই। তাতে তোমারও ভাগ আছে।

রত্নে। বল না, শুনি।

উমেশ। আমি প্রতিদিন যেমন বসে থাকি, তেম্নি ক'রে ওর শ্বশুরের বিছানাতে বসে আছি। এমন সময় ওর শ্বশুর এসে, যা মুখে এল তাই বলে গাল দিয়ে বল্লে "বাপের জন্মে ভদ্র লোকের বিছানাতে বসেছিস্ ?" আমি তোমার নাম কল্লাম। তাতে বল্লে কি—"সেটা আবার ভদ্র লোক !"

(নেপথ্যে স্বরের সহিত এঁএএএএ রাম কহ !
এঁএএএএ রাম কহ ! এঁএএএএ রাম কহ !)

রত্নে। (রাগপ্রকাশপূর্ব্বক) বটে, তিনি বড় ভদ্র লোক, তাঁর আমি নাড়ী নক্ষত্র সব জানি, আমাকে ছোট লোক বলেছে ?—বলেছে ত ভেঙ্গে বল—শালার নামে লাইভেল আনি।

উমেশ। একটুতে চেঁচিয়ে ওঠ কেন ? লাইভেলে কিছু হবে না, তা হলে আমি এত দিন আন্তাম। তুমি শরতের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় থাক, তা হইলেই দুজনের হবে। জাস্তে পাচ্চ না, শরত ওর একমাত্র

মেয়ের পতি, কাজে কাজেই ঐটে নষ্ট হলেই মেয়েটাও হল। মেয়েটা গেলেই সতীশও গেলেন, এবং বিষয় ভোগ করবার আর লোকও থাকল না।

(নেপথ্যে স্বরের সহিত এঁএএএএ রাম কহো!
এঁএএএএ রাম কহো! এঁএএএএ রাম কহো!)

রত্নে। প্রাণে নষ্ট?——

উমেশ। না; তবে এমন কোন ওযুষ বিযুধ করা, যাতে ছোঁড়াটা খেপে দেশ ছেড়ে পালায়।

(দুই জন সন্ন্যাসীর প্রবেশ।)

রত্নে। (উমেশ ময়রার গাত্র টিপিয়া, মৃদুস্বরে) চুপ।

১স। এ জবর জং কুচ দেলায়ে দেনেকো বাবা।

রত্নে। আজ যাও, কালকে এস।

২য় স। শিবা তেরা মঙ্গল করে বেটা। (মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ-পূর্ব্বক, তথা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিয়া, প্রথমের প্রতি জনান্তিকে) ওহে এরা কি পরামর্শ কচ্চে, আড়াল থেকে শুন্‌তে হবে।

[উভয়ের নিষ্ক্রামণ ও প্রচ্ছন্নভাবে অন্তরালে অবস্থিতি।

রত্নে। ভাল কথা, শরতাকে কি উপায়ে পাগল করা যেতে পারে?

উমেশ। এর ত সহজ উপায় রয়েছে। পূর্ব্বে আমাদের পূর্ণ বাবুর সঙ্গে শরতার স্ত্রীর সম্বন্ধ হচ্ছিল। কিন্তু সতীশ, পূর্ণকে কুৎসিত বলে মেয়ে দিলে না। সম্প্রতি কয়েক দিন হল, শরতার স্ত্রী তোমার স্ত্রীর কাছে খেতে এসেছিল। ঐ খেতে এসে পূর্ণকে দেখে যেন ভুলে গিয়েছে, তার পর সংঘটন হয়েছে, এরূপ রটিয়ে দেওয়া যাক;— কিন্তু ভাই, এক কথা, তুমি আমি বল্লে লোকে বিশ্বাস করবে না।

রত্নে। তবে বলবে কে?

উমেশ। এ গ্রামের সকলেই তোমার মুটোর ভিতর, যেহেতু সকলেই প্রজা। ঐ প্রজাদের শিখিয়ে দে'য়া যাক, তারা পথে, ঘাটে, যে খানে সে খানে বসে গল্প করুক, পূর্ণ বাবুর সঙ্গে শরত বাবুর স্ত্রীর প্রসক্তি হয়েচে, তা হ'লে এক দিন না এক দিন শরতার কাণে উঠবে, এবং এক একটু সন্দেহও হবে। এ দিকে আমরা পূর্ণকে শিখিয়ে দেব, সে রোজ রোজ সন্ধ্যার সময় শরতার পাচ্ দুয়ারের কাছে বেড়াতে যাবে। পূর্ণকে ঐ রূপ দেখে, শরতার সন্দেহটা আরও কিছু বেশী মাত্রায় হবে। এই সময়ে পূর্ণকে দিয়ে একখান পত্র লিখিয়ে নেব, তাতে পূর্ণ যেন শরতার স্ত্রীকে লিখছে—"প্রিয়তমে! ত্বরায় তোমার স্বামীকে বিদেশে পাঠাবার চেষ্টা কর, নচেৎ সুখভোগের ব্যাঘাত হচ্চে।" পরে সেই পত্র এম্নি ভাবে শরতার বিছানার উপর রাখব, যে শুতে যাবামাত্র দেখতে পাবে। তা হলেই অভীষ্টসিদ্ধি হল।

রত্নে। যা যা বল্লে সব কটি করা যেতে পারে। তবে পূর্ণর পত্র শরতের শোবার ঘরে গিয়ে রেখে আসা বড় শক্ত কথা।

উমেশ। কিছুই শক্ত কথা নয়। পত্র খান ওর বিছানার উপর রাখার ভার আমার।

রত্নে। তুমি কি ক'রে রাখ্‌বে?

উমেশ। ওরে ভাই, আমার এক মামী ঐ বাড়ীতে কাজ কর্ম্ম করেন, তাঁকে দিয়ে শরতা শুতে যাবার সময় রাখাব।

রত্নে। যদি কেউ দেখতে পায়?

উমেশ। কেউ দেখতে পাবে না। কারণ, শরতার বাড়ীতে সবে মাত্র তিনটী লোক আছে, তারা সর্ব্বদাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে। মামী কি কর্‌তে না কর্‌তে ঘরে গিয়েছেন ভেবে, খোজও নেবে না।

রত্নে। উত্তম পরামর্শ দিয়েছ। এখন চল, শ্যামাচরণ দার সঙ্গে দেখা করে আসিগে। তাঁর সঙ্গে আমার এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নি।

আর কি করেই বা সাক্ষাৎ করি, বাটী এসে কি পর্য্যন্ত বিপদে পড়েছি দেখছ ত?

উমেশ। আর একটী কথা;—তোমার শ্যামাচরণ দাদার কাছ থেকে, যদি একখান পত্র জাল করে নিতে পার, আরো ভাল হয়।

রত্নে। সে পত্রে কি লেখা থাকবে?

উমেশ। সেখান যেন শরতার স্ত্রী পূর্ণকে লিখছে। তাতে লেখা থাকবে: "তোমার পত্রানুযায়ী কাজ করতে চেষ্টা কচ্চি। আপাততঃ, যে কয় দিন বিদায় করতে না পারি, পূর্ব্ব মত সন্ধ্যার সময় এক এক বার দেখা দিয়ে সুখী কর।"

রত্নে। এটাও মন্দ নয়; কিন্তু শরতার স্ত্রীর হাতের যে সে পত্র একখান আবশ্যক হচ্চে, নচেৎ কি দেখে জাল পত্র তৈয়ের হবে?

উমেশ। শরতার স্ত্রীর হাতের দুই এক খান পত্র নিঃসন্দেহ তোমার স্ত্রীর কাচে আছে। যেহেতু দু জনে সই।—

রত্নে। থাকার সম্ভব; কিন্তু, শ্যামাচরণ দা লিখে দিবেন ত?

উমেশ। অবশ্য দেবেন—তুমি আবদার নিলে কেন না দেবেন?

রত্নে। চল ত, দেখা যাক, তার পর যা হয় হবে। (উত্থান)

উমেশ। (সহর্ষে) চল। (উত্থান)

[উমেশ ময়রা ও রত্নেশ্বরের প্রস্থান।

# চতুর্থ অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রামনগর—শ্যামাচরণের বাসাবাটী।

(শ্যামাচরণ উপবিষ্ট।)

শ্যাম। (স্বগত) ঈশ্বর ইচ্ছায় পথে যদি সে দিন বৃষ্টি না হ'ত, তবে বৃন্দে তেলিনীর সঙ্গে আমার দেখা হ'ত না। আহা! মামীর সেই হৃদয়-বিদারক কথা মনে হলে যে কি পর্য্যন্ত কষ্টবোধ হয়, তা মনই জানে। আমি দেখ্ছি, ছোট লোকের মেয়েদেরও ভদ্রের ন্যায় আচরণ হয়, আর ভদ্রলোকের মেয়েদেরও ছোট লোকের ন্যায় আচরণ হয়। তার সাক্ষ্য স্থল—মামী আর বৃন্দে তেলিনী। বৃন্দের ব্যবহারে আমি এত সুখী হইছি যে, আসবার সময় তাকে ধর্ম্ম মা বলে এসেছি। আহা! আসবার সময় তেলি মা আমাকে কত উপদেশ দিলেন, কত কাঁদতে লাগলেন, আর খরচ কর ব'লে এক শ টাকা আমার হাতে দিলেন। আমি কত বল্লাম "মা টাকা চাইনে, তুমি রাখ, সময় অসময়ে অনেক উপকার দেখবে।" তা কিছুতেই শুনলেন না। কেবল বল্লেন "বাবা, নিয়ে যাও। তোমার এখন দুঃসময়, অনেক উপকার দেখবে। এর পর চাকরি ক'রে আমাকে দিও।" আমি যদি ঐ টাকা না নিতাম, তা হলে বড়ই কষ্ট পেতে হত। কারণ মাস কাবার না হলে ত মাইনে পাব না। আর ২৫৲ পঁচিশ টাকা দিয়ে বাই একটী ঘোড়া কিনেছিলাম, তাই কাছারি করা হচ্চে।

নচেৎ তিন ক্রোশ পথ জেলাতে প্রত্যহ হেঁটে গিয়ে, কেউ কি কাজ করতে পারে? আর অল্প টাকা মাইনে পাই বাসা ক'রে থাকলেই বা চলবে কেন? আমি আমার স্ত্রীকে আর নেব না; কারণ, যাবার সময় পত্রে লিখেছিলাম——মামী আস্তে পাঠালে এস না, তা শোনে নি।

(রত্নেশ্বর ও উমেশ ময়রার প্রবেশ।)

রত্নে। (শ্যামাচরণকে প্রণামকরণ)

শ্যাম। ব'স ভাই—উমেশও ব'স।

রত্নে }
উমেশ } (উপবেশন)

শ্যাম। মামীর জন্যে ভাই, তোমার সঙ্গে কথা কইতে, কি দেখা করতে লজ্জা বোধ হয়।

রত্নে। মার কথা কি শুনি, না বিশ্বাস করি? এখন্ আপনি বাড়ী চলুন?

শ্যাম। আর না।

রত্নে। কেন?

শ্যাম। এক বাড়ীতে কি চিরকালই থাকতে হয়, ভাই! তুমি বরং তোমার পাচ দুয়ারের কাছের জায়গা টুকু আমাকে দেও, সেই খানে গোটা দুই কুঠরি তৈয়ের করি, তা হলেই সদা সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ কথা বার্ত্তা চলবে। আর এ বাড়ীর মেয়ে ছেলে ও বাড়ীতে যাবে, ও বাড়ীর মেয়ে ছেলে এ বাড়ীতে আস্‌বে। আর একটী কথা, মামী আমার মা হতে অপেক্ষা পূজনীয়া; মামীকে ভাল করে ব'ল: "তিনি যেন দুটী বাড়ীরই গিন্নি হন, এবং পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে স্নেহ চক্ষে দেখেন।" ভাই রত্ন! মামীর চরণে আমি কি অপরাধ করেছি, জানিনে। আমি প্রথম যে দিন এখানে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম, কথা কইলেন না। সে দিন নূতন চাক্‌রির টাকা

দিয়ে প্রণাম করলাম, ছুড়ে ফেলে দিলেন। আমি তাঁর চরণে দোষী, স্বীকার করি; নচেৎ সামান্য তিরস্কারে অভিমান ক'রে বিদেশে যাব কেন? কিন্তু তাই বলে কি তাঁর এরূপ রাগ করা উচিত হয়? মনে কর, তুমি যদি আমার ন্যায় কাজ করতে, তবে কি তিনি তোমার উপরেও এত রাগ করতেন?

রত্নে। মার কথা ছেড়ে দেন। মার জ্বালায় জ্বালাতন হয়ে মরছি। দাদা, আমারো একটা নূতন বাড়ী করবার ইচ্ছে আছে। সম্প্রতি পরিবার আর চাকর দুজনকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ী চল্লাম। যত দিন না বাড়ীটে প্রস্তুত হয়, আমার পরিবার সেই খানে থাকবে। আমিও এখানে খুব কম থাকব; অতএব আপনাকে যত দিন বাড়ীটী তৈয়ের না হয়, তত্ত্বাবধান করতে হবে।

শ্যামা। তোমার শ্বশুরের ঘর দোর নেই, চাকর দুজন থাকবে কোথায়?

রত্নে। আজ্ঞে, সতীশ বাবুর বাড়ীতে। দুট বাড়ী এক বল্লেই হয়। দাদা! আপনাকে একটী কাজ করতে হবে।

শ্যামা। কি?

রত্নে। শরত থানায় গিয়ে ব'লে এসেছে "আমার স্ত্রী গলাতে খুর দিয়েছে।"

শ্যামা। তার পর?

রত্নে। তার পর, ইনেস্পেক্টর এসে বাড়ীর ভিতর গিয়ে, আমার স্ত্রীকে পরীক্ষা করায় অপদস্থ হইচি এবং দুই শত টাকা লেগেছে।

শ্যামা। না, না, শরত বড় ভদ্র, সে এ কথা বলেনি।

রত্নে। না, দাদা, আমি ভাল ভাল লোকের মুখে শুনেছি, সেই বলে এসেছে।

শ্যামা। এ কথা বিশ্বাস হয় না—ভাল, তুমি করতে বল কি?

রত্নে। উমেশ বল।

উমেশ। আপনাকে শরতের স্ত্রীর হাতের পত্র দেখে, একখান জালপত্র লিখে দিতে হবে। তাতে লেখা থাকবে, যেন শরতের স্ত্রীর আমাদের

পূর্ণ বাবুর সঙ্গে প্রসক্তি হয়েছে; তাই পূর্ণ বাবুকে লিখেছে: "তুমি রোজ রোজ সন্ধ্যার সময় আমাদের পাচ দুয়ারের কাছে এসে দেখা দিয়ে যেও। কারণ, তোমাকে এক এক বার চোকে দেখলেও থাকি ভাল। আমি আমার স্বামীকে ত্বরায় বিদেশে পাঠাবার চেষ্টায় রহিলাম, ইতি।"

শ্যামা। ছি ছি, ভাই রত্ন! তোমাকে এ কুপরামর্শ দিলে কে ভাই? তুমি কি জান না, এক জনের সর্ব্বস্ব ফাঁকি দিয়ে নিলে, তার মনে যত কষ্ট না হয়, এতে বরং তদপেক্ষা শত গুণ বেশী হয়। ছিঃ! ও কু-অভিসন্ধি ত্যাগ কর। অবলা স্ত্রী লোকের, বিশেষ সতীর, মনে কষ্ট দেওয়া অপেক্ষা পাপ নাই। শরত অতি সচ্চরিত্র, সে তোমাকে সহোদর অপেক্ষা মান্য করে, দাদা বলে ডাকতে অজ্ঞান হয়, তুমি দাদা হয়ে একি ভাল কাজ কচ্চ? অতএব ভালর জন্যে বলি, ও কু-অভিসন্ধি ত্যাগ কর।—তোমরা একটু বস, আমি এলাম বলে।

[ শ্যামাচরণের প্রস্থান।

রত্নে। শ্যাম দাদা বারণ করেন, অতএব হল না ভাই।

উমেশ। তোমার শ্যাম দা কি তোমার আছেন? উনি আজ কাল শরতের। যে দিন তোমার মা শ্যামকে বাটী হতে দূর করে দেন, সেই দিন হ'তে শ্যামের মন শরতের কাছে গিয়েছে। যে দিন শ্যাম দেশ ছেড়ে পালায়, সে দিন শরত এসে শ্যামের সঙ্গে যে রূপ পোট কল্লে, যদি দেখতে, চার দণ্ড অবাক হয়ে থাকতে। আজ কাল শরত দু বেলা শ্যামের কাছে আসে যায়।

( শরতের প্রবেশ। )

শরত। দাদা! শ্যামাচরণ দাদা কোথায় গেলেন?

রত্নে। (স্বগত) উমেশ যা বল্লে মিথ্যে নয়। (প্রকাশ্যে) শরত বস, শ্যাম দা এলেন বলে।

শরত। ( উপবেশন )

রত্নে। উমেশ কি বলছিলে? পয়সা না থাকলে বে করা অধর্ম্ম। বাস্তবিক, আজ কালকার মাগগুল অলঙ্কার না পেলে স্বামীকে পচন্দ করে না। দেখ, উমেশ! এখন আর সে কাল নাই। এখন দশখান গহনা দিলেই মাগ ভাল বাসে। এই ভেবে আমি দুঃখিত হই যে, পয়সা হীন অভাগারা দেখে শুনে কেন বে করে?

শরত। (স্বগত) আমি পয়সাহীন তাই আমাকে শোনান হচ্চে। এখানে আর থাকা হবে না। ( উত্থান )

রত্নে। ভায়া যাও কেন, বস?

শরত। আজ্ঞে, যাই। অনেক কাজ আছে।

উমেশ। হ্যাঁ হে শরত! সে দিন তোমার শ্বশুর আমাকে অপমান কল্লেন কল্লেন, রত্নেশ্বর বাবু কি দোষ করেছিলেন, তাই এঁকে ছোট লোক বল্লেন?

শরত। দাদা, শ্যামাচরণ দাদাকে আমি এসেছিলাম, বলবেন। ( স্বগত ) আমাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হল। ছোট বড় আদি করে, সকলেই আমার বাদে লেগেছে। কার কি অপরাধ করেছি জানিনে, তত্রাপি যেখানে যাই, লোকে শুনিয়ে শুনিয়ে সেই কথা, যে কথাতে আন্তরিক বেদনা পাই, বলে। হাজার লোকে বলুক, হাজার লোকে আমার মনে কষ্ট দেক। আমি জানি, আমার শৈল—জীবন-সর্ব্বস্ব শৈল নির্দ্দোষী।

[ শরতের প্রস্থান।

উমেশ। ওর শ্বশুর তোমাকে ছোট লোক বলেছে কি না বুঝতে পাল্লে। ছোঁড়া একটী কথা বল্লে না। সাধে কি ওকে জব্দ কর্‌তে বলি। ও যদি থানায় গিয়ে না বলে এসে থাকে, আমার নামই নয়।

রত্নে। তা সত্যি, কি শ্যাম দার যে মত হয় না?

উমেশ। মত কি অগ্নি হবে, ভয় দেখাতে আরম্ভ কর? পষ্ট বল "যদি পত্রখান না লিখে দেন, জালিয়াত বলে ধরে দেব।

রত্নে। তা কি আমার বলা উচিত হয়?

উমেশ। তবে আমিই বলছি।

রত্নে। না উমেশ! দাদা যে রাগী, তা হলে হয় ত পট করে মেরে বস্‌বেন।

উমেশ। তা সত্যি। যাক পত্র ফত্র আর ওঁর কাছে চেয়ে কাজ নেই, চেপে যাও। কি জানি, শরতাকে যদি বলেন, সব গোলমাল হয়ে যাবে। আপাততঃ তিনটেই দেখি কত দূর হয়ে উঠে।

রত্নে। যদি না হল?

উমেশ। না হল, নেই নেই। আবার একটা দেখব।

রত্নে। তবে শ্যাম দার কাছে ও কথা চেপে যাই, কি বল? নচেৎ গোল হয়ে পড়বে।

উমেশ। হ্যাঁ; ও কথা আর তুলে কাজ নাই।

(শ্যামাচরণের পুনঃপ্রবেশ।)

শ্যাম। রত্ন, তোমার ভালর জন্যেই বল্লাম, মনে বেশ করে বিবেচনা কর।

রত্নে। দাদা, মন্দ কাজ তাকি জানি নে; কেবল আপনার মন জানবার জন্যে বলে ছিলাম। নচেৎ শরত কি দোষী; সেকি থানাতে গিয়ে, ও কথা বলে আস্‌তে পারে? আর যদিই বলে থাকে, আমি কি তার মন্দ করতে পারি? সেত আমার পর নয়।

শ্যাম। তুমি যে মজা মারছিলে আগেই বুঝতে পেরেছি। আজ আমায় ভাই, খড়দায় যেতে হবে।

রত্নে। কেন, দাদা?

শ্যাম। সেখানে আমার ধর্ম্ম মা আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

রত্নে। কাল কি কাছারি বন্ধ?

শ্যাম। হ্যাঁ, মহরম-উপলক্ষে আট দিন বন্ধ হয়েছে—আমার জুত নেই, এক জোড়া জুত কিনে দেওসে দেখি।

রত্নে। চলুন। (উত্থান) আয় উমেশ।

উমেশ। চল।

[শ্যামাচরণ, রত্নেশ্বর এবং উমেশ ময়রার প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রামনগর—শরতের শয়ন ঘর।

(শরত আসীন।)

শরত। (স্বগত) এ স্থানে আমার আর বাস করা উচিত নয়। কারণ, এখানে আমার এমন কেহই আত্মীয় কুটুম্ব নাই, যে সময় অসময়ে উপকার করে। আহা, যে ব্যক্তি আত্মীয় কুটুম্ব রহিত স্থানে বাস করে, তার মত হতভাগ্য জগতে নাই! আমি রত্নেশ্বরের কি অপরাধ করেছি, জানি না; কিন্তু তিনি চিরকালই আমার সঙ্গে একরূপ ব্যবহার করলেন। ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য নিয়ম, যে নির্দ্দোষী তার ক্রমে ক্রমে অধঃপতন আর যে দোষী তার পর পর উন্নতি হয়। বোধ হয়, সকলেই পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি দুষ্কৃতি-অনুসারে ফলাফল ভোগ করে। হায়! আমি পূর্ব্বজন্মে না জানি কত পাপ করেছিলাম, তাই এ জন্ম মনের কষ্টে কাটালাম। রত্নেশ্বর আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে আমাকে পথের ফকীর করেছেন, আমি কোন প্রকারে কষ্টেস্ষ্টে দিনযাপন কচ্চি, আর প্রাণাধিকা শৈলর মুখ দেখে সুখী হচ্চি,

এও তাঁর প্রাণে সইল না। তিনি যত পারেন, বদনাম দেন। আমি বেশ জানি, আমার প্রাণের শৈল—জীবনাধিক শৈল—নির্দ্দোষী।

( শৈলবালার প্রবেশ। )

শৈল। (শরতের নিকটে গিয়া উপবেশনপূর্ব্বক) তোমাকে রোজ রোজ বলি শোন না, কেবল বসে বসে ভাব। আর ভেব না—আমার মাথা খাও, আর ভেব না—যে কপাল, ভেবে ভেবে কি করে বস্‌বে।

শরত। শৈল!

শৈল। কি?

শরত। আমি চাক্‌রি করব, করে তোমাকে দশখানা গয়না দেব। কত লোকে দিচ্ছে, তাই দেখে আমারও দিতে ইচ্ছা হয়েছে।

শৈল। তোমার গয়না গয়না কি বাই হয়েছে—তা দিও। বাবার সঙ্গে এক দিন জেলাতে যেও, তিনি একটী কর্ম্ম করে দেবেন।

শরত। না, শৈল, আমি এখানে কর্ম্ম করব না।

শৈল। তবে কোথায় করবে?

শরত। পশ্চিমে।

শৈল। পশ্চিমে কেন?

শরত। এখানকার জল বায়ু আমার পক্ষে বড় খারাপ হয়েছে, আর সহ্য করা যায় না। দেখ, শৈল! বাড়ী থেকে বেরুলেই আমার অসুখ বোধ হয়।

শৈল। ওষুধ খেতে পার না?

শরত। পীড়াটা কি, ঠাওরাতে পারি নি, কেবল মনটা বড় খারাপ হয়। আমার বোধ হচ্ছে, পশ্চিমে গেলেই সার্‌বে।

শৈল। তবে চল—দু জনে না হয় পশ্চিমে যাই।

শরত। কোথায় যাবে?

শৈল। তোমার সঙ্গে পশ্চিমে—

শরত । বাবাকে ফেলে থাক্‌তে পার্‌বে ?

শৈল । তোমার কাছে থাক্‌তে পারব না ?

শরত । তবে তখন তখন কাঁদতে কেন ?

শৈল । তখন যে ছোট ছিলাম ।

শরত । ভাল, তোমার বাপের তুমি আদরের মেয়ে, তিনি তোমাকে দূর দেশে পাঠাবেন কেন ?

শৈল । তোমার সঙ্গে অবশ্যই পাঠাবেন ।

শরত । দেখ, শৈল ! আমাদের গাঁয়ের লোকগুল বড় হিংসুটে । তোমার বাপের অনেক বিষয় আছে, কিন্তু তুমি বই আর ছেলে পিলে নাই, এজন্য ঐ বিষয় আমি পাব, ভেবে হিংসেতে ফেটে মর্‌ছে । বেটারা এ ভাবে না, আমি যদি আজ কাল মরি, তবে বিষয় নেবে কে ।

শৈল ! ও কি কথা ! অমন কথা ফের বল্লে উঠে যাব ।

শরত । না, আর বল্‌ব না ।

শৈল । শোন, তোমার ও বাড়ীর দাদার নাকি দু শ টাকা খরচ হয়েছে ?

শরত । হ্যাঁ, কেন ?

শৈল । সই ত গলায় খুর দেয় নি, তবে কেন ?

শরত । তা হলে কি হয়, ও সব কথা রোট্‌লেই সর্ব্বনাশ !

শৈল ! কেন ?

শরত । দারগা এসে তদারক করে দেখে সত্যি কি মিথ্যে ।

শৈল । (সাগ্রহে) সইকেও তবে দেখেছে ?

শরত । হ্যাঁ ।

শৈল । মাগো, কি লজ্জা !—আচ্ছা, তবে আবার টাকা লাগ্‌ল কেন ?

শরত । দারগা এলেই কিছু কিছু দর্শনী দিতে হয় ।

শৈল । ওদের দর্শনী কত করে ?

শরত । তার ঠিক নাই; লোক বিশেষে এক শ টাকাও দিচ্চে, আবার কেউ কেউ দু টাকা দিয়েও সার্‌ছে ।

শৈল। বেশ চাকরি ত।

শরত। হ্যাঁ; সে দিন তোমার সই আদর কল্লেন কেমন?

শৈল। খুব; সই যে একথান যা হয় করবে, তা বেশ জাস্তে পেরে-ছিলাম। সে দিন আমার কাছে যত দুঃখের কথা ব'লে কাঁদতে লাগল, শোন, রাগ ক'র না, তোমার জেঠী বড় দুষ্টু—নয়?

শরত। তা আমি জানিনে। সে দিন পূর্ণকে দেখেছিলে? পূর্ণ বড় কুৎসিত—কেমন? রংটা বোধ হয়, খুব কাল—না?

শৈল। ছোঁড়া একটী সং বল্লেই হয়। কি বই লিখেছে, এনে সইকে শোনালে। কাল বলছ বটে, রংটা বোধ হয়, তোমার গায়ের মতনই হবে।

শরত। আমাকে কি সুন্দর বল?

শৈল। মাইরি, কোন্ শালী ভাঁড়াচ্চে। আমি তোমাকে যেমন সুন্দর দেখি, এমন আর কাকেও দেখি নে।

শরত। কেন; এই যে বল্লে "পূর্ণ তোমার মত।"

শৈল। ছিঃ! কাণের মাথা কি একেবারে খেয়েছ? আমি কি তাই বল্লাম? আমি বল্লাম—তার গায়ের রং ঠিক তোমার মতন।

শরত। শৈল! আমি কুৎসিত্, তুমি আমাকে ভাল বেসো না। (অধোদন)

শৈল। মাইরি, আমি তোমাকে কুৎসিৎ বলি নি। তোমার পায় পড়ি মুখ তোল-চে য় দেখ—রাগ কল্লে?

শরত। (মুখ তুলিয়া) না, না; তুমি কি বল্লে, তা রাগ করব?

শৈল। (বাম পদের ধূলি লইয়া দক্ষিণ চক্ষের উর্দ্ধ পাতায় তিন বার প্রদান)

শরত। ও কি?

শৈল। ডান চোক্‌টা নাচ্চে।

শরত। তা, দিলে কি?

শৈল। বাঁ পায়ের ধূল।

শরত। বাঁ পায়ের ধুল দিলে কি হয়?

শৈল। আপাতক থেমে থাকে। দেখ, আমার কপালে একটা কিছু মন্দ ঘটবে।

শরত। কেমন করে জান্‌লে?

শৈল। নানান রকম অমঙ্গলের চিহ্ন দেখছি, আর তিন দিন থেকে একটা খারাপ স্বপন দেখ্‌ছি। স্বপ্নের কথা মনে হচ্চে, আর বুকটা দড়াস্‌ দড়াস্‌ কর্‌চে।

শরত। কি স্বপন, বল দেখি শুনি।

শৈল। বড় খারাপ স্বপন, বলতে নাই।

শরত। আমাকে বলতে নাই!—এম্নি ভালবাসাই বটে?

শৈল। তবে বলি।

শরত। বল।

শৈল। না, বলব না; বলতে গা টা শিউরে ওটে।

শরত। তবু বল্লে না?

শৈল। তুমি যেন——

শরত। তারপর?

শৈল। আমাকে ঠেলা মেরে ফেলে দিয়েছ——

শরত। বল।

শৈল। মাথা দিয়ে রক্ত বার হচ্চে—

শরত। শৈল! আর বল্‌তে হবে না। তুমি বেশ জেন, আমা কর্ত্তৃক কখন ওরূপ নিষ্ঠুরের কাজ সম্ভবে না। এখন অত্যন্ত গ্রাষ্ম বোধ হচ্চে, ছাদে যাই চল। (উত্থান)

শৈল। (উত্থানপূর্ব্বক) আরও আছে।

শরত। যদি ও রূপ হয়, বল্‌বার আবশ্যক করে না। এখন এস।

শৈল। চল।

[শৈলবালা এবং শরতের প্রস্থান।

# পঞ্চম অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

---

রামনগর—শ্যামাচরণের বাসাবাটী।

( শ্যামাচরণের প্রবেশ। )

শ্যামা। (স্বগত) গণৎকার বেটার কথা সত্যি। ঘরটা ভাংবার সময় যদি সেখানে না থাক্‌তাম, মজুর বেটারাই টাকাগুলো হাত কর্‌ত। কম টাকা ত নয়, তিন লক্ষ রোক। তেলি মা আমাকে যে রূপ ভালবাসেন, হয়ত সবগুলো দিয়ে যাবেন। টাকাগুলো যদি পাই, তা হলে যত প্রকার সৎকর্ম্ম আছে সব কর্‌ব, কোনটাই বাকী রাখব না। আর, একটী চমৎকার বাড়ী, একখান বগী, দুট ভাল ভাল ঘোড়া কিন্‌ব।

( বৃন্দে তেলিনীর প্রবেশ। )

বৃন্দে। বেলা হল, কাল তোমার খাওয়া হয় নি, সকাল করে চাট্টি চাল কিনে আন্‌লে না কেন? ও বেলা একটী বামুন আর এক জন চাকর দেখে এন।

শ্যামা। আন্‌ব। মা, কাল অত ব্যস্ত হয়ে, খাওয়া দাওয়া না করেই এখানে আস্‌তে বল্লেন কেন?

বৃন্দে। কি জানি বাবা, পাছে জমীদাররা টের পেয়ে সমস্ত টাকা নেয়।

শ্যামা। তা সত্য। মা, ঠাকুরদাদার অত টাকা হইছিল কেমন করে?

বৃন্দে। তাঁর মস্ত কারবার ছিল। আমাদের অঞ্চলের যত জমীদার তাঁর কাছ থেকে টাকা কর্জ্জ নিত।

শ্যামা। ঠাকুরদাদা বিষয় না করে, টাকাগুলো পুঁতে রেখেছিলেন কেন?

বৃন্দে। তাঁর বিষয় করবার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু আমার তিনটী ভাই এক বচ্ছরের মধ্যে মরে যাওয়াতে বড় শোক পান। তারপর শোকটা কিছু নরম পড়ব—নরম পড়ব হচ্চে, এমন সময় তোমার তেলি বাবা মরে যান। তাই কার জন্যে বিষয় করবেন ভেবে, টাকাগুল ঘরের ভেতর পুঁতে রাখেন।

শ্যামা। পোঁতা ছিল আপ্‌নি বেশ জান্তেন?

বৃন্দে। জান্‌তাম; কিন্তু কোন্ যায়গায় পোঁতা ছিল জান্‌তাম না।

শ্যামা। আচ্ছা, মরণসময়ে আপনাকে বলে যান্ নি কেন?

বৃন্দে। বলে যেতেন, কিন্তু মরণের চার পাঁচ দিন আগে হতে বাক্‌রোধ হয়, তাই বলে যেতে পারেন নি।

শ্যামা। আমি না থাক্‌লেই, বোধ হয়, মজুর বেটারা হাত কর্‌ত।

বৃন্দে। তা পার্‌ত না; কারণ, বাবার টাকা ছিল জান্‌তাম বলে, যে ঘরখান যখন ভাঙ্গাতাম, মজুরদের কাছে বসে থাক্‌তাম। আর সেই জন্যেই তোমাকে বসে থাকতে বলেছিলাম। এখন দেখগে দেখি এ বেলার মত চাল আছে কি না। বিকেলে তখন একেবারে মোন খানাক কিনে এন।

শ্যামা। আচ্ছা, দেখে আসিগে।

[শ্যামাচরণের প্রস্থান।

বৃন্দে। (স্বগত) বামুন, লোকটী মন্দ নয়। আহা! সে দিন ওর দুঃখ শুনে থাকতে যায়গা দিইছিলাম। ছোঁড়া সেই থেকেই আমাকে মা, মা বলে ডাকতে আরম্ভ করেছে। টাকা গুল ওকেই দিয়ে যাব। আমার টাকায় বাবুগিরি করলে আমারই নাম হবে। আর যে পুণ্যি

ধর্ম্ম করবে তার ফল আমার বাবারই অর্শাবে। (ক্ষণেক চিন্তা) না, সব দেব না, কিছু নিজের হাতে রাখব, মরণ কালে গুরুকে দিতে হবে।

(শ্যামাচরণের পুনঃ প্রবেশ।)

শ্যামা। মা! এ বেলার মত চাল আছে। আচ্ছা, ও টাকা গুল কি রকম করা যাবে?

বৃন্দে। বাবা, দু লাক্ তোমাকে দেব, এক লাক্ আমার থাকবে।

শ্যামা। (উপবেশনপূর্ব্বক স্বগত) বাবা! হটাৎ এত টাকা হাতে পেয়ে না ক্ষেপে উঠি!

বৃন্দে। তোমার দু লাক টাকার, কোম্পানির কাগজ কর। নচেত রাখতে পারবে না।

শ্যামা। যে আজ্ঞে মা।

বৃন্দে। ঐ টাকাতে যত পুণ্যি করতে পার, ততই ভাল।

শ্যামা। মা, আমি তাই করব। আপাততঃ, আমাকে একটী বাড়ী তৈয়ের করতে হবে, নচেৎ পরের বাড়ীতে পোষায় না। আর একখান বগী আর দুট ভাল ভাল ঘোড়া কিন্তে হবে, নচেৎ কাছারি করা যাবে না।

বৃন্দে। অবিশ্যি, অবিশ্যি, যা না হলে চলবে না, তা আগে চাই। বিশেষ বাড়ীতে ত যত শীগ্‌গির হয় তৈয়ের করে বৌকে আন।

শ্যামা। মা, আমি সে বৌকে চাইনে, সে কথার অবাধ্য।

বৃন্দে। সে কি কথা! এত টাকা পেলে, ছেলে না হলে ভোগ করবে কে?

শ্যামা। মা, আমি দোশরা বে করব।

বৃন্দে। ওসব কথাতে আমি বড় চটি—সেই বৌকেই নিতে হবে।

শ্যামা। (স্বগত) মাকে রাগান হবে না, বরং বলি নেব, তার পর এমন দিন রাত পুণ্যি করব, যে স্ত্রীর সঙ্গে আদপে সাক্ষাৎ হবে না। (প্রকাশ্যে) তবে তাই হবে কিন্তু খুব পুণ্যি করব।

বৃন্দে। করবে বইকি, কিন্তু বাবা! যে যে পূজ আমি সেখানে করব, সে সে পূজ তুমি এখানে করতে পাবে না।

শ্যামা। কেন মা?

বৃন্দে। আমার লোক জন নাই, তোমাকে গিয়ে তত্ত্বাবধান করতে হবে।

শ্যামা। যে আজ্ঞে।

বৃন্দে। আর একটি কথা আছে।

শ্যামা। কি?

বৃন্দে। আমার বাড়ীতে পূজ টুজয় যে সব কুটুম আসবে, তাদের সঙ্গে ঠিক তোমার নিজের কুটুমের মত ব্যাভার করো। তেলী বলে ঘেন্না কর না?

শ্যামা। যে আজ্ঞে, মা।

বৃন্দে। টাকা গুলর বিলি করে বাড়ী যাব। তুমি মাজে মাজে আমার সঙ্গে দেখা করে এস।

শ্যামা। মা আমি প্রতি শনিবারে বগীর ডাক বস্‌য়ে তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাব।

বৃন্দে। পিতি শনিবারে যেতে বলি নে, তবে মাসে মাসে এক এক বার যেও।

শ্যামা। যে আজ্ঞে।

বৃন্দে। আমি রান্নার যোগাড় করিগে।

[বৃন্দে তেলিনীর প্রস্থান।

শ্যামা। (স্বগত) এত দয়া, এত মায়া, এত স্নেহ, কার দেখি নে। তেলি মা বোধ হয়, পুর্ব্ব জন্মে আমার মা ছিলেন। মা আমাকে ত সামান্য হুকুম কল্লেন। অত টাকা দিয়ে যদি আমাকে তেলী হতে বলেন তাতেও পেচ পা নই। গণৎকার তুই কোথা—আয়, তোকে খুসি করে বিদেয় করি। আহা! এত দিনের পর আজ আমার "দুখ-নিশি অবসান!"

(রত্নেশ্বরের প্রবেশ।)

রত্নে। দাদা, আমি আজ শ্বশুর বাড়ী চল্লাম। আমার পরিবারকে পাল্কিতে

তুলে দিয়ে এসেছি। আপনি কাল হতে নূতন বাড়ীতে যে যে রাজ লাগবে, তারা, রীতি মত কাজ করে কি না, দেখবেন?

শ্যামা। ভাই, আমিও কাল হতে বাড়ী আরম্ভ করব, আমাকে সেই যায়-গাটা ঠিক করে দিয়ে যাও।

রত্নে। আজ্ঞে, আপনাকে আবার ঠিক করে দেব কি? নিজের যায়গা নিজে দেখে নেন্ গে।

শ্যামা। দেখ, কুমোরদের কিছু টাকা কোবুলে ওখান থেকে উঠিয়ে দেও গে।

রত্নে। কিছুতে কি স্বীকার হবে?

শ্যামা। ভায়া, কিছু বল্লাম বলে কি সত্যি সত্যিই কিছু! দু শ, পাঁচ শ কবুল করগে।

রত্নে। (স্বগত) দাদার হটাৎ সিরাজুদ্দৌলার মত মেজাজ হল কেমন করে! (প্রকাশ্যে) দাদা এত টাকা পেলেন কোথায়?

শ্যামা। ভাই, বাবার ছিল।

রত্নে। আচ্ছা, কুমোররা ত তফাতে আছে—থাক্‌না কেন?

শ্যামা। না ভাই, তা হলে হাঁড়ি পিটনর জ্বালায় ঘুম হবে না;—দেখ আর একটী কাজ কর্‌তে হবে।

রত্নে। কি?

শ্যামা। ডোম বেটাদের ওখান থেকে উটিয়ে দিতে হবে, নচেৎ শুয়ার গুল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘরে উটবে।

রত্নে। তাদের কি টাকা কবলাব?

শ্যামা। অবশ্য; নচেৎ উঠে যেতে চাবে কেন?

রত্নে। (স্বগত) রাত্রের মধ্যে দাদা ক্ষেপে উঠলেন না কি! (প্রকাশ্যে) আপনার কটা কুটুরি হবে?

শ্যামা। ভায়া, বড় কটা নয়—দোতলা, মায় পূজর দালান; আস্তাবল মায় ফুল বাগিচে।

রত্নে। (স্বগত) নিঃসন্দেহ দাদা পড়ো টাকা পেয়েছেন। (প্রকাশ্যে) আমি এখন যাই, সব ঠিক করে লোক পাঠাব।

শ্যামা। আচ্ছা; আমিও রান্না চাপাই গে।

রত্নে। আর নিজে রেঁধে মর্‌চেন কেন? একটা বামুন দেখে রাখুন।

শ্যামা। সব হবে। ভায়া, ছু চার দিনের পরে দেখতে পাবে—কিছুই বাকি নেই। (উত্থান)

রত্নে। তবে যাই, প্রতিদিন সমাচার পাঠাবেন।

শ্যামা। তা আর আমাকে অধিক করে বল্‌তে হবে না।

[এক দিকে শ্যামাচরণ, অপর দিকে রত্নেশ্বরের প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রামনগর—শরতের শয়নঘর।

(শৈলবালা আসীনা।)

শৈল। কি ছাই স্বপন—কেবল স্বপন—স্বপন দেখাই আমার রোগ হয়েছে। যদি স্বপনের কথা তাঁকে বলি, কত ঠাট্টা করবেন (ক্ষণকাল চিন্তা) শুনিছি, মন্দ স্বপন দেখলে, যদি অশ্বথ্‌ কি বটগাছের কাছে বলা যায়, ভাল হয়, তাই কেন বলিগে না? (উত্থান এবং জানালার নিকট গমন)

(দ্রুতপদে এক জন দাসীর প্রবেশ।)

দাসী। (শরতের শয্যায় এক খান পত্র রাখা।)

[দ্রুত পদে দাসীর প্রস্থান।

শৈল। (দূরে বটবৃক্ষকে লক্ষ করিয়া) হে বট বৃক্ষ! আমার মন্দ স্বপন দেখা যেন ভাল হয়। আমি অত্যন্ত দুঃখিনী, যদিও আমার পিতা ধনী, কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিনী, দুঃখিনীকে আর দুঃখ দিলে দাসী সহ্য করতে পারবে না। অতএব আমার' যেন ভাল হয়। (তৎপরে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, দূরে পাচ দুয়ারের কাছে কামিনী ফুল তুলিতে তুলিতে, পূর্ণকে নানা প্রকার মুখভঙ্গি করিয়া পায়ের কাঁটা বাহির করিতে দেখিয়া, হাস্যপূর্ব্বক) ঝি, মজা দেখ সে; ছোঁড়া সংএর মত কত রকম মুখভঙ্গি করচে। (গৃহ মধ্যে দৃষ্টিপূর্ব্বক) বাঃ! ঝি এল আর চলে গেল কেন? (পুনশ্চ পূর্ণর প্রতি দৃষ্টিপূর্ব্বক হাস্য)

শরত। (সরকারি রাস্তা হইতে, দূরে পাচ দুয়ারের কাছে পূর্ণকে এবং জানালা হইতে শৈলবালাকে পূর্ণরপ্রতি দৃষ্টিপূর্ব্বক হাস্য করিতে দেখিয়া স্বগত) উঃ, কি সর্ব্বনাশ! আমি এত দিন লোকের কথা বিশ্বাস করি নাই—এত দিন চোক থাকতে অন্ধ হইছিলাম! কিন্তু আজ দেখছি লোকের দোষ নাই। হায়! আমি দুগ্ধ কলা দিয়ে কাল সাপ গৃহে পুষিছিলাম। এত দিনের পর আজ জানলাম—শৈল বিষকুম্ভ পয়োমুখ!

[দ্রুত বেগে শরতের প্রস্থান।

শৈল। (স্বগত) আহা! পিসী যদি দেখতেন, হেঁসে হেঁসে মারা যেতেন। আমি আর কতক্ষণ দেখব। যাই বাবাকে এক খান পত্র লিখি গে। (গৃহের এক প্রান্তে গমন এবং দোয়াত কলম গ্রহণপূর্ব্বক উপবেশনান্তর লিখনারম্ভ।

(শরতের প্রবেশ।)

শরত। (নিরুত্তরে শয্যায় শয়ন)

শৈল। (ব্যগ্রতার সহিত হস্তের কাগজ কলম রাখিয়া শরতের নিকট গমন এবং পদতলে উপবেশনপূর্ব্বক) এমন করে শুলে কেন? আবার কি অসুখ হয়েছে?

শরত। (নিরুত্তর)

শৈল। (পুনশ্চ শরতের মাথার নিকটে উপবেশনপূর্ব্বক হাত বুলাতে বুলাতে) বল না—আমার মাথা খাও, কি হয়েছে বল। যদি রোজ রোজ অসুখ বৃদ্ধি মনে কর, তবে না হয়, আমার গহনা পত্র বন্ধক দিয়ে টাকা কর্জ্জ করে, কিছু দিনের জন্যে পশ্চিম যাও। আমার যেমন পোড়া কপাল—কিছু দিন প্রাণে মরে থাকি।

শরত। (স্বগত) পাপিয়সীর কথা শুন, আমা বিহনে প্রাণে মরে থাকবে! উঃ! স্ত্রী লোককে চেনা ভার! তাই ত বলি রত্নেশ্বর দা সে দিন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে এমন কথা বল্লেন কেন?

শৈল। নাথ! কথা কচ্চ না কেন? আমার মাথা খাও—কথা কও। তোমার পায়ে পড়ি, কি অসুখ হয়েছে বল।

শরত! (স্বগত) মাথা খেতে পারলেই ভাল হত। আমি যদি সে প্রকার লোক হতাম, তা হলে এত ক্ষণ তোমার ভাগ্যে যা হয়, একটা ঘটত।

শৈল। বার বার এত করে বলছি, এত করে সাধছি, কথা কচ্চ না কেন? যদি নিতান্তই অসুখ বেশী বোধ হয়ে থাকে, তবে পশ্চিম যাও।

শরত। হ্যাঁ, হবে। (স্বগত) সে দিন যখন বল্লাম "পূর্ণ কাল" হটাৎ বল্লে "না, তোমার মতন তার রং।" প্রণয় না জন্মালে কি ও রূপ বলে?

শৈল। নাথ, শুধু একটী হ্যাঁ দিয়েই যে চুপ কল্লে? কি অসুখ হয়েছে, ভেঙ্গে বল, নইলে আমার বড় ভাবনা হচ্চে। বলি, অসুখটা কি অন্য দিনকার চাইতে বেশী?

শরত। হ্যাঁ। (স্বগত) এত মিষ্টি কথা, এত ভালবাসা দেখান সকলই মিছে। আমি আগে জানিনে শৈলর মুখে মধু! হৃদে বিষ—আমি আগে জানিনে শৈল নররূপে পিশাচী!

শৈল। আবার একটী হ্যাঁ দিয়েই যে চুপ কল্লে? দুটী কথা একত্র করে বল। নাথ, তুমি বল্‌তে—আমাকে বেশী ভালবাস, সেই ভালবাসা দেখাবার জন্যে দুটী কথা একত্র করে বল, তোমাকে অমন দেখে আমার প্রাণের ভেতরটা কেমন কেমন কচ্চে।

শরত। (স্বগত) তা জান্‌লে কি একে রত্নের ন্যায় যত্ন কর্‌তাম—প্রণয়-কাননে আশ্রয় দিতাম—না সার ধন ভেবে বক্ষে রক্ষা কর্‌তাম্? উঃ! কপটীর এখনও কাপট্য দেখ! পিশাচী ভাবে—পাপ কর্ম্ম চির-কালই ঢাকা থাকে। আমি আশ্চর্য্য হচ্চি, প্রেমে মুগ্ধ ব্যক্তিদিগের কি পাত্রাপাত্র বোধ থাকে না!—নচেৎ পূর্ণ ত একটী জন্তুবিশেষ।

শৈল। আমি তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিইগে। নাথ! সে দিন বলে-ছিলে "তোমা অপেক্ষা, আমি বেশী ভালবাসি।" তা বেশ জানা গেল। তা হলে এত করে বল্লাম কথা কইতে। আমি পায়ে হাত বুলিয়ে দিইগে। (পুনশ্চ শরতের পদতলে গমন এবং হস্ত বুলাইবার উদ্যোগ)

শরত। না, না আর কষ্টভোগ কর্‌তে হবে না।

শৈল। নাথ! তোমার পায় হাত বুলাতে আমার কষ্ট হবে? দাসী সমস্ত রাত্রি তোমার পদসেবা করতে কষ্ট বোধ করে না, বরং সুখ বোধ করে।

শরত। হাত বুলালে ও রোগ আরও বৃদ্ধি হবে। (স্বগত) পাপিয়সী নিঃসন্দেহ আমাকে ছলতে এসেছে।

শৈল। তবে কি রোগ হল? (গাত্রে হস্তার্পণপূর্ব্বক) গা ত বেশ আছে। তবে কি হয়েছে বল না? সাত দোহাই কি হয়েছে বল। পায় হাত বুলাতে গেলে দিচ্চ না, গা গরম নয়, অল্প অল্প ঘামচ, চোক দুটো রক্তবর্ণ, একটু একটু ঠোঁট নড়ছে—এ কি রোগ ভেঙ্গে বল, মাথা খাও বল, আমার প্রাণটা কেমন কেমন কচ্চে, আর দগ্ধে মের না, বল।

শরত। আমার কিছু হয় নি। (স্বগত) এ আপদ এখন কাছ থেকে গেলেও বাঁচি।

শৈল। তবে এমন করে শুলে কেন? ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠাব?

শরত। না;—বকাও কেন?

শৈল। এ কি সর্ব্বনেশে রোগ হল! (স্বগত) একখান বই এনে পড়ে শোনাই। ইনি আমার বই পড়া শুন্‌তে বড় ভালবাসেন।

[শৈলবালার প্রস্থান।

শরত। (স্বগত) আপদ গেল। যত ক্ষণ কথা কচ্ছিল, গায় যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছিল। কি লিখছিল দেখি। (শয্যা হইতে উত্থান এবং গৃহের প্রান্তভাগে গমনপূর্ব্বক শৈলবালার লিখিত পত্রখণ্ড গ্রহণ) কৈ! এতে ত কেবল ‘শ্রীদুর্গা সহায়’ পর্য্যন্ত লেখা আছে, দেখছি। (পুনশ্চ শয্যায় শয়ন করিতে গমন এবং শয্যার উপর পত্র দেখিয়া) এখান কি? (গ্রহণ এবং পূর্ণর জবানী পত্র পাঠ।)——

“প্রাণের শৈলবালা! শীঘ্র শীঘ্র তোমার স্বামীকে বিদেশ পাঠাইতে চেষ্টা করিও, নচেৎ সুখভোগের ব্যাঘাৎ ঘটিতেছে। ইতি

তোমার

শ্রীপূঃ।—”

উঃ! কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! তাই ত বলি, বার বার বিদেশে যেতে বলছে কেন? হায়! গ্রন্থকাররা কি সবজান? তাঁরা কি ঘরে বসে সব দেখতে পান? আমি অনেক গ্রন্থে স্ত্রী-চরিত্র বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ পাঠ করেও সেই স্ত্রীতে অনুরক্ত হইছিলাম। হায়! আমি কি চন্দন ভেবে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিলাম—লক্ষ্মী ভেবে অলক্ষ্মীর পূজা করেছি—দেবকন্যা ভেবে রাক্ষসীর সঙ্গে সহবাস করেছি। হায়! হায়! আমার আশাতরী মগ্ন হল—সুখ তারা অস্ত গেল!

(পুস্তকহস্তে শৈলবালার পুনঃপ্রবেশ)

শৈল। (শরতের নিকট গমনপূর্ব্বক পুস্তক খুলিয়া) দেখ, নাথ! এই খানটা কেমন লিখেছে!

শরত। (দ্রুতগতি উঠিয়া কোপভরে) ব্যভিচারিণি! বিশ্বাসঘাতিনি! তুই দূর হ। (সজোরে ধাক্কা দিয়া শৈলবালাকে মাটিতে ফেলিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে) পিসী! ও পিসী! বাবা যে খানে গিয়েছেন, সেইখানে চল্লাম।

[দ্রুতপদে এক দিক দিয়া শরতের প্রস্থান।

( অপরদিক হইতে পিসীর প্রবেশ। )

পিসী। বৌ! ও বৌ! শরত ছুটে কোথায় গেল? বৌ! কথা কও না কেন? (নিকটে গিয়া) আহা, মাথা দিয়ে যে রক্ত বার হচ্চে! শরত রাগল কেন? তাকে কি বলেছিলে?

শৈল। পিসী, আমি ত কিছু বলি নি।

পিসী। তবে মাথা দিয়ে রক্ত বার হচ্চে কেন মা?

শৈল। পিসী, আমি রোজ রোজ স্বপন দেখি, এই সেই স্বপন।

পিসী। না মা, স্বপন নয়। তুমি ওট, ও ঘরে নিয়ে গিয়ে, মাথায় ওষধ দিয়ে, শরতকে খুঁজে আনি।

শৈল। পিসী, যদি স্বপন না হয়, তবে শীগ্গির তাঁকে খুঁজে আন। যে অন্ধকার রাত্রি, কি সে কামড়াবে। আমি এম্নি পড়ে থাকি।

পিসী। না মা, ওট। ( হস্তধারণপূর্ব্বক শৈলবালাকে উত্তোলন )

[শৈলবালার হস্তধারণপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে পিসী, তৎপশ্চাৎ শৈলবালার প্রস্থান।

# ষষ্ঠ অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গোপালনগরের বন।

( শরতের প্রবেশ। )

শরত। ( স্বগত ) উঃ! কি ভয়ানক অন্ধকার! বোধ হয়, রজনী দেবী পাপীয়সীর গর্হিত কার্য্য দেখে এই মূর্ত্তি ধারণ করেছেন। আর আমি জেনে শুনে অপাত্রে প্রণয় ন্যস্ত করিছিলাম বলে, বিদ্যুল্লতা মধ্যে মধ্যে হাস্য করে, মেঘের মধ্যে অদৃশ্য হচ্চে। ( চিন্তা ) যে অন্ধকার!— কোথায় এলাম তার ঠিক নাই। কাছে যে মনুষ্যের বসতি আছে, এমনও বিবেচনা হয় না। যদিই থাকে, আমার কি লোকালয়ে মুখ দেখান কর্ত্তব্য? এই বনে ব্যাঘ্র ভল্লুকের হাতেই আমার কষ্ট দূর হবে। আর আমাকে লোকালয়ে মুখ দেখাতে হবে না। হা পাপীয়সি! তোর জন্য আজ অপমৃত্যুতে মলাম! ব্যভিচারিণি! তুই আজ পতিহত্যা পাপে লিপ্ত হলি।

( এক জন সন্ন্যাসীর প্রবেশ। )

সন্ন্যাসী। ( দূর হইতে শরতকে অবলোকন )

[ দ্রুতপদে সন্ন্যাসীর প্রস্থান।

শরত। লোকে পৃথিবীকে সুখদুঃখের স্থান বলে উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন "জগতে সুখ এবং দুঃখ চক্রাকারে পরিভ্রমণ করছে অর্থাৎ দুঃখান্তে সুখ এবং সুখান্তে দুঃখ, সকলের ভাগ্যেই উদয় হয়। তাঁরা

যে যা বলুন, আমি কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করতে পারিনে ; যেহেতু, আমার দুঃখনিশি আর অবসান হল না—ভাগ্যাকাশে কখন সুখ-তারা দেখা দিলে না। মধ্যে কয়েক দিন শৈলসহবাসে ভাবতেম, এই জগতই স্বর্গ। এ রূপ সহবাস যদি আমার ভাগ্যে চির দিন থাকে, তবে নন্দনকানন অভিলাষ করিনে ; কিন্তু, আজ দেখছি, শৈল সহবাসই আমার সর্ব্বনাশের মূল। শৈলসহবাসই আমার নরকে বাস। আহা ! আগে যদি জানতেম, স্ত্রীলোক হতেই এত অনিষ্ট ঘটে, তবে দ্বারপরিগ্রহে কখনই স্বীকৃত হতাম না ! কিন্তু তাও বলি, বিবাহ ত সকলেই করে, কিন্তু কে কবে আমার মত দুঃখে পড়েছে? আমার কপাল মন্দ—মন্দ ঘটল ; ভাল কপাল হলে এমন হবে কেন ? আমার এম্নি দুর্ভাগ্য, জন্মমাত্র পিতার বিষয় গেল, মাতা অকালে প্রাণত্যাগ কল্লেন—পিতা ছদ্মবেশে কোথায় চলে গেলেন। আমি এম্নি পাপিষ্ঠ যে, পরম পূজ্য ও পূজনীয় পিতা মাতার সেবা করা দূরে থাক, তাঁদের চরণদর্শন পর্য্যন্ত করতে পাল্লাম না। লোকে আমার ন্যায় পুত্র পেতে কেন যে কামনা করে জানিনে।

( দুই দিক হইতে দুই জন সন্ন্যাসীর প্রবেশ এবং শরতের দুই হস্ত ধৃত করণ। )

শরত। তোমরা কে ?—কি জন্য হটাৎ এসে এমন করে হাত ধল্লে ?

১ম স। আমরা কে এখনও চিন্তে পারিস্‌নি ?

শরত। না।

১ম স। আমরা তোর যম, এই বেলা বাপ মাকে মনে কর্।

শরত। তোমরা প্রাণহানি করবে ?

১ম স। হ্যাঁ।

শরত। কেন ?

১ম স। ব্যবসা—আমাদের এই ব্যবসা।

শরত। ব্যবসা কি পথিকের প্রাণহানি করা? না সর্ব্বস্ব কেড়ে লওয়া?

১ম স। দুই।

শরত। দুই কেন? যা নিয়ে আবশ্যক, তাই যদি পাও, তবে প্রাণহানি করা কেন?

১ম স। হানি করি কেন? তা না করলে লোককে বলে দেবে যে।

শরত। আমি বলে দেব না।—দিব্যি কচ্চি, আমি বলে দেব না, আমাকে ছেড়ে দেও—আমাকে প্রাণে মের না। (স্বগত) মারে মারুক, যে যন্ত্রণা পাচ্চি, তা হতে নিষ্কৃতি পাই।—কি! প্রাণে মরব, ছার স্ত্রীর জন্যে অপঘাতে মরব, তা হলে আমারই মন্দ, ব্যভিচারিণীর ত ভাল—কখনই মরব না। (প্রকাশ্যে) দিব্যি কচ্চি, প্রাণে মের না।

২য় স। ওরে বেটা, কত লোকে প্রাণের দায়ে দিব্যি করে, পায়ে ধরে কাঁদে।

শরত। তাতেও তোমাদের একটু দয়া হয় না?

২য় স। হুঁ, দয়া হবে, এতে আমাদের আমোদ জন্মায়। যেমন শিকারীরা শীকার পেলে আমোদ বোধ করে, আমরাও এ কাযে তেম্নি আমোদ বোধ করি; বরং তার চেয়ে বেশী, কারণ যে যত খুন করে, তার তত মান বাড়ে।

শরত। আমাকে খুন ক'রনা—বাবা আমি বড় দুঃখী, আমার কেউ নেই। (হস্ত ছাড়াইতে বলপ্রকাশ এবং উচ্চৈস্বরে) বাবা রে ———

১ম স। খবর্দ্দার চেঁচাস্ নে, তা হলে ঠেঙ্গিয়ে মারব। চুপ করে থাক যে, সদয় হয়ে তোকে চিত করে শুইয়ে, ফ্যাঁস করে গলাতে ছুরি বস্‌য়ে দিই আর হুস্ করে প্রাণ বার হয়ে যাক। তা হলে তুই টেরও পাবি নে। ভয় নেই তোকে দগ্ধে মার্‌ব না।

শরত। উঃ! বাবা! (ব্যগ্রতার সহিত) তোমাদের পায়ে পড়ি খুন

কর না। আমার ঠেঁই কিছুই নেই, বরং পরণের কাপড় খানা নিতে চাও দিতে পারি। (দ্বিতীয় বার বলপ্রকাশ)

১ম স। (দ্বিতীয়ের প্রতি) দ্যাখ, এ বেটা বড় দুষ্টুমি আরম্ভ কল্লে আর দেরি করে কাজ নেই। তুই ছুটে গিয়ে দেখে আয়, বুড় বেটা কি কচ্চে। সে এসে পড়লে হবে না।

[দ্বিতীয় সন্ন্যাসীর প্রস্থান।

শরত। তোমরা সন্ন্যাসী অথচ দুষ্কর্ম্ম কর, তবে এ বেশে থাকার আবশ্যক?

১ম স। এর মজা তুই জানবি কি? এই বেশ হচ্চে আমাদের শীকার পাবার প্রধান উপায়।

শরত। কেমন করে?

১ম স। আর কেমন করে—যত বেটা পথিক সাধু ভেবে রাত্রে এসে আমাদের কুটীরে আশ্রয় নেয়, নির্ব্বিঘ্নে ঘুময়—ঐ যেমন ঘুমন, একেবারে ঘুম পাড়াই। আমাদের এ বেশের এম্নি মজা গবর্ণমেণ্টের লোক পর্য্যন্ত সাধু ভেবে আমাদের কিছু বলে না।

শরত। যে টাকে খুন কর, সেটা কাছে পড়ে থাকে, তত্রাপি জিজ্ঞাসে না?

১ম স। তোর এম্নি বুদ্ধিই বটে, তা নইলে অন্ধকারে একা এ বনে আসবি কেন?—তোরই বা দোষ কি? গ্রহতে টেনে আনে। ওরে বোকা, খুনটোকে সেখান থেকে এই বনে ফেলে রেখে যাই। সন্ধ্যার সময় এখানে শীকার খুঁজতে এসে শেষ রাত্রে আমরা কুটিরে চলে যাই।

শরত। তোমাদের কুটীর কোথায়?

১ম স। হুঁ; সমস্ত তোকে বলি, তার পর যদি পালাতে পারিস, থানায় ধরিয়ে দিবি। (স্বগত) বেটা ত গেল—

শরত। কোন্ শালা বলে দেবে।

১ম স। যা, যা, চুপ কর।

শরত। (পুনরায় বলপ্রকাশ)

১ম স। এখন যমের দুয়র থেকে পালাবার সাধ কচ্চিস? তুই বেটা বড় বোকা।

শরত। আমাকে প্রাণে মের না, দোহাই বাবা আমাকে প্রাণে মের না। তুমি আমার ধর্ম্ম বাপ, আমাকে রক্ষা কর।

১ম স। (হাস্যপূর্ব্বক) কত বেটা প্রাণের দায়ে আমাদের ধর্ম্ম বাপ বলে, তাতে কি আমাদের দয়া হয়? না দয়া হলে কাজ চলে?

শরত। (স্বগত) রাক্ষসী এত দিনে তোর অভীষ্টসিদ্ধি হ'ল। আমি যে তোকে প্রাণের অধিক ভাল বাসতাম, তার ফল পেলাম। (এই সময় এক বার বিদ্যুৎ প্রকাশ হওয়াতে শরত ১ম সন্ন্যাসীর প্রতি তাকাইয়া) ওগো! ওগো! তোমরাই না "রাম কহ, রাম কহ" বলে আমাদের গ্রামে মধ্যে মধ্যে যাও?

১ম স। ওরে, তুই দেখচি, চিনে ফেলেচিস্। তবে বেম্মার বেটা শিব এলেও তোকে রক্ষে করতে পারবে না।

(দ্বিতীয় সন্ন্যাসীর প্রবেশ।)

কেউ আসছে না ত রে? বুড় বেটাকে দেখলি?

২য় স। না; বনটার চারি দিক খুজে এলাম, দেখতে পেলাম না। সে হয় ত কোথায় বসে বসে কাঁদছে।

১ম স। বেটা দিন রাত কেবল কাঁদে, সে কিসের জন্যে কাঁদে, তা ত বলে না। এখন আয়, শিগ্‌গির কাজ সারি, এ বেটা চিনে ফেলেছে।

২য় স। তবে ধর্, আর দেরি করে কাজ নাই।

১ম স। (শরতের দুই পদধারণ)

২য় স। চিত করে ফেল্

১ম স। (শরতের দুই হস্ত ধরিয়া তথাকরণ)

২য় স। ভাব্ বেটা, তোর কে কোথায় আছে ভাব্।

শরত। (স্বগত) পিতঃ! জন্মের মত বিদায় হলাম! এত দিনে জগ-

তের সুখদুঃখ হতে নিষ্কৃতি পেলাম। মরণ আমার পক্ষে সুখের বটে, দুঃখের মধ্যে অপঘাতে মলাম! আহা! পিসী; তুমি পেটে না খেয়ে আমাকে মানুষ করেছিলে। ভেবেছিলে, এক দিন না এক দিন সুখী হতে পারবে, সে আশা তোমার নির্ম্মূল হ'ল। আহা! মাত! তোমার যথার্থই পুণ্য ছিল, তাই আমাকে রেখে গিয়েছ। পাপীয়সি! তোকে কত আদর করতাম—প্রাণের অধিক ভাল বাসতাম, তার এই ফল হ'ল। (চক্ষু মুদ্রিত)

১ম স। (দ্বিতীয় সন্ন্যাসীর প্রতি) দ্যাখ, এক হাতে ওর হাত দুট ধর্ আর এক হাতে মাথাটা চেপে থাক—খপর্দ্দার না নড়তে পারে।

২য় স। (তথাকরণ।)

১ম স। (নিজের দুই হাঁটু দিয়া শরতের দুই পদ ধারণ এবং বাম হস্তে বক্ষঃস্থল চাপিয়া দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা বাহির করিয়া) সব ঠিক্ হো গিয়া—জয় কালী! (গলদেশে বসাইবার উদ্যোগ)

## (তৃতীয় সন্ন্যাসীর প্রবেশ।)

৩য় স। (ব্যগ্রতার সহিত)—করিস কি!—করিস্ কি! ছেড়ে দে!—ছেড়ে দে!

১ম স } (শশব্যস্তে ত্যাগ করিয়া, গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) আজ্ঞে! আজ্ঞে!
২য় স } একে ভয় দেখাচ্চি।

৩য় স। (সক্রোধে) তোদের বাপের পিণ্ডি (শরতের প্রতি) বাবা, এত অন্ধকার রাত্রে এ ভয়ানক বনে কেন এসেছ?

শরত। ঠাকুর, যাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসতাম, তার মন্দ আচরণে মনে বিরাগ উপস্থিত হওয়াতে, এক দিকে চলে যাচ্ছিলাম, পথভ্রম হওয়াতে এখানে এসে পড়েছি।

৩য় স। কার মন্দ আচরণ দেখে তোমার মনে বিরাগ উপস্থিত হয়েচে?

শরত। প্রভু, সে কথা বলব কি?—বলতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

৩য় স। বল;—আমার কাছে বলতে লজ্জা বোধ কর না।

শরত। (মৃদুস্বরে) আমার স্ত্রীর।

৩য় স। তিনি কি করেছেন?

শরত। আজ্ঞে, সে ব্যাভিচারিণী হয়েছে।

৩য় স। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, তাই বিশ্বাস করেছ। কারণ, তোমার বয়েস দেখে, তোমার স্ত্রীকে নিতান্ত বালিকা বলে বোধ হচ্চে; কিন্তু বালিকার এ দোষ সম্ভবে না।

শরত। ঠাকুর, কলঙ্কিনীকে তার উপপতির সঙ্গে হাস্য পরিহাস করতে দেখেছি।

৩য় স। একত্রে শয়ন করতে?

শরত। যদিচ তা নয় বটে, তবে দূর হতে পিশাচী তার উপপতিকে দেখে হেসেছে, দেখেছি।

৩য় স। তার উপপতিকেও হাসতে দেখেছ?

শরত। আজ্ঞে, সেটা লক্ষ্য করিনি।

৩য় স। বালিকা, মনে কিছু উদয় হওয়াতে হেসে থাকবে। ভাল করে না দেখে, দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসা, তোমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।

শরত। আজ্ঞে, তা দেখেও আসিনি। কলঙ্কিনীকে তার উপপতি যে পত্র লেখে, সেই পত্র দেখে মনে বিলক্ষণ সন্দেহ হয়; সেই জন্যই এসেছি।

৩য় স। তোমার নাম কি?

শরত। আমার নাম শরত।

৩য় স। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক চিন্তা)

১ম স। (শরতের প্রতি তাকাইয়া) তোমার বাড়ী কোথায়?

শরত। রামনগর।

১ম স। (তৃতীয় সন্ন্যাসীর প্রতি) প্রভু, আমি একটী কথা নিবেদন করি।

৩য় স। কর।

১ম স। আমরা এক দিন আপনার আজ্ঞামত সেই বাড়ীটেতে সন্ধান জান্‌তে গিইছিলাম। যখন ঘরের ভিতর বাবুকে আশীর্ব্বাদ করতে যাই, দেখি, বাবু আর এক জনের সঙ্গে কি পরমর্শ কচ্চেন। হটাৎ আমাদের দেখে চেপে গেলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, হয় ত আমরা কে চিন্তে পেরেছেন——দোরের পাশ থেকে কি বলেন, শুন্তে হবে। এই ভেবে আশীর্ব্বাদ করে ফিরে আস্‌বার সময়, দোরের পাশ থেকে শুন্‌লাম, বাবুটী আর এক জনকে বল্লেন "শরতকে জব্দ করার উপায় কি?" আর এক জন বল্লে "তার ত সহজ উপায় রয়েছে। এখানকার সকল লোকই তোমার মুটোর মধ্যে, যে হেতু প্রজা। অতএব সকলকে শেখাও যে, তারা যেখানে সেখানে বসে গল্প করুক—"শরতের স্ত্রী আমাদের পূর্ণ বাবুর সঙ্গে প্রসক্ত।" আর এই সন্দেহ শরতের মনে বিশ্বাস করাবার জন্য, পূর্ণকে প্রতিদিন শরতের পাচ দুয়ারের কাছে সন্ধ্যার সময় যেতে বলে দেও। আর পূর্ণর হাতের একখান পত্র, তাতে লেখা থাকবে—'প্রাণের শৈল! তোমার স্বামীকে শীঘ্র শীঘ্র বিদেশে পাঠাবার চেষ্টা দেখ; নচেৎ সুখভোগের ব্যাঘাৎ ঘটিতেছে'—আমাকে দেও। আমি এম্নি জুৎ করে শরতের শয্যার উপর রেখে দেব যে, সে শুতে গিয়েই দেখতে পায়, তা হলেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।" এই কথা শুনে বাবুটী বল্লেন "কি প্রকারে পত্রখান শরতের শয্যায় রাখবে?" তাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বল্লে "আমার এক মামী——

শরত। (সহর্ষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) ঠিক কথা! এত ক্ষণে আমার মনের অন্ধকার দূর হল। সেই জন্যই, যে দিন শৈলের উপর রাগ করে ঘরের ভিতর যাই, দেখি, মাগী ব্যস্ত সমস্ত হয়ে নেমে আসছে। (তৃতীয় সন্ন্যাসীকে প্রণামপূর্ব্বক) ঠাকুর! আমি চল্লাম। আহা! আমি বিনা দোষে শৈলকে বড় কষ্ট দিয়ে এসেছি—আমি অকারণে

তাকে বড় আঘাত করে এসেছি। না জানি, আমার সর্ব্বস্ব ধন কি করচে, না জানি সে প্রাণে মল, কি বেঁচে আছে! প্রভু, আমি চল্লাম। (যাইবার উপক্রম)

৩য় স। (শরতের হস্ত ধারণপূর্ব্বক) পাগল ছেলে! অন্ধকারে কোথায় যাবে। এক বিপদ হতে উদ্ধার হয়ে, দ্বিতীয় বিপদে পড়লে কে তোমাকে রক্ষে করবে?

শরত। ঠাকুর, আমাকে ছেড়ে দেন। আমার বোধ হচ্চে, আমার শৈল নাই।

৩য় স। আছেন—আমি নিশ্চিত বলছি, তিনি প্রাণে বেঁচে আছেন। আজ রাত্রে তোমাকে আমি যেতে দেব না। আমার উপরোধে আজ রাত্রে থেকে, কাল প্রাতে উঠে চলে যেও।

শরত। ঠাকুর, আপনি আমার প্রাণদাতা, অতএব আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা উচিত নয়; কিন্তু জান্‌বেন, আজ রাত্রে প্রাণে মরে থাকব, পরে কালকে যদি প্রাণের শৈলকে ভাল দেখতে পাই, তবে আমার দুঃখনিশি-অবসান হবে।

৩য় স। (দ্বিতীয় সন্ন্যাসীর প্রতি) এঁকে আমার কুটীরে নিয়ে যাও।

২য় স। এস হে?

শরত। চল।

[ দ্বিতীয় সন্ন্যাসী ও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ শরতের প্রস্থান।

৩য় স। কিছু সন্ধান পেলে?

১ম স। পরশু লাটের দিন।

৩য় স। কালকে গিয়ে জয় কালী বলে পড়।

১ম স। এই বেশেই কি যাব?

৩য় স। না, বেশ পরিবর্ত্তন করতে হবে। তোমরা মুখে চুন কালি মেখ, নচেৎ লোকে চিন্তে পারবে।

১ম স। আপনি যাবেন ত ?

৩য় স। আমি গিয়ে গঙ্গাতীরে বসে থাকব, তারপর তোমাদের সঙ্গে একত্রে আসব। তোমরা ঘোড়াগুল গঙ্গার তীরের বনের মধ্যে বেঁধে রেখ ?

১ম স। যে আজ্ঞে।

৩য় স। এখন দল বলকে সম্বাদ দিয়ে এস। এ কাজ সফল হলে তোমাদের খুসি করব। তোমাদের উপর সন্তুষ্ট আছি, কেবল আজকের কাজে বিরক্ত হইছিলাম। এখন চল কুটীরে যাই। বোধ হচ্চে, আর রাত্রি অধিক নাই।

১ম স। চলুন।

[ প্রথম এবং তৃতীয় সন্ন্যাসীর প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

---

শ্যামনগর—সতীশ বাবুর বাটীর একটী গৃহ।

(শৈলবালা শয্যাতে শায়িতা, পার্শ্বে ব্রজবালা উপবিষ্টা।)

ব্রজ। কি বল্লে সই, তোমাকে ফেলে দিয়ে ছুটে পালালেন ?

শৈল। হ্যাঁ, ভাই।

ব্রজ। ভাল, কেউ কিছু খাইয়ে পাগল করে দিলে না ত? সে বার সা গঞ্জের এক বামুনদের ছেলেকে ঐ রকমে পাগল করে দেয়, শেষে অনেক ওষুধ বিষুধ করে তবে ভাল হয়।

(সতীশ বাবুর প্রবেশ।)

সতীশ। কেমন আছ মা ? (শৈলবালার নিকট উপবেশন)

শৈল। এখন ভাল আছি।

ব্রজ। জেঠা মহাশয়, শরত বাবুর কোন সন্ধান পেলেন?

সতীশ। (স্বগত) 'না' বলা হবে না; তা হলে মা আমার উদ্বিগ্ন হবেন। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ পেয়েছি।

ব্রজ। কি রকমে সন্ধান পেলেন?

সতীশ। দেখ ব্রজবালা, কোম্পানীর মুল্লুকে কি সন্ধান পাবার ভাবনা আছে? টেলিগ্রাফ্ করেছিলাম যে এত বয়সের এই রকমের বালককে কোন ইষ্টিসনে পেলে যেন আটক করা হয়। তদ্ভিন্ন খবরের কাগজে ছাবিয়ে দিয়েছিলাম "যে হাজির করে দিতে পার্‌বে তাকে ছয় শত টাকা পারিতোষিক দেব।"

ব্রজ। তারপর কোথায় পাওয়া গেল?

সতীশ। বগুলা ইষ্টেসনে নেমে কৃষ্ণনগর যাচ্ছিলেন, হাঁসখালির একজন দোকানদার আটক করেছে। আজ; নয় কাল এখানে এসে পৌঁছবেন্।

ব্রজ। সই স্বপন দেখেছেন শরত বাবু ডাকাতের হাতে পড়ে কত কাঁদছেন, ডাকাতেরা দয়া কচ্চে না।

সতীশ। হ্যাঁ মা, শৈল! স্বপন কখন সত্য হয়?

শৈল। এ যে শেষ রাত্রের স্বপন।

সতীশ। তা হ'ক্, কোম্পানীর মুল্লুকে কি ডাকাত্ আছে মা?

শৈল। সে বার যে আপ্নি বলেছিলেন "গোপালনগরের বনে তিনটে মানুষকে খুন করেছে।"

সতীশ। ভাল মা, সেবার কেমন আকালটা হয়েছিল? শৈল, তুই এমন বিমর্ষ হয়ে রইছিস্ কেন? ব্রজবালা এসেছে, হল ছুট গল্প কর্। হেদে আমি বসে রইচি, কি চাই হেঁসে হেঁসে ফরমাস কর; তা না কেবল মুখ ভার করে শুয়ে আছিস। শৈল, তোকে অমন দেখলে যে মন খারাপ হয়, কিছুই করতে ভাল লাগে না, মা! কি চাই বল?

শৈল। (স্বগত) কি চাই, যা চাবার তা চাইতে বিধাতা বারণ করে দিয়েছেন! (প্রকাশ্যে) বাবা, আমার কিছু চাইনে।

সতীশ। তুই তখন তখন গহনার ফরমাস করতিস—সে সাধ গেল কেন?

শৈল। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) তাই দেবেন।

( রত্নেশ্বর, ভোলানাথ ও রামধন ময়রার প্রবেশ। )

ভোলা। দাদা, শৈল কেমন আছেন?

সতীশ। আজ ভাল আছেন। রত্নেশ্বর বস; ডাক্তার, হাতটা দেখ দেখি? আর ঠিক করে আমাকে বল, তদনুসারে জেলা হতে ডাক্তার আনি। কারণ, আমার সবে মাত্র ধন এই মেয়েটী। তুমি বেশ জেন—মেয়েটীকে বাঁচাতে আমার সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত পণ।

রত্নে<br>ভোলা } উপবিষ্ট।

রাম। ( শৈলবালার নিকটে উপবেশন পূর্ব্বক ) দেখি মা!

শৈল। ( হস্ত প্রসারণ )

রাম। ( কিয়ৎক্ষণ হস্ত দর্শন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া ) বেশ আছেন। আপনি পাগল, তাই সামান্য জ্বরে এত ভয় পাচ্চেন। একটু কাগজ কলম চাই।

সতীশ। ( উচ্চৈঃস্বরে ) ওরে, একটু কাগজ আর দোত কলমটা দিয়ে যা ( রামধনের প্রতি ) দেখ রামধন, "ঘরপোড়া গরু আগুন দেখে ভয় পায়" আমার হয়েছে কি জান, সন্তান সন্ততির মধ্যে এই মেয়েটী, কাজেই এটীকে ভালয় ভালয় রেখে যেতে পাল্লে বাঁচি।

( এক জন ভৃত্যের প্রবেশ এবং দোয়াত, কলম ও কাগজ প্রদান। )

রাম। ( পাঠ করিতে করিতে লিখন আরম্ভ )

| | | |
|---|---|---|
| কুনিলাল ছল্‌ফো | ... ... .. ... | ৫ গ্রেণ |
| কলেরা পটাশ | ... ... ... ... | ২ গ্রেণ |
| পোল্‌ভো ইপিকাপ | ... ... ... | ১ গ্রেণ |
| জেম্‌সো পৌডোর | ... ... ... ... | ২ গ্রেণ |

শ্রীরামধন ডাক্তার।

একত্র মিশ্রিত করিয়া একবার মাত্র খাওয়াইতে হইবে। (ভৃত্যের প্রতি) দ্যাখ, এই টুকু নিয়ে ডিস্‌পেন্‌সরিতে উমেশ আছে দিগে। তিনি যে ওষুধ দেন চট্‌ করে নিয়ে আসিস, বিলম্ব করিস নে।

[ ভৃত্যের প্রস্থান।

ভোলা। আমাদের এখানে ডিস্‌পেন্‌সরি করে, ওষুধ টষুধ বিকুচ্চে কেমন?

রাম। তত সুবিধে-গোছ নয়। আমি এক্ষণে যাই। (উত্থান)

শতীশ। কবার খাওয়াতে হবে?

রাম। একটা পুরিয়া দেব, একবার খাওয়ালেই জ্বর বন্ধ হয়ে যাবে। আজ একটু সাগু দেবেন?

শৈল। আমি তেত ওষুধ গুল খেতে পারব না।

রাম। না মা, আমি তেত ওষুধ দিলাম না, খেয়ে দেখ কোন কষ্ট হবে না।

[ রামধন নাপিতের প্রস্থান

ভোলা। রামধন আমাদের দেশের মধ্যে মন্দ ডাক্তার নয়।

সতীশ। হ্যাঁ মোটা মুটি চিকিৎসে করে ভাল।

ভোলা। দাদা, শরতের কোন সন্ধান পেলেন?

সতীশ। (চক্ষু দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া) হ্যাঁ।

রত্নে। শরত যে রাত্রে বাড়ী থেকে যায়, যদি টের পেতাম, যেমন ক'রে

হ'ক নিয়ে আসতাম। কি বলব টের পাই নি। (স্বগত) মুখে বলতে দোষ কি, দেশ ছাড়া করানর মুলই আমি।

ভোলা। রত্নেশ্বর দেশের লোকের, বিশেষ আশ্রিতের প্রাণপণে উপকার ক'রে থাকেন।

সতীশ। ভদ্র সন্তান, ও গুণ না থাকবে কেন?

রত্নে। (স্বগত) শালা আজ আমাকে ভদ্র লোক বল্‌ছে, কিন্তু এক দিন ছোট লোকও বলেছিল।

ভোলা। আপনার এখানেই রাত দিন আছেন। বাটীতে কি প্রয়োজন ছিল তা গেলেন না, বল্লেন "শৈলর পথ্য করা না দেখে যাব না।"

সতীশ। হবেই ত, শৈল ত ওঁয়ার পর নয়। এখানকার সম্বন্ধ ওখানকার সম্বন্ধ ওঁয়ার সঙ্গে শৈলর দুই সম্বন্ধ।

(ঔষধ লইয়া ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ।)

ভৃত্য। (সতীশ বাবুর হস্তে ঔষধ প্রদান)

[ভৃত্যের প্রস্থান।

সতীশ। ব্রজবালা, ঘটিতে জল আছে মা?

ব্রজ। আছে।

সতীশ। (শৈলবালার প্রতি) মা, একটু উঠে বস।

শৈল। (শয্যোপরি উপবেশন)

সতীশ। ব্রজবালা, ঘটিটে দেও ত?

ব্রজ। (ঘটি অর্পণ)

সতীশ। (শৈলবালার প্রতি) মা, হাঁ কর; তোমার মুখে ওষুধ টা ঢেলে দিই।

শৈল। (হাঁ করিয়া)

সতীশ। (শৈলবালার মুখে ঔষধ ও তৎসহ জল একটু দিয়া, ভোলানাথের প্রতি) রামধন ওষুধ মন্দ দেয় না, কি বল ভায়া?

ভোলা। আজ্ঞে মস্ত পশার করে ফেলেছে, মাসে বোধ হয় শদাবধি টাকা রোজগার করে।

সতীশ। এত হবে?

ভোলা। হবে বৈকি, প্রায় সাত আট খান গ্রামে দেখে দেখে বেড়ায়। শুন্তে পাই জেলা থেকেও নিতে আসে।

রত্নে। রামধন বেস অস্তর করে।

সতীশ। অস্তর করে কি দিয়ে, নরুন দিয়ে?

রত্নে। না ওর থান দুই অস্তর আছে, তবে নড়্‌নেতে কিছু ভাল হয়।

শৈল। (শয্যায় শয়ন করিয়া) বাবা! ও বাবা! শিগ্‌গির করে স্থমুখে এসে বস। দেখ বাবা, আমার মাথাটা বড় ঘুরচে, আর চকে কিছু দেখতে পাচ্চি নে, বুঁজে বুঁজে আসছে। বোধ হয় আমি আর বাঁচব না। বাবা! কখন যদি, কোন দোষ করে থাকি ক্ষমা কর, আর শিগ্‌গির করে এসে মাথায় একটু পায়ের ধুল দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর, মরে যেন আমার ভাল হয়। এ দুঃখ পূর্ণ পৃথিবীতে আর আস্‌তে না হয়।

সতীশ। (ব্যগ্রতার সহিত শৈলবালার মুখের নিকট যাইয়া) সে কি মা, শৈল! কি রকম হচ্চে মা? রত্নেশ্বর, ছুটে গিয়ে ডাক্তারকে ডেকে আন?

(শরতের প্রবেশ।)

ভোলানাথ
রত্নেশ্বর } শরত এসেছেন! শরত এসেছেন!

শৈল। সই, ওঁকে আমার স্থমুখে বসতে বল।

ব্রজ। শরত বাবু স্থমুখে এসে বস।

শরত। (দুঃখিতমনে শৈলবালার স্থমুখে উপবিষ্ট হইয়া স্বগত) হায়! যা ভেবেছিলাম তাই দেখছি ভাগ্যে ঘটে!

শৈল। দেখ, তোমাকে আমি বড় ভাল বাসতাম—যদিও এখানে আমার বাবা আছেন তত্রাচ আজ আমার লজ্জা কি—তোমাকে বড় ভাল বাসতাম।—এত ভাল বাসতাম যে, সমস্ত দিন রাত্ দেখেও তৃপ্তি হত না। সেই জন্যেই কোথাও যদি তুমি দু এক দণ্ড বস্‌তে, বকে বকে মর্‌তাম।—আজ এই দুঃখ রৈল—মরবার সময় তোমাকে ভাল করে দেখতে পেলাম না—চোকে অন্ধকার দেখচি—তোমার সঙ্গে কথা কয়ে আমার তৃপ্তি হত না, কিন্তু এম্নি কপাল যাবার সময় যে দুট কথা কয়ে নেব তাও ভাগ্যে ঘটচে না,—জিবটে কেমন আরষ্ট হয়ে আসছে—আজ আমার বড় সুখের মরণ হল, যেহেতু স্বামী আর পিতাকে দেখতে দেখতে মলাম।—কেবল একটী দুঃখ রৈল—সে দুঃখটী মলেও যাবে না—সেই কথাটী—যা বলে সে দিন ফেলে পালাও। ঈশ্বর ইচ্ছায় খুব সুখী হও, এক শ বচ্ছর প্রমাই হক, আবার বে করে সংসারী হও—কিন্তু সে কথাটী মিথ্যে। দাসীর শেষ ভিক্ষাটী রেখ—আমাকে নির্দ্দোষী জেনে মধ্যে মধ্যে এক একবার মনে কর আমি জন্মের মত যা———ই। (নিস্তব্ধ)

সতীশ। (এক দৃষ্টে শৈলবালার মুখপ্রতি চাহিয়া না মা! ও কথা বলতে নেই।

শরত। (শৈলবালার গলা ধরিয়া সরোদনে) শৈল! প্রাণাধিকে! ছিঃ! ও কথা কি বলতে আছে! আমি দোষী এবং সেই জন্যে ক্ষমা চাচ্চি অতএব হৃদয় বল্লভে, সেই দোষ ক্ষমা করে, পূর্ব্বের ন্যায় আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর? তুমি কোন দিন, কোন কারণে আমার উপর রাগ প্রকাশ কর নি, আজ একেবারে এত রাগ প্রকাশ করলে কেমন করে সহ্য কর্‌ব? অতএব কথা রাখ, একটীবার কথা কও? আমি তোমাকে দেখব বলে অনেক দূর হতে ছুটে এসেছি, কথা কয়ে সে পথশ্রমের কষ্ট দূর কর? শৈল, আসতে আসতে আমার পিপাসা পায়, কিন্তু পাছে তোমাকে দেখতে বিলম্ব হয় ভেবে জল

পান করি নি। এখন ওট, উটে একটু জল দেও। তুমি ত বেশ জান, তোমা বই আমাকে স্নেহ করে এমন লোক আমার আর কেউ নাই, অতএব তুমি যদি রাগ করে পড়ে থাক, তবে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? কে আমাকে তোমার ন্যায় স্নেহ করবে? তুমি কি জান না, আমি শীতে ভীত হলে, রৌদ্রে ক্লান্ত হলে, অন্ন বিনে কষ্ট পেলে, যদি তোমার হাস্য বদন দেখতে পাই, সব বিস্মৃত হই। অতএব আজ তোমাকে ওরূপ দেখে মন যে কি কচ্চে, তা মনই জানে। প্রাণেশ্বরি, আর কষ্ট দিও না—ওঠ।

সতীশ। আমার আশা, ভরসা, আনন্দ উৎসাহ এ জন্মের মত শেষ হ'ল। রামধন কেন বল্লে না—ভাল ডাক্তর আন্‌তাম।

ব্রজ। (ভূমিতে পতিত হইয়া মৃদু মৃদু স্বরে রোদন)

রত্নে। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে তোরা শিগ্‌গির আয়, (স্বগত) ভাগ্যি চাকর দু-বেটাকে এনেছিলাম।

(দুই জন ভৃত্যের প্রবেশ।)

শরত। খপর্দ্দার যেন বার্ করা না হয়। (পতন ও মূর্চ্ছা)

রত্নে। (শরতের হস্ত ধরিয়া টানিতে টানিতে) ছিঃ ভাই, ওরূপ কর্‌তে আছে! (বলপূর্ব্বক শরতকে সরাইয়া, ভৃত্যদ্বয়ের প্রতি) যা, তোরা শীগ্‌গির শীগ্‌গির নিয়ে যা।

ভৃ দ্বয়। দু জনে পার্‌ব?

রত্নে। ওরে গুয়টরা আগে বার কর, তার পর জন কতক লোক ডেকে এনে, গঙ্গায় দিয়ে আয়। যত টাকা খরচ হবে, শর্ম্মা রাম দেবেন।

শরত। (সরোদনে) দাদা, আপনার দুটী পায়ে পড়ি, নিয়ে যেতে দেবেন না, আমি ভাল করে বসে বসে দেখব। দাদা, আমি চকের জলে ও মুখ দেখতে পাচ্চি নে, এখন নিয়ে যেতে দেবেন না—(পতন ও মূর্চ্ছা)

[ শৈলবালাকে লইয়া ভৃত্যদ্বয়ের প্রস্থান।

রত্নে। ওরে ভাই, চুপ কর, আবার খাসা সুন্দরী দেখে বিয়ে দেব। (স্বগত) ভায়া শ্বশুরের বিষয় পাবেন ভেবে, বড় অহঙ্কার করে বেড়াতেন—এই পেলেন। (প্রকাশ্যে) ছিঃ! অমন করতে আছে, ওট—তোমাকে মুখ অগ্নি করতে হবে। তোমার হাতে পড়ে ছুঁড়িটের অন্য সুখ হোক না হোক, এটা ত চাই, নচেৎ ওর গতি হবে কেন?

শরত। (সরোদনে) দাদা, বলেন কি! ও মুখে আগুণ দেব! যে চল্‌তে কষ্ট পাবে ভেবে, উপর হতে নামতে দিতাম না—শুধু বিছানায় শুলে পাছে শরীরে বেদনা হয় ভেবে, পুরু করে বিছানা করে দিতাম, সেই মুখে আগুণ দেব! শৈলর পাছে কোন বিষয়ে কষ্ট হয় ভেবে, শয়নে ভোজনে সুখ পেতাম না—শৈল কিসে সুখী হবে ভেবে, রাত্রে ঘুমতাম না—আজ সেই চাঁদ মুখে আমি আগুণ দেব! (ভূমিতে শয়ন ও রোদন)

সতীশ। (সরোদনে ও বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে) কই?—আমার প্রাণের অধিক শৈল কৈ? মা শৈল, মা—মা—কৈ? আর কি মাকে দেখতে পাব না? আর কি মা আমার হেসে হেসে কোন জিনিস চাবে না? শৈল—আমার জীবন সর্ব্বস্ব শৈল কৈ? ভোলানাথ, একটীবার আমার মাকে—আমার প্রাণের অধিক ধনকে—এনে দেখাও—উঃ! রামধন কেন বল্লে না "পীড়া শক্ত"—আমি ভাল ডাক্তার এনে দেখাতাম।

রত্নে। রামধনের দোষ কি? আজ কাল এম্নি চোরা বিকার হচ্চে যে, ভাল ভাল ডাক্তার্‌রা রোগী দেখে, রোগ ঠিক করতে পাচ্চে না। এ নিঃসন্দেহ চোরা বিকার হইছিল, তাতে রামধনের দোষ কি?

সতীশ। রতন, শৈল আমার মরে নি, তাঁর চোক দুটী দিয়ে দর দর ক'রে জল পড়ছিল; তুমি তাড়াতাড়ি কেন বার কল্লে? আমার মত না নিয়ে ঘর থেকে বার করা কোনমতেই তোমার উচিত হয় নি।

ভোলা। দাদা, মরণকালে সকলকেই মরণ কান্না কাঁদতে হয়। আপনি

সে জন্যে এত শোক করচেন কেন? আপনি বিজ্ঞ হয়ে যদি শোক করেন, তা হলে হাত নেই। এখন আপনার অধিক বয়েস হয় নি, ইচ্ছা করি, আবার বে করুন। *ঈশ্বর ইচ্ছায় সন্তান সন্ততি হলে পুনরায় সুখী হতে পারবেন।

রত্নে। (স্বগত) এঁট পাত কখন স্বর্গে যায় না, আমি ভেবেছিলাম, শরতা ছোঁড়ার সুখ হবে, কিন্তু দুঃখী কপালে ঘটবে কেন?

সতীশ। তুমি পাগল!—আবার বে!—বৃদ্ধবয়েসে আবার বে কি এই রকম সুখ ভোগের নিমিত্তে? ভোলানাথ, মেয়েটী যখন রামনগরে থাকত, কি করচে,কেমন আছে,ভেবে ভেবে রাত্রে নিদ্রা হত না—খেয়ে তৃপ্তি হত না। এখন সেই সব বালাই হতে নিরাপদ হয়ে, আবার সেই আপদ ডেকে আনবার জন্যই কি বে করব?

ভোলা। এত বিষয় আছে কি হবে?

সতীশ। শরতকে দেব।

শরত। (সরোদনে) আমি বিষয় নিয়ে কি করব? যার জন্যে বিষয় সেই যদি চলে গেল, তবে বিষয়ে আমার প্রয়োজন কি?

সতীশ। আমি কি করব বাবা, আমার দোষ কি? আমি ত তোমাকেই সব দেব ভেবেছিলাম—তোমার কপালে ঘটল না।

রত্নে। (স্বগত) হায়! হায়! এঁট পাত স্বর্গে যায় না।

শরত। (ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠিয়া) শৈল! প্রাণাধিকে! তুমি কোথায়—তোমার কাছে যাই, আমাকে ডেকে নাও?

[ দ্রুতবেগে শরতের প্রস্থান।

ভোলা। রত্নেশ্বর, দেখ কোথায় গেল। ছেলে মানুষ ও এত কাতর হচ্চে কেন?

রত্নে। যাই।

[ রত্নেশ্বরের প্রস্থান।

ভোলা। ব্রজবালা, মা বাড়ী যাও। (চক্ষু দ্বারা ইঙ্গিত) স্নানটা করে ঘরে ঢুকো।

ব্রজ। যাই। (উত্থান)

[ব্রজবালার প্রস্থান।

ভোলা। দাদা, উপরে চলুন, এখানে পড়ে থেকে ত কোন উপায় হবে না। (বলপূর্ব্বক সতীশ বাবুর হস্ত ধরিয়া উত্তোলন)

[সতীশ বাবুর হস্ত ধারণপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে ভোলানাথ তৎপশ্চাৎ সতীশ বাবুর প্রস্থান।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

---

রামনগর—রত্নেশ্বরের বাটীর একটি প্রকোষ্ঠ।

(পূর্ণ নিদ্রিত অবস্থায় শয্যায় শয়ান।)

(পার্শ্বে জগদম্বা ও মোহিনী আসীনা।)

জগ। বটে! আদর করে এনেছিলাম বলে, সে বৌকে নেবে না। পোড়ার মুখর অহঙ্কার ত কম নয়।

মোহি। দেখ মা, আবার হয় ত বে করবে।

জগ। মেয়ে দেবে কে?

মোহি। বিষয় হয়েছে, ওর কি আবার মেয়ের ভাবনা আছে—কত লোকে সেধে সেধে মেয়ে দিয়ে যাবে।

জগ। না লো, কেউ দেবে না ও তেলিনীর হাতে খায়, তাই জাত গেছে বলে কেউ মেয়ে দেবে না।

মোহি। মা, ও অত টাকা পেলে কোথায়? বোধ হয় নোট জাল কচ্চে।

জগ। না বাছা, তেলিনীর বাপের অনেক টাকা পোঁতা ছিল, সেই গুল পেয়েছে।

মোহি। সে মিন্সের ত অনেক টাকা ছিল—এত টাকা ছিল যে, শামা এত বাবুগিরিতেও উড়ুতে পাচ্চে না।

জগ। শিগ্‌গিরই উড়োবে, পাপের টাকা কদিন থাকে বাছা?

মোহি। মা শুনেছ?

জগ। কি?

মোহি। বংশে কুমোরকে চার পাঁচ শ টাকা নিয়ে ওখান থেকে উঠে যেতে বল্‌চে।

জগ। মোহিনী!

মোহি। মা।

জগ। তুই এক কাজ করিস্—কাল তুই বংশীর কাছে গিয়ে বলিস্ "বংশী, ওখান থেকে উঠে যেও না। শামা যদি টাকা দিতে চায় বলো 'শাম্ বাবু তুমি ওখান থেকে উঠে যাও, আমি তোমাকে ঐ টাকা দেব।" আর এ কথাও বলিস, সে যেন উঠে যায় না, তাকে শামা যে টাকা দিতে চেয়েছে, সেই টাকা আমি দেব।

মোহি। মা, সত্যি সত্যি কি দেবে?

জগ। হ্যাঁ; আর আটখান চাক্ পাত্‌তে বলিস, সে খরচও আমি দেব।

মোহি। মা, অত চাক্ পাতবে কেন?

জগ। তা হলে হাঁড়ি পেটানর শব্দে ডেগ্‌রার ঘুম হবে না

মোহি। দেখ, মা, ডোমেদেরও টাকা নিয়ে উটে যেতে বলেচে।

জগ। তুই তাদেরও বারণ করিস, আর দাম দেব, এক শ শুয়রের বাচ্চা কিনে আন্তে বলিস।

মোহি। বাচ্ছা কেন?—শস্তা হবে বলে?

জগ। না ক্ষেপী তা নয়—তবে কি জানিস, বাচ্ছাগুল অ-বুজ কিনা, তাড়া দিলেও ভয় পাবে না, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘরে উঠবে।

মোহি। মা, দাদা বাবুর যায়গা, তিনি নিজে উঠে যেতে বলেছেন, ওরা আমাদের কথা শুনবে কেন?

জগ। বড় ছোঁড়া এম্নি বোকাই বটে। ভাল, তিনি যেমন ওদের জমীদার, তেম্নি আমার পূর্ণও ত এক জন। তবে তার হুকুমই বাজায় থাকবে, পূর্ণ কি কেউ নয়?

মোহি। মা ঠিক বলেছ; সে যাহোক, ও বাড়ীর শরতার বৌটো মরে যাওয়ায় আমার বড় দুঃখ হয়েছে। বৌটো যেমন সুন্দরী তেম্নি ভাল মানুষ ছিল। তার কথা শুন্‌লে অবাক হয়ে থাকতে হয়।

জগ। আহা! মরেছে না বেঁচেছে। ওতে কি দুঃখ করতে আছে বাছা? দেখ মোহিনী, কাঙ্গালের হাতে পড়ে, চিরকাল না খেতে পেয়ে মরার চেয়ে এ বরং তার ভাল হল। আমার দুঃখু হচ্চে, চাকররা বৌটোকে গঙ্গায় দিয়ে এই কত ক্ষণ এসে ভাত খেতে পেলে না, না খেয়ে অম্নি শুয়ে রৈল। কি করি মা, আমি কখন রাঁধি নি, আজ বামনীর অসুখ হয়েছে বলে, যদি রাঁধতে যাই—অমর্যদা হবে, লোক কত নিন্দে করবে।

( নেপথ্যে চীৎকার শব্দ )

মোহি। মা, ও শব্দ কিসের?

জগ। থাম্ বাছা, ভাল করে শুনি (কাণ পাতিয়া শ্রবণ)

( নেপথ্যে দ্বিতীয় বার শব্দ )

ও মোহিনী! ও মোহিনী! বেস হয়েছে—শেমোর বাড়ী ডাকাত পড়েছে।

( নেপথ্যে, বাবা, তোমরা আমাদের মের না—আমরা কিছুই জানিনে। )

মোহি। (কাঁপিতে কাঁপিতে) মা, আমাদের বাড়ীতে পড়েছে বোধ হচ্ছে, নইলে আমাদের চাকরের গলার আওয়াজ পাচ্ছি কেন ?

জগ। ছিঃ বাছা, ও কথা কি বলতে আছে? ওরা আমাদের বাড়ীতে পড়বে কেন ? নিঃসন্দ শেমোর বাড়ীতে পড়েছে। আমাদের কি আছে, তা নিতে আসবে ?

মোহি। না মা, আমাদের বাড়ীতেই পড়েছে। বোধ হয়, লাটের টাকা-গুল ঘরে আছে, তাই কেমন করে সন্ধান পেয়েছে।

( নেপথ্যে চীৎকার শব্দ। )

জগ। চুপ, চুপ, টাকার কথা বলিস নে, শুন্তে পেলে শেমোর বাড়ীতে না গিয়ে, ডাকাতরে আমাদের বাড়ীতে আসবে। চাকররা বোধহয় ঘাটির মুখে পড়েছে, তাই ধমক খাচ্চে।

(নেপথ্যে ভাং ভাং, এই সামান্য দোরটা ভাংতে পাল্লিনে ?)

( সজোরে আঘাত করিতে করিতে ভাং ভাং ? )

মোহি। মা, তুমি যা বল, আমার বড় ভাল বোধ হচ্চে না। চল, এই বেলা ছোট বাবুকে তুলে খিড়কি দিয়ে পালাই।

জগ। (সরোদনে) উনি গোল্লায় যান। ঘাটে পড়া, বাড়ীর কাছে বাড়ী করে, এই আপদ ডেকে আনলে। বড় ছোঁড়াকে তখন কত মানা কল্লাম, কিছুতেই শুনলে না। পাচ দোরের কাছে যায়গা দিলে, তাইতে ত এ সর্ব্বনাশ ঘটল। মোহিনী, নিঃসন্দ ডাকাতদের বাড়ী ভুল হয়েছে। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে ! এ বাড়ী নয়, পাচ দোরের কাছে ঐ বাড়ী। এ বাড়ী——

পূর্ণ। (ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক) কি হয়েছে মা, এত চেঁচাচ্চিস কেন ?

জগ। (মুখ খিচিয়ে) কি হয়েছে মা? তুই ছোড়া এমন ঘুমও পেয়েছিলি যে, ঘরে বাজ পল্লেও ঘুম ভাঙ্গে না—এ ত ডাকাত পড়েছে।

পূর্ণ। আমাকে বোকছ, আমি কি করব ?

জগ! (মুখ খিচিয়ে) আমি কি করব, আমার মাথা কর—ওরে পোড়া কপালে খুব চেঁচা, তা হলে পুরুষের গলার আওয়াজ শুনে ডাকাতরা ভয়ে পালিয়ে যাবে।

পূর্ণ। (কাঁপিতে কাঁপিতে) মা, চেচাব কি ভয়ে আমার গলা দিয়ে কথা আসছে না—এই বেলা পালাই চল।

যোহি। সেই ভাল।

জগ। তবে চল।

(তিন জনের দ্রুতপদে দ্বারের নিকট গমন।)

জগ। ও মোহিনী! আর পালাবার যো নেই, এ দিকে ঘাটি বসেছে।

পূর্ণ। (সরোদনে) মা তবে কি হবে ?

জগ। (উচ্চৈঃস্বরে) এ বাড়ী নয়—পাশের বাড়ী। এ বাড়ী——

(নেপথ্যে চুপ কর্ হারাম্‌জাদি)

পূর্ণ। ও মা! কি হবে!—

(এক হস্তে মশাল, অপর হস্তে তলোয়ার লইয়া চারি জন ডাকাইতের প্রবেশ।)

প্রথম ডা<br>দ্বিতীয় ডা<br>তৃতীয় ডা } (জগদম্বা, মোহিনী ও পূর্ণর নিকট গমনপূর্ব্বক তলোয়ার উত্তোলন করিয়া নানাপ্রকার ভয় দর্শান্)

মোহি। আমার কিছু নেই বাবা! আমি এ বাড়ীর চাকরাণী, আমাকে

ছেড়ে দেও। (স্বগত) রোজ রোজ নিজের ঘরে শুই, আজ মরতে এখানে এলাম কেন?

( নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ। )

প্র, ডা। (মোহিনীর পৃষ্ঠে তিন কিল প্রহারপূর্ব্বক) বল্ শালী, তোর মাদুলিগুল কোথা আছে।

মোহি। ও বাবা! ও বাবা! সে গুল ঘরে আছে।

জগ। (স্বগত) মোহিনীর ওপরেই ডাকাতদের বেশী রাগ দেখছি, বোধ হয়, ওর মাদুলি কটা পেলে আমাদের ছেড়ে দেবে। (প্রকাশ্যে) বাবা সব! সে কটা (হস্ত দ্বারা দর্শায়ন) ঐ ঘরের বালিশের তলায় আছে।

[ চতুর্থ ডাকাইতের প্রস্থান।

প্র, ডা। তুই শালী মিছে কথা বল্লি কেন? এই ত এখানে তোর মাদুলি রয়েছে। মিছে কথা কওয়ার দরুণ তোর মুখ পুড়িয়ে দিই। (মুখের কাছে মশাল দর্শায়ন)

মোহি। বাবা তোমার পায়ে পড়ি, তোমার গু খাই, মুখ পুড়িয়ে দিও না। (রোদন)

প্র, ডা। (হাস্যপূর্ব্বক মশাল নামান)

দ্বি, ডা। (জগদম্বার প্রতি) গিন্নি, বলি টাকাগুল কোন ঘরে আছে?

জগ। বাবা! টাকাগুল সব রতন্ সঙ্গে করে শ্যামনগরে নিয়ে গেছে।

দ্বি, ডা। শালী তুমি মিথ্যে কথা কচ্চ? তোমার মুখ পুড়িয়ে দিই। (মুখের নিকট মশাল ধারণ)

( নেপথ্যে চীৎকার শব্দ )

জগ। (স্বগত) প্রাণ গেলেও বলব না, তা হলে এক মুট ভাতের জন্যে দোর দোর বেড়াতে হবে। (প্রকাশ্যে) দে, তোদের যা ইচ্ছে, তা কর। এখানে নেই, তা আছে, বলব কেমন করে?

( নেপথ্যে সব নিয়ে চল, সব নিয়ে চল, )
(কিছু রাখা হবে না। )

দ্বি, ডা। তোর মুখ পোড়াব না, তোকে এক বারেই নিকেশ করি—চোক বোজ ?

জগ। চোক আর বুজে কি হবে ? আমাকে কেটে তোদের ভাল হয় কাট।

দ্বি, ডা। ( স্বগত ) মাগী আচ্ছা ঘাগী বটে, কিছুতেই বলে না। ( চিন্তা )

( চতুর্থ ডাকাইতের পুনঃপ্রবেশ। )

তৃ, ডা। ( পূর্ণর প্রতি তাকাইয়া হাস্যপূর্ব্বক স্বগত ) এ বেটা মাকে কাটবে ভেবে নবমী পূজর পাঁটার মত কাঁপচে, একেই ভয় দেখাই। ( প্রকাশ্যে দ্বিতীয় ডাকাইতের প্রতি ) ওরে বোকা, মাগীকে কেটে কি হবে ? এই বেটা যদি না বলে, একেই কাটি আয়।

( নেপথ্যে দ্বার ভাঙ্গার শব্দ। )

পূর্ণ। ( সরোদনে কাঁপিতে কাঁপিতে ) বাবা, আমাকে কেট না ( হস্ত দ্বারা দর্শায়ন ) ঐ ঘরে আইরণ চেষ্টের মধ্যে আছে, নেও গে।

তৃ, ডা। চাবি কোথায় ?

পূর্ণ। ঐ ঘরে একটা ভাঙ্গা বাক্সতে কাগজ চাপা আছে।

[ চতুর্থ ডাকাইতের দ্বিতীয় বার প্রস্থান।

তৃ, ডা। ( জগদম্বার প্রতি ) তুই বেটী বড় দুষ্টু, তাই এত দেরি হল। তোকে কাটতে ইচ্ছে যায়। ( পৃষ্ঠে চারি কিল আঘাত )

( চতুর্থ ডাকাইতের পুনঃপ্রবেশ। )

চ, ডা। ( ব্যগ্রতার সহিত ) ওরে মাছি পড়েছে, জাল গুটো—

প্র, ডা। টাকা পেইছিস্ ?

চ, ডা। পেইছি।

দ্বি, ডা। জিনিস পত্র সব নে'য়া হয়েছে ?

চ, ডা। হয়েছে।

প্র, ডা। তবে দেরি করে কাজ নেই, চল।

[ চারি জন ডাকাইতের প্রস্থান।

জগ। ( সরোদনে ) মোহিনী, সব নিয়ে গেল, কাল কি খাব? ডেক্‌রা বাড়ীর কাছে বাড়ী করে, এই সর্ব্বনাশটা কল্লে।

পূর্ণ। মা, আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে, জল দেও, নইলে মারা পড়ি !

জগ। তোর তেষ্টা পেয়েছে, আমার কি পায় নি ? তা খাব কিশে করে— ঘটী বাটী কি রেখে গিয়েছে ? ( চিন্তা ) চল্, ভাঁড়ে জল খাই গে।

মোহি। হায়! হায়! সাড়ে বার গণ্ডা টাকার মাদুলি গেলরে—সাড়ে সাড়ে বার গণ্ডা টাকার মাদুলি গেল। মা তুমি বলে দিয়ে ভাল কর নি।

জগ। কি করি বাছা ? ভয়ে প্রাণ যায়।

মোহি। ভয়ে যত প্রাণ যাচ্ছিল, তা নিজের টাকা না বলাতেই টের পেইছি। এত দিনে মানুষ চিন্‌লাম।

জগ। রাগ করিস নে মা, জল্ খাইগে চল্।

মোহি। ( সরোদনে ) চল।

[ জগদম্বা, পূর্ণ এবং মোহিনীর প্রস্থান।

# সপ্তম অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

শ্যামনগর—সতীশ বাবুর বৈঠকখানা।

(উমেশ ময়রা আসীন।)

উমেশ। (স্বগত) এত দিনের পর আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। যে জন্য রত্নেশ্বরের সুপারিশে, রামধনের কম্পাউণ্ডার হয়েছিলাম, যে জন্য রামনগর হতে শ্যামনগরে ডিস্‌পেন্‌সরি এনেছিলাম, তার ফল ফলেছে।—কি মজার ব্যবসা!—মলে কাকেও জবাব দিতে হয় না! এবং কেন মলো তাও কেউ জিজ্ঞাসে না! সতীশ বাবু কর্ত্তৃক বাবা অপমানিত হওয়া পর্য্যন্ত আমি যে দুঃখাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিলাম, আজ সেই দুঃখ দূর হওয়াতে আমার "দুঃখনিশি অবসান" হল। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক) আহা! এমন বাড়ী—এত বিষয়, কে ভোগ করবে? শালার সবে মাত্র একটী মেয়ে ছিল, কিন্তু নিজের অহঙ্কারে তাও হারালে। (ক্ষণকাল চিন্তাপূর্ব্বক) যাক্‌, পরের ভাবনা ভেবে কি হবে? এখন যে কাযে এসেছি, তাই করি। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক) কই, কাকেও দেখতে পাইনে যে, ওষুধের দাম ক টাকা চেয়ে পাঠাই। কেনা ওষুধ দাম বাকী রাখলেই বা চলবে কেন? যদি কবিরাজ হতাম, তবে কিছু দিলে না দিলে, ক্ষতি ছিল না। আমরা হচ্চি ডাক্তর, আজ যদি ওষুধের দাম না চাইতে আসি, তা হলে ডাক্তর নামের বদ্‌নাম হবে। লোকে বলবে "শালারা খাঁটি জল দেয়, তাই দাম নিতে এল না। কেনা ওষুধ হলে, বাবা বলে দাম

চাইতে আস্‌ত।” আমি দেখেছি, ভাল ভাল ডাক্তর্‌রা যে রোগী মরে, অম্নি ওষুধের দাম চেয়ে পাঠায়; আমার এক দিন লেট হওয়াতে বোধ হয়, ডাক্তর নামের বদনাম হয়েছে। হয় ত এই অপমানজন্য ডাক্তর মহাশয়েরা আমাকে একঘরে করবেন। এখন কাকে দিয়ে দাম ক টাকা চেয়ে পাঠাই? (চিন্তা)

( ক্ষিপ্তের ন্যায় শরতের প্রবেশ। )

বেশ হয়েছে শর্‌তাকে দিয়ে চেয়ে পাঠাই। (প্রকাশ্যে) শরত বাবু, আপনার শ্বশুরের কাছ থেকে ওষুধের দাম ক টাকা এনে দেন দেখি।

শরত। (ক্ষিপ্তের ন্যায় সরোদনে) শৈল এখানে আসেনি?—কেন আসে নি?—তবে কোথায় গেল?—আমি কত খুজলাম, কোথাও ত দেখতে পেলাম না।—আর কি দেখতে পাব না! (পতন ও মূর্চ্ছা)

উমেশ। (হাস্যপূর্ব্বক স্বগত) বেশ হয়েছে। শ্বশুরের বিষয় পাবেন ভেবে, অহঙ্কারে পথ দেখ্‌তে পেতেন না, মানুষকে মানুষ জ্ঞান করতেন না, এখন টের পান!

নেপথ্যে। আবার কোথায় যাবেন?

নেপথ্যে। আর আমি এখানে থাকতে পারিনে, বৈঠকখানায় নিয়ে চল্‌।

নেপথ্যে। তবে চলুন।

( সতীশ বাবুর হস্ত ধারণপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে ভৃত্য তৎপশ্চাৎ সতীশ বাবুর প্রবেশ। )

সতীশ। ( শরতের প্রতি দৃষ্টিপূর্ব্বক ) কেও?

উমেশ। আজ্ঞে, আমি উমেশ। ওষুধের দাম ক টাকা নিতে এসেছি।

সতীশ। শরত! অকারণ খেদ ক’রে কি হবে? একবার গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না। নচেৎ তোমা অপেক্ষা আমার ভয়ানক অবস্থা—যা-

হোক্, তুমি বেঁচে থাক, সব হবে। কিন্তু আমি এ জন্মের মত একেবারে গেলাম। যদি জান্‌তাম খেদ করে, কি নিজের প্রাণ দিয়ে প্রাণের অধিক শৈল পাব, তাতেও প্রস্তুত হতাম। কিছুতেই ফিরে পাব না জেনে, নিশ্চিন্ত হইছি। অতএব তুমিও নিশ্চিন্ত হও। নিজের মনকে প্রবোধ দাও।

শরত। কি বল্লেন, আর শৈল পাব না? আর সে আস্‌বে না? কেমন করে থাকব? আমি যাই,—শৈলের কাছে যাই।

[ দ্রুতবেগে শরতের প্রস্থান।

উমেশ। ওষুধের দাম ক টাকা চুকিয়ে দেন।

ভৃত্য। (উমেশের প্রতি) তুই স্মুন্দি কেরে? এম্নি থাপ্‌পোর মার্‌ব যে, তোর ট্যাকা ট্যাকা বার হয়ে যাবে। স্মুন্দি কোন ছোট লোকের ছেলে, তাই ট্যাকা চাবার আর দিন পালে না, অসময়ে নিতি আসেছে। ফের যদি তুই ট্যাকা চাস্, একটি কিলে দাঁত ছ পাটী ভাঙ্গি দিব, তখন ট্যারটা পাবি। তুই বাড়ী গিয়ে বলগে "বোনাইরে ট্যাকা দেলে না।" (উমেশের প্রতি কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া) ও স্মুন্দি, প্যাট প্যাট করি, তাহাচ্চিস্ ক্যান, এই বেলা পেলিয়ে যা? নইলি এম্নি জুতান জুতাব, যে মুখ দিয়ে আদ পোয়া রক্ত বার হতি থাক্‌বে।

উমেশ! চোপরাও শালা! তোর নামে লাইভেল আন্‌ব।

সতীশ। লাগে জুতি শালাকে।

ভৃত্য। বাবু, মোর নামে কি আন্‌বে?—লালিবল? আপনি মোকে শিগ্‌গির জুত যোড়াটা খুলি দিতি পারেন?

উমেশ। (দ্রুতবেগে যাইতে যাইতে) নালিশ করব, আর বাবা বলে টাকা দিয়ে আসতে হবে। আমাদের টাকা বাকি রাখবার যো নেই। আমরা মনে কর্‌লে জল দিয়েও টাকা আদায় কর্‌তে পারি। এবার চাকর বেটার নামে কোন্ শালা না লাইভেল আনে। এক হাত

না দেখালে ছোট লোক বেটারা জব্দ হবে না। আজ কাল ছোট লোকের বড় আস্পদ্দা হয়েছে।

[ দ্রুতবেগে উমেশ ময়রার প্রস্থান।

সতীশ। আমাকে নিয়ে চল্।

ভৃত্য। আবার কোথায় যাবেন?

সতীশ। বাগানে।

( শশব্যস্তে ভোলানাথের প্রবেশ। )

ভোলা। দাদা! দাদা! আমাদের কেমন সর্ব্বনাশের পালা পড়েছে। এ দিকে আপনার দশা এই, ও দিকে রত্নেশ্বরের বাড়ী ডাকাত পড়ে সর্ব্বস্ব নিয়ে গিয়েছে। বেয়ান বল্লেন "এটা কেবল শ্যামাচরণের দোষে ঘটেছে, কারণ ডাকাতরে তার বাড়ীতে পড়বে বলে এসেছিল, কিন্তু অন্ধকারে ঠিক করতে না পেরে আমাদের বাড়ীতে পড়ে।" দাদা! আপ্নি বলেন "কালের দোষ" তা ঠিক কথা। নচেৎ রত্নেশ্বর এত ভাল লোক, তাঁর সর্ব্বনাশ হবে কেন? রত্নেশ্বরের অসীম গুণ, তাঁর গুণের কথা শুনলে অবাক হবেন। কাল রাত্রে এখান থেকে গিয়েই, আপনার বের জন্যে ষোল, সতের বৎসরের একটী পরমা সুন্দরী মেয়ে ঠিক করেছেন। মেয়েটীর বাপ মা আছে। আপনাকে নিয়ে খুব আমোদ আহ্লাদ করবে। আপনি একটু সাজ গোজ করে বসে থাকুন, কারণ আপনার ভাবী শ্বশুর এবং সম্বন্ধী এথনি আপনাকে দেখতে আসবে।

সতীশ। ভোলানাথ, তুমি কি আমাকে নিয়ে রঙ্গ কর্‌চ?

ভোলা। কেন?

সতীশ। কেন?—দেথ আমি প্রাচীন, আজ বাদে কাল মর্‌ব, আমাকে কি ও কথা বলা উচিত?

ভোলা। বয়স ত আপনার অধিক হয় নি।

সতীশ। না, হদ্দ যদি হয় ৭৫।৭৬——

ভোলা। মেয়ের বাপ এবং ভাই বল্লে "আমরা সতীশ বাবুকে উত্তমরূপে চিনি, তাঁর বয়েস অধিক হয় নি, আর পাত্রটীও অতি সৎপাত্র বটে, এ জন্য আমরা তাঁকেই কন্যা দিতে ইচ্ছা করি।"

সতীশ। (ঈষৎ হাস্য)

ভোলা। হাসলেন যে?

সতীশ। কারণ আছে।

ভোলা। কি কারণ?

সতীশ। মেয়ের পিতা এবং ভ্রাতার ইচ্ছে আমার সঙ্গে বে দেবে, তার পর আজ বাদে কাল আমার মৃত্যু হলে, এই সব বিষয় পাবে। সম্বন্ধী এসে বোনাইয়ের বিষয়ে বাবুগিরি করবে। অল্পবয়স্কা ভগ্নী ও দিকে একাদশীর জ্বালায় মরে মরুক, তাতে ক্ষতি কি? ভাই! আজ কাল ঐ দরের লোক অনেক দেখতে পাওয়া যায়। তারা, কোথায় প্রাচীন এবং বিষয়ী অথচ কেউ নাই, এম্নি পাত্র আছে, খুজে বেড়ায়। যদি সন্ধান পায়, বিবাহের অগ্রে একটা ফর্দ্দ দেয়, তাতে লেখা থাকে মেয়ের নামে হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ করে দিতে হবে আর এক গা সোণা দিতে হবে। কোম্পানীর কাগজ আগে চাই— কেন তা জান?

ভোলা। আজ্ঞে না।

সতীশ। একাদশীর জল খাবার বাবৎ।

ভোলা। এরা টাকা নেবে না, দানে দেবে।

সতীশ। অন্যত্র পাত্র সন্ধান করুক গে। আমার এখানে আস্‌তে তাদের নিষেধ করে দিও। ভোলানাথ, সংসারের সকল সুখই আমার দেখা হয়েছে। দুঃখের কথা বলব কি, একটা মেয়ের জন্যে দু দিন কোন স্থানে গিয়ে থাকৃতে পারতাম না। বিদেশ হ'তে বাটী আসবার

সময় আগে শৈলকে দেখে, তবে এখানে আসতাম। রাত্রে শৈলের গা গরম দেখলে, উলঙ্গ হয়ে ডাক্তার ডাকতে যেতাম। কারও ছেলে কি মেয়ে জলে ডুবেছে শুনলে, শৈল ভেবে আপসে গিয়ে পড়তাম। সদা সর্ব্বদা শৈলকে সাপে খাবে, হয় ত সে আগুণে পুড়বে, কেমন করে আমার শৈল বেঁচে থাকবে, ভেবে ভেবে পেটে ভাত যেত না—রাত্রে ঘুম হত না। আজ আমার কোন ভাবনা নাই, আজ আমি বড় সুখী—বিয়ে করে আর কি এ সুখ নষ্ট করি?

ভোলা। তবে আর বে কর্‌বে না?

সতীশ। না। (উত্থানপূর্ব্বক ভৃত্যের প্রতি) বাগানে নিয়ে চল।

ভৃত্য। চলুন।

[সতীশ বাবুর হস্তধারণপূর্ব্বক ভৃত্য ও সতীশ এবং তৎপশ্চাৎ ভোলানাথের প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গোপালনগরের বন।

(তিন জন সন্ন্যাসী আসীন।)

প্র, স। প্রভু, কাল আপনার কথামত গঙ্গাতীরে এসে, কত সন্ধান করেছিলাম, কিন্তু দেখতে পাই নি। আপনি চলে এসেছিলেন কেন?

দ্বি, স। বাপু, কালকে গঙ্গাতীরে একটী জিনিস পাই, সেই জন্যেই আগে চলে আসি।

প্র, স। কি জিনিষ দেখতে পাই নে?—সঙ্গে থাকে ত দেখা'ন।

দ্বি, স। সঙ্গে নাই, কুটীরে আছে, তোমরা দেখতে পাবে। জিনিসটী অমূল্য, যাঁর হারিয়েছে, না জানি, কত কাঁদছেন। কার জিনিস যদি জান্তে পারতাম, কালই দিয়ে আসতাম। তোমরা কাল রামনগর এবং শ্যামনগরের ঘরে ঘরে সন্ধান করে, যাঁর খোয়া গিয়েছে, তাঁকে দিয়ে এস; দিলে বিলক্ষণ পুরস্কার পাবে।

প্র, স। যে আজ্ঞে প্রভু; ঐ টাকা গুল কি করা যাবে?

দ্বি, স। সতীশ বাবুকে দিয়ে বলো "শরতের নামে বিষয় খরিদ করতে।" আজ রাত্রেই দিয়ে আসতে চাও, কারণ কালকে লাটের দিন, যার তালুক লাটে বিক্রী হবে, সতীশ বাবু শরতের জন্য কিনবেন। ভাল, যে বাড়ীতে পড়েছিলে, সে বাড়ীতে খুন করনি ত?

তৃ, স। আজ্ঞে না।

দ্বি, স। বাড়ীর বাবুটী কোথায়?

তৃ, স। আজ্ঞে, দেখি নি।

( ক্ষিপ্তের ন্যায় শরতের প্রবেশ। )

শরত। (দ্বিতীয় সন্ন্যাসীর পদধারণপূর্ব্বক সরোদনে) ঠাকুর, কেন সে দিন এ হতভাগ্যের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন! যদি সে দিন জীবন নষ্ট হত, তা হলে এ যন্ত্রণা আর আমাকে সহ্য করতে হত না। এক্ষণে পুনরায় আমার প্রাণনাশের আজ্ঞে দেন; নচেৎ এ কষ্ট সহ্য হয় না।

দ্বি, স। কি হয়েছে?

শরত। প্রভু! আমি আমার জীবনাধিক ধনকে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি, তাঁর কাছে যাব—আজ্ঞে দেন।

দ্বি, স। (স্বগত) হায়! হতভাগ্যের পুত্রের কেন সুখ হবে? দুঃখীকপালে কখন কি সুখ হয়? ( চিন্তা ) ভাল কালকে যে দ্রব্য পেইছি, তা একে দেখাই। যদি তা পেয়ে ক্ষান্ত হয়, তবেই মঙ্গল, নচেৎ উপায় নাই।

(প্রকাশ্যে প্রথম সন্ন্যাসীর প্রতি) দেখ, কুটীরে যে দ্রব্য আছে, শীঘ্র করে এখানে আন।

[ প্রথম সন্ন্যাসীর প্রস্থান।

শরত। দিলেন না——আজ্ঞা দেন, আমি শৈলের কাছে যাব—আর থাকতে পারি নে।

দ্বি, স। ছিঃ বাবা! ও কি! শোকে কি এত অধীর হতে আছে! দেখ, তুমি বালক; তোমাকে এর পর পৃথিবীর অনেক সুখ দুঃখ ভোগ করতে হবে; অতএব এ বয়সে যদি এত কাতর হও, তবে তখন কি উপায় করবে? বিশেষ যখন দেখতে পাচ্চ, এ পৃথিবীতে থাকতে হলেই অনেক প্রকার কষ্ট পেতে হয় এবং তোমার ন্যায় অবস্থা অনেকেরই ঘটে, তখন অপরের দেখে তোমার ধৈর্য্য অবলম্বন করা উচিত।

শরত। পিতঃ! আমি তা পাচ্চি নে। কত চেষ্টা কচ্চি, তবু সে মুখ—সেই চাঁদ মুখ, ভুলতে পারচি নে। লোকে কেমন করে ভুলে যায়, জানি নে; এই জন্যই বোধ হয়, আমার কষ্ট আরো বৃদ্ধি হচ্চে। এখন আমাকে পৃথিবীর সুখদুঃখ হতে নিষ্কৃতি দে'ন—ত্বরায় প্রাণনাশের আজ্ঞা দে'ন। আপনি কেন সে দিন আমার প্রাণ রক্ষে করেছিলেন?—সে দিন যদি প্রাণ রক্ষা না করতেন, তবে আমার প্রাণের প্রাণ—গৃহের লক্ষ্মী—ছেড়ে গেল, দেখতে হত না। ঠাকুর! আমি ত এ বয়সে কারু মন্দ করি নি, কারু মনঃ কষ্ট দিই নি, তবে আমার ভাগ্যে কেন এমন ঘটল? কেন শৈল আমাকে ফাঁকি দিয়ে পলাল?

দ্বি, স। ছিঃ! চুপ কর, সামান্য স্ত্রীর জন্যে কি এত খেদ করতে আছে।

শরত। কি বল্লেন?—"সামান্য?" প্রভু, এত গুণের স্ত্রী কারও ভাগ্যে ঘটে না, আমার পুণ্যবলে ঘটে ছিল, কিন্তু বিধাতা বাদ সাধ্‌লে।

( প্রথম সন্ন্যাসীর সহিত মুখাবৃত শৈলবালার প্রবেশ।)

দ্বি, স। মা, বস—কাহিল আছ ?

শৈল। ( উপবেশন )

দ্বি, স। মা, মুখের কাপড়টা খুলে ফেল ত, এখানে তোমার লজ্জা কি ?

শৈল। ( মুখের বস্ত্র-উন্মোচন )

শরত। ( সন্ন্যাসীর পদত্যাগপূর্ব্বক সহর্ষে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক শৈলবালার নিকট গমন করিয়া, শৈলবালার গলাধারণপূর্ব্বক ) এই আমার—আমার শৈল—জীবনসর্ব্বস্ব শৈল ! (শৈলের প্রতি শৈল ! তুমি এত নিষ্ঠুর, জানতাম না। ছিঃ ! আমি এত কেঁদে কেঁদে মরচি, তোমার কি একটুও দুঃখ হয় না। আমি কাল হতে তোমার জন্যে কেবল ছুটে ছুটে বেড়াচ্চি। দ্যাখ, দু দিনে আমার কি চেহারা হয়েছে ! আমি—

শৈল। ( সাশ্রুনয়নে ) নাথ, আমার দোষ নেই। তুমি সেই রাত্রে চলে গেলে, আমি সমস্ত রাত্রি কাঁদতে লাগলাম। তার পর বাবা পাল্কি পাঠিয়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে ভেবে ভেবে আমার জ্বর হয়, কিন্তু সে জ্বর মারাত্মক হয় না।

শরত। তার পর ?

শৈল। তার পর, রামধন ডাক্তর হাত দেখে গুঁড় রকম মোড়ক করা,একটা কি ওষুধ পাঠিয়ে দিলেন। সেই ওষুধটো খেয়েই আমার মাথা ঘুরতে লাগল, আর চকে অন্ধকার দেখতে লাগলাম ; শেষে সমস্ত শরীরটে অবশ হয়ে এল। তাই বাঁচব না ভেবে, বাবাকে কাছে বসতে বল্লাম, ও তাঁর কাছ থেকে জন্মের মত বিদায় নিলাম। এমন সময়, তুমি গিয়ে উপস্থিত হলে। তোমাকে দেখবার জন্যে কত চেষ্টা করলাম, পোড়া চকে অন্ধকার বই কিছুই দেখতে পেলাম না ; কত কথা কবার চেষ্টা কল্লাম, কথা মুখে এল কিন্তু বার হল না ; তাই দুঃখে কাঁদতে

লাগলাম। নচেৎ আমার বেশ জ্ঞান ছিল, তুমি আমার গলা ধরে কাঁদতে লাগলে, টের পেলাম। তোমার কান্না দেখে বুক ফেটে যেতে লাগল। এক বার ভাবলাম, হাত দিয়ে কাঁদতে বারণ করি ; কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও হাত তুলতে পাল্লাম না। এমন সময় ও বাড়ীর বড় ঠাকুর আমাকে বা'র কর্‌তে বল্লেন। তাঁর কথা শুনে বেঁচে আছি, বলবার জন্যে প্রাণপণে যত্ন করলাম, কিন্তু হাত দিয়ে, কি কথা কয়ে, বারণ কর্‌তে পারলাম না। তখন কেবল কাঁদতে লাগলাম, আর ভাবলাম—হায়! আমাকে জীয়ন্ত থাকতেই, হয় আগুণে না হয়, জলে দেবে।

শরত। উঃ! কি সর্ব্বনাশ—( চিন্তা করিয়া ) তার পর?

শৈল। তার পর, আমাকে এম্নি করে বেঁধে নিয়ে গঙ্গায় দিতে গেল যে, সমস্ত শরীরে বাজতে লাগ্‌ল—মনে মনে মর্ম্মান্তিক দুঃখ হতে লাগল। এখনও বাঁ হাতটা ফুলে আছে——দেখনা? ( হস্ত দর্শায়ন )

শরত। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) উঃ! কি পরিতাপ! তার পর বল—

শৈল। আমাকে গঙ্গাতীরে নামিয়ে যখন কাঠ টাট আন্‌তে যায়, সেই সময়ে জলের ঠাণ্ডা বাতাস লেগে একটু চেতনা হওয়ায়, তাকাতে লাগলাম। আমার তাকান দেখে, চাকরগুল "দানা পেয়েছে, দানা পেয়েছে" বলে, ছুটে এক দিকে পালিয়ে গেল। আমি মনে মনে ভাবছি, বাঁচলাম। এমন সময় দেখি, চাকর্‌রা মোটা মোটা বাঁশ হাতে করে, আমাকে ঠেঙ্গিয়ে মার্‌বার জন্যে দৌড়ে আস্‌ছে।

শরত। ( সাগ্রহে ) কি সর্ব্বনাশ!—মারেনি ত?

শৈল। শোন না—সেই সময় ইনি (দ্বিতীয় সন্ন্যাসীকে দেখাইয়া) কি জন্যে সেই খানে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তাই রক্ষা পেলাম;—উনি চাকরগুলোকে বিদেয় করে দিয়ে, কেবল আমার মুখে ও মাথায় জলের ছিটে দিতে লাগলেন। এম্নি করাতে কত ক্ষণ বাদে আমার

আরও একটু জ্ঞান হলো, আমি কে বার বার সুধাতে লাগলেন; কিন্তু তখনও পষ্ট করে বলতে পারলাম না বলে, এক খান নৌকা করে এখানে এনেছিলেন—কালকে দিয়ে আসতেন।

দ্বি, স। বাবা, কালই দিয়ে আসতাম; কিন্তু কার্ মেয়ে, বাড়ী কোথায় না জানায়, বিশেষ, মাকে সেই দুর্গম বনের কাছে একাকিনী রেখে, সন্ধান জান্‌তে যেতে সাহস না হওয়ায়, অগত্যা এখানে এনেছিলাম। যদ্যপি তোমার স্ত্রী পূর্ব্বে জানতাম, তা হলে সেই সময়েই দিয়ে আস্‌তাম।

শরত। (বিনীতভাবে) আমার প্রতি আপনার এরূপ অনুগ্রহই আছে বটে। আমার বিবেচনা হয়, আপনি কোন দেবতা, আমাকে বারম্বার দুঃখ হতে মোচন করিবার জন্যেই এইরূপ বেশ ধরেচেন। ঠাকুর, এখন স্বরূপ বলুন, আপনি কে।

দ্বি, স। আজ নয়। তবে এই মাত্র জে'ন, সময়বিশেষে আমার পরিচর পাবে। বৎস! আমি কোন উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত আছি, এ জন্য এক্ষণে পরিচয় দিলে, বিশেষ হানি হবার সম্ভব।

শরত। প্রভো! আমি আপনার হানি করবার আশা করিনে। তবে এই মাত্র বলতে পারি, যদি ঘরে বসে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তবে আমার সঙ্গে চলুন। আমার পিতা নাই—পিতার ন্যায় থাকবেন; নচেৎ লোকে সহায়হীন দেখে বড় কষ্ট দেয়।

দ্বি, স। বাপু, আমার উদ্দেশ্য ঘরে বসে সিদ্ধ হবে না। যদ্যপি ঘরে বসে সিদ্ধ হত, তা হলে তোমার সঙ্গে যেতাম। তবে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি, শীঘ্রই তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হবে।

শরত। ঠাকুর, আপনি ত এই বনেই থাকবেন?

দ্বি, স। কেন বল দেখি?

শরত। আজ্ঞে, পথটা চিনে গেলাম, আবার বিপদ উপস্থিত হলেই ছুটে আস্‌ব। এখন এক খান নৌকা করে আজ রাত্রেই আমাদের

বিদায় করুন্। আহা! আমার চিরদুঃখিনী পিসী, এবং শ্বশুর না জানি, আমাদের দেখতে না পেয়ে কি কচ্চেন—

দ্বি, স। আমি অনেক ক্ষণ তাঁদের সমাচার দিতাম, কিন্তু কার মেয়ে না জানায়, দিতে পারিনি। (প্রথম সন্ন্যাসীর প্রতি) দেখ, এই রাত্রেই গিয়ে, শ্যামনগরে সতীশ বাবুকে এ সমাচার দিয়ে এস। তাঁকে ব'ল "রামনগরেও যেন আজ রাত্রেই সমাচার পাঠান হয়।"

[ প্রথম সন্ন্যাসীর প্রস্থান।

(শরতের প্রতি) বাবা, আজ রাত্রে তোমরা আমার কুটীরে আহার করে শ্রান্তি দূর কর। দু তিন দিন তোমাদের আহার হয়নি, না খাইয়ে অম্নি যেতে দেব না। কাল ভোরে চলে যেও; অদ্য রাত্র পোহালেই কাল তোমার পিসী এবং শ্বশুরের "দুঃখনিশি অবসান" হবে।

শরত। তবে চলুন।

[ তৃতীয় সন্ন্যাসী, শরত, শৈলবালা এবং দ্বিতীয় সন্ন্যাসীর প্রস্থান।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

---

রামনগর—গ্রাম্য পথ।

(শ্যামাচরণের প্রবেশ।)

শ্যাম। (স্বগত) আমাদের এখানকার লোকগুল এম্নি হিংসুকে যে, লোকের ভাল দেখতে পারে না। আমি ঈশ্বর-ইচ্ছায় এখন বড় মানুষ হইছি, অম্নি রটিয়ে দিয়েছে যে, আমি নোট জাল করচি। আমি তেলি মার

বাপের পোঁতা টাকা পেইছি, তা কেউ একটী বারও বলবে না। সকলেই বলে "তেলির আবার এত টাকা ছিল।" এত টাকা ছিল, কি না, সেখানকার লোককে জিজ্ঞাসা কর্‌লেই জাস্তে পারে, তা কেউ জিজ্ঞাসা কর্‌বে না। কেবল কথায় কথায় বলবে—অমুক, নোট জাল কর্‌চে। আমার তেলি মার বাবার তিন, চার লক্ষ টাকা কারবারেই খাটত, তা কেউ ভাবে না। আমি পরজন্মের গচ্ছিত টাকা, এ জন্মে পেয়ে সুখ ভোগ কর্‌চি,কিন্তু হিংসুকেরা তা না বলে,সদা সর্ব্বদা বলে, শেমো পরের ধনে সুখ ভোগ কর্‌চে। ( দূরে রামধনকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ) ও রামধন !—রামধন ! একবার এ দিকে এস ত।

( রামধন নাপিতের প্রবেশ। )

রাম। কি ?—

শ্যাম। বলি, তুমি ত বড় ডাক্তর হয়েছ হে, শরতের পরিবারকে জীয়ন্তই নিকেশ করেছিলে !

রাম। আমার ভাই দোষ নেই, আমি ঠিক প্রিচকিপসান্ করে ছিলাম।

শ্যাম। তবে অমন হল কেন ?

রাম। আমার বোধ হচ্চে, উমেশ পুরিয়ার সঙ্গে মর্‌ফিয়া মিশিয়ে দিইছিল।

শ্যাম। টের পেলে কেমন করে ?

রাম। এ কি আর টের পেতে বাকী থাকে ? আমি ভাই সামান্য ডাক্তর, দিন দিন ওষুধ কিনে এনে, বিক্রী করি। দিন পাঁচ সাত হল, একটী ওষুধ তৈয়ের করবার জন্য মর্‌ফিয়া কিনে এনেছিলাম। তার পর কালকে ওষুধ তৈয়ের করতে গিয়ে দেখি, সে টুকু নেই। উমেশকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, বাছা উত্তর দেবেন কি ? মুখটী চুণ হয়ে গেল। মনে মনে ভেবে দেখলাম, যদি প্রকাশ করি, ওঁকে দ্বীপান্তরে যেতে হয়। অতেব সাত পাঁচ ভেবে প্রকাশ করিনি, তবে তৎক্ষণাৎ বিদেয় করে দিইছি।

শ্যাম। মর্‌ফিয়া খেলে কি মানুষ মরে?

রাম। তৎক্ষণাৎ—

শ্যাম। তবে বৌটী যে বাঁচল?

রাম। বোধহয় ঠিক করে খাওয়াতে পারে নি। যে পরিমাণে খাইয়েছিল, তাতে বৌটীর নেসা হওয়ায়, অচেতন হইছিল মাত্র। আমি ভাবছি, যেমন গঙ্গায় নিয়ে গিইছিল, অম্নি জলে কি চিলুতে দিলিই বড় মানুষের মেয়েটীর প্রাণ থাকতে প্রাণ যেত। ভাই! আমাদের দেশের অনেকেই প্রাণ থাকতে প্রাণ হারায়।

শ্যাম। কেমন করে?

রাম। অনেকে রোগে অত্যন্ত কাহিল হয়ে মূর্চ্ছা গিয়ে থাকে; কিন্তু মহাপুরুষরা, হয়ে গিয়েছে বলে, টেনে বার করেন; সেই টানাটানিতেই তাদের প্রাণ থাকতে প্রাণ যায়।

শ্যাম। তবে মৃত্যুর পর কিছু ক্ষণ ঘরে রাখা ত উচিত?

রাম। তা আর দু বার করে? সে দিন তোমার রত্নেশ্বর ভ্রাতা, শরত বাবুর স্ত্রীকে এম্নি টেনে বার করেছিলেন, যে বৌটী যাই সবল ছিলেন, তাই বেঁচে গেলেন। দুর্ব্বল হলে সেই টানাতেই কাজ নিকেশ হত। শুন্‌লাম, বৌটীর বাম হাতের বেদনা অদ্যাপি আরোগ্য হয় নি, ডাক্তর দেখাতে হচ্চে।

শ্যাম। আচ্ছা ভাই, দানায় পাওয়াটা কি?

রাম। ও আর কিছুই নয়, মূর্চ্ছা হয়ে রোগ ভাল হয়ে ওঠে। কিন্তু মহাপুরুষরা তা হতে দেন না। তাঁরা মনে করেন, একবার ঘরের বার করে, বিশেষতঃ, কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক গঙ্গায় এনে, পুনরায় ঘরে নিয়ে যাওয়া, অত্যন্ত লজ্জার বিষয়; অতএব দানায় পেয়েছে বলে, লাঠিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিই। ভাই, সে দিন এক জন সন্ন্যাসী রক্ষা না করলে, তোমার শরত ভায়ার স্ত্রীরও ঐ দশা ঘট্‌’ত। আহা! একটী ঘর জমীদার জন্মের মত যে’ত!

শ্যাম। আমি অনেকের মুখে শুনেছি, দানায় পেলে মৃত ব্যক্তি বলপ্রকাশ করে দাঁড়ায়—তা কি সত্যি?

রাম। ভাই, প্রাণের চেয়ে বস্তু নেই। সেই প্রাণ যায় দেখে, প্রাণের দায়ে কাজে কাজেই রোগীকে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই, এত কষ্টেও, প্রাণটা রক্ষে করতে পারে না।

শ্যামা। সে সব কথা দূর হোক্। এখন আমার বগীখান কেমন হয়েছে, দেখেছ?

রাম। দেখেছি।

শ্যামা। তাতে আমাদের পাড়ার ছোট লোক পর্য্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই বৈকালে বেড়াতে যায়। তুমি এক দিনও গেলে না কেন? আচ্ছা তোমার নিমন্ত্রণ থাক্‌ল, কালকে অবশ্য অবশ্য এস; আর তোমার যে যে আলাপী আছে, তাদেরও সঙ্গে করে এন; কিন্তু ভাই, বলা ভাল, পোনের জনের অধিক তার উপর যায়গা হবে না।—রাম!

রাম। কি?

শ্যাম। তিনটে বড় বড় ঘোড়া কিনেছি, দেখেছ?

রাম। না।

শ্যাম। সে কি! সকলকে দেখাবার জন্য আমি ত প্রত্যহই তাদের চাপ-কান গায়ে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বেড়িয়ে আস্তে সহিসকে বলে দিইছি।—রাম!

রাম। কি?

শ্যাম। ঘোড়ার মাথার টুপি আর জুতা বিক্রী হয়?

রাম। জানি নে।

শ্যাম। হলে কিন্‌তাম।

রাম। এ কিন্‌ছ ও কিন্‌ছ তা না কিনে, তোমার রত্ন ভায়ার বিষয় বিক্রী হল, কিনলে না কেন?

শ্যাম। আমার ভাই, নগদ একটী পয়সাও নেই, সব টাকাতে কোম্পানীর

কাগজ করেছি। আর টাকা থাকলেই কি রত্নেশ্বরের বিষয় আমার কেনা উচিত?

রাম। সতীশ বাবু কর্জ্জ কর্জ্জ করেন, এ দিকে বিষয় কেনবার সময় ঘর থেকে ত অনেক টাকা বার হ'ল।

শ্যাম। ওহে ভাই! অনেক জমীদার আছেন, তাঁরা মনে মনে ভাবেন, কর্জ্জ আছে বলা, মানের চিহ্ন। তাঁরা ঘরে টাকা থাকতে সুদ দিয়ে মান কেনেন। সতীশ বাবু সেই দরের লোক।

রাম। সে যা হোক্, এখন আমাদের রত্নেশ্বর বাবুর উপায় হবে কি?

শ্যাম। আমি ভাই, তাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কারবার করে দিতে চেইছিলাম। বোকা তা না করে, কর্ম্ম কাজের চেষ্টায় পশ্চিম চলে গেল। মনে মনে ভাবছি, মামীকে পঁচিশ টাকা করে মাসে মাসে দেব। তাঁকে আমার বাড়ীতে এসে, মার মত হয়ে থাকতে কত বল্লাম, কিছুতেই রাজি হলেন না।

রাম। তিনি তোমার টাকা নেবেন না।

শ্যাম। কেন?

রাম। তিনি বলেন, "পেটের দায়ে দোর দোর ভিক্ষে করি, সেও ভাল, তবু শেমোর ভাত খাব না।" তিনি প্রতিদিন তোমাকে গাল দিয়ে তবে জল খান।

শ্যাম। কেন?

রাম। তিনি বলেন, "ডাকাতয়ে শেমোর বাড়ীতে পড়তে এইছিল, কিন্তু বাড়ী ঠিক করতে না পেরে, আমার বাড়ীতে পড়ে। সে পোড়ার মুখো কেন এমন বাড়ী করেছিল।"

শ্যাম। মামীর কথা ছেড়ে দেও। আমাকে গোটা পঁচিশেক কৈতোর কিনে দিতে পার?—আমার পুষতে বড় সাধ হয়েছে।

রাম। (স্বগত) বাপ্ পিতামহর টাকা, কি নিজের উপার্জ্জিত টাকা হলে, এত বেজায় খরচ করতে পারতে না। তোমার হয়েছে, পরের ধনে

পোদ্দারি করা। কর, এই রকম বেজায় খরচ কর্‌লে দু দিনেই টাকা কটা ফুঁকিয়ে দিয়ে, যে শ্যামাচরণ, সেই শ্যামাচরণ হবে।

( মোহিনীর প্রবেশ )

মোহিনী, তোর মাথায় কি ?

মোহি। ডুমুর।

শ্যাম। কি হবে ?

মোহি। বেচ্‌ব।

রাম। তোর এত টাকা ছিল, কি হল? গলায় মাছুলি কটা দেখচি, নেই যে?

মোহি। ডাকাত পোড়ার মুখরা নিয়ে গিয়েছে। মরতে গিন্নি মার কাছে রাখতে গিইছিলাম। তাঁরা যেমন নিয়ে গিয়েছেন, তেম্নি তাঁদের ভোগ করতে কেউ থাকবে না।

শ্যাম। ( স্বগত ) বেস হয়েছে। বেটী তসর কাপড় পরে, গলায় মাছুলি দিয়ে, ঠোঁট দু খানি পাণ খেয়ে লাল টুক্ টুকে করে, অহঙ্কারে চোকে দেখতে পেতেন না!

রাম। আমার ওষুধের দাম ক টাকা চুকয়ে দে?

মোহি। ডাক্তার বাবু, এই বার কম্ম হলেই সব দেব। আজ্ কাল আপনাকে কিছু দিতে পার্‌ব না। আমার হাতে একটী পয়সাও নেই বলে, ডুমুর বেচতে যাচ্ছি।

রাম। তোকে ওঁরা জবাব দিলেন কেন ?

মোহি। জবাব কি সাধে দিলেন—রাখবেন কেমন করে? নিজেরাই আজ কি খান, এমন সংস্থান নেই।

রাম। তোর বেশ চাকরিটী ছিল।

মোহি। চাকরি বলে চাকরি। আমার মাথা ডাকাত বেটারাই খেলে।

( এক জন কনেষ্টবলের প্রবেশ। )

কনে। ( রামধনের হস্তধারণপূর্ব্বক ) চল্, তোকে থানায় যেতে হবে।

রাম। কেন, আমার অপরাধ?

কনে। সেখানে গেলেই টের পাবি। এখন শীগ্‌গির চল।

রাম। যাচ্চি, হাত ছেড়ে দাও।

কনে। যদি পালাস্ তোকে আবার কোথায় পাব? (রামধনকে টানিয়া লইয়া গমন।)

[ রামধন নাপিত ও কনেষ্টবলের প্রস্থান।

শ্যাম। (মৃদুস্বরে) এর কারণ কি?—এসেই রামধনকে ধরে নিয়ে গেল কেন?—ও ত বড় ভাল মানুষ।

মোহি। (শ্যামাচরণের প্রতি) ডাকাতি হয়ে পর্য্যন্ত যাকে পথে ঘাটে পাচ্চে, ধরে ধরে থানায় নিয়ে যাচ্চে, কেন যে তা বলতে পারি নে।

শ্যাম। (নিরুত্তরে গমনোদ্যত)

[ শ্যামাচরণের প্রস্থান।

মোহি। (স্বগত) ঘাটে পড়া এম্নি কুচুটে, কোন কালে ঝগড়া হইছিল, তা আজ পর্য্যন্ত মনে করে রেখেছে। ভেবেছিলাম, ওর কাছেতে থাকব, কিন্তু আর না। সাত জন্ম না খেতে পেয়ে মরি, সেও ভাল, তবু ওর মতন কুচুটে মুনীব চাইনে।

[ মোহিনীর প্রস্থান।

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

---

রামনগর—শরতের বাটী।

(একটী গৃহে সতীশ বাবু ও শরত আসীন।)

সতীশ। রামধন নির্দ্দোষী।

শরত। আজ্ঞে, হাঁ।

সতীশ। ওঃ! উমেশ ময়রা কি সর্ব্বনেশে লোক! গুয়োটা সেই রাগের প্রতি

শোধ নেবার জন্য এই সর্ব্বনেশে কাজ করেছিল! উঃ কি ভয়ানক! যদ্যপি সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর সেই সময়ে উপস্থিত না হতেন, তবে ত আমার মাকে ফিরে পেতেম না! আমার সর্ব্বস্ব ধনকে চাকর বেটারাই মেরে ফেলত। দেখ, শরত! কা'কেও গঙ্গাযাত্রা করলে তার আত্মীয় ব্যক্তির সঙ্গে যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এখন সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে কোথায় পাই, তিনি আমার যে উপকার করেছেন, সর্ব্বস্ব দিলেও পরিশোধ হবে না।

শরত। আজ্ঞে, তাঁকে পাওয়াই দুষ্কর। সেই বন এবং বনের চতুষ্পার্শ্বস্থ যত গ্রাম আছে, অনুসন্ধান করেও দেখতে পেলাম না। সেথাকার অধিবাসীদিগে জিজ্ঞাসা করলাম, তারাও কোন সন্ধান বল্‌তে পার্‌লে না। দেখুন, ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুর, আমাকে আর এক দিন ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

সতীশ। তিনি নিঃসন্দেহ কোন দেবতা। বোধ হয়, আমাদের দুঃখ দেখে সদয় হইছিলেন। ভাল, তুমি যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় লও, সেই সময় তাঁকে আন্‌বার চেষ্টা করনি কেন?

শরত। আজ্ঞে, আমার সঙ্গে আসবার জন্যে অনেক বলেছিলাম।

সতীশ। তিনি কি বল্লেন?

শরত। তিনি বল্লেন, "আমি যে হই, অচিরাৎ তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, পরিচয় দেব।" আরও বল্লেন, "আমি এখন কোন উদ্দেশ্য-সাধনে নিযুক্ত আছি এবং সেই উদ্দেশ্যও প্রায় সিদ্ধ হয়েছে; অতএব তুমি অচিরাৎ আমার সাক্ষাৎ ও পরিচয় পাবে।"

সতীশ। মহাপুরুষদিগের যে কথা, সেই কাজ। যদি তিনি ও রূপ বলে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই দেখা দিয়ে নিজের পরিচয় দেবেন। তোমাকে আর একটী কথা বলেন নি?

শরত। কি কথা?

সতীশ। আমি যে টাকাতে তোমার জন্য বিষয় খরিদ করেছি, ও টাকা

আমার ছিল না। সেই মহাপুরুষই তাঁর একটী শিষ্য দ্বারা পাঠায়ে দিইছিলেন এবং বলে দিইছিলেন "সতীশ বাবুকে ব'ল, তিনি যেন এই টাকাতে শরতের জন্য বিষয় খরিদ করেন।"

শরত। নিঃসন্দেহ তিনি দেবতা। বোধ হয়, আমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে ঐ মূর্ত্তিতে সদয় হইছিলেন।

সতীশ। ঠিক কথা! নচেৎ উমেশ ময়রার কু-অভিসন্ধি আমাদের কি সাধ্য ঠিক করি? বেটার ছেলে যেমন কাজ করেছে, তেম্নি জজ সাহেব পাঁচ বৎসর কারাবাস হুকুম না দিয়ে, চৌদ্দ বৎসর দিলেই ভাল হ'ত।

শরত। দেখুন, রত্নেশ্বর দাদাও বোধহয়, ওর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

সতীশ। খুব সম্ভব; নচেৎ অকস্মাৎ বিষয় আশয় যাবে কেন? আর ডাকাতেরাই বা অন্য বাড়ী না গিয়ে, ওর বাড়ীতেই পড়বে কেন? অবশ্যই ভিতরে ভিতরে পাপ ছিল। রত্নেশ্বর বিষয় হারিয়ে, এখন কচ্চেন কি?

শরত। কর্ম্ম কাজের চেষ্টায় পশ্চিমে গিয়েছেন।

সতীশ। পূর্ণটী কোথায়?

শরত। পূর্ণ কলিকাতাতে তার ভগ্নীপতির বাসায় আছে। পূর্ণ বলে, "দূরদেশে যাব না, নিকটে থেকে কর্ম্ম কাজের স্থবিধে দেখব।"

সতীশ। (হাস্যপূর্ব্বক) পূর্ণ আবার কর্ম্ম করবে? মাগীর চলছে কি রূপে?

শরত। শ্যামাচরণ দাদা বুঝি মাসে পঁচিশ টাকা করে দিচ্ছেন।

সতীশ। (হাস্যপূর্ব্বক) ঐ যে কথায় বলে—আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ, শ্যামাচরণের তাই হয়েছে। বেশ বাবুগিরিটে করে নিচ্চে। আহা! ও আগে বড় কষ্ট পেয়েছে।

শরত। আজ্ঞে তা আমিও কতক কতক দেখেছি।

(এক জন সন্ন্যাসীর প্রবেশ।)

শরত<br>সতীশ } (শশব্যস্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) আসুন, আসুন। কি সৌভাগ্য!

সতীশ। আপনার দয়ার কথা এই কত ক্ষণ হচ্ছিল। এক্ষণে বস্‌তে আজ্ঞা হয়।

সন্ন্যাসী। (উপবেশনপূর্ব্বক) আপনিও বসুন।

শরত। (উপবেশন)

সতীশ। (উপবেশনপূর্ব্বক) আপ্নি আমার যে উপকার করেছেন, সর্ব্বস্ব দিলেও পরিশোধ হয় না। এখন ইচ্ছা করি, আপ্নি আমার সমস্ত বিষয় আশয় নিয়ে, শরতকে প্রতিপালন করুন। আমি সংসারের সমস্ত দায় হতে উদ্ধার হয়ে কাশী যাই। আপ্নি স্বেচ্ছামত মাস মাস সেখানে আমাকে কিছু কিছু খরচ পাটিয়ে দেবেন।

সন্ন্যাসী। (হাস্যপূর্ব্বক) তাই হবে।

শরত। আপনি আমাকে বলেছিলেন, "সময়বিশেষে আত্মপরিচয় দেবো।" এক্ষণে যদাপি আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে থাকে, তা হলে পরিচয়—

সন্ন্যাসী। (কৃত্রিম জটা এবং শ্মশ্রু-উন্মোচন)

শরত। (সন্ন্যাসীর গলাধারণপূর্ব্বক সরোদনে এবং সহর্ষে) পিতঃ! সামান্য বিষয় যাওয়ার দুঃখে সংসার ত্যাগ করে, আমাকে এত কষ্ট দেওয়া আপনার কি উচিত হয়েছিল? আমি কি ভিক্ষা করে আপনাকে প্রতিপালন করতে পারতাম না? দেখুন দেখি, আপনি এখানে না থাকায়, লোকে একা পেয়ে, আমাকে কত কষ্ট দিয়েছে।

সতীশ। বেহাই, কাণ্ডখানা কি? বলি, আমাদের রেখে ভাল ছিলেন ত?

সন্ন্যাসী। আর ভাল—প্রাণে মরে। কি করি ভাই! জ্ঞাতিতে বিষয় নিলে দুঃখ হয়নি? কেবল ও বাড়ীর দাদার ব্যবহারে মনে বড় ঘৃণা বোধ হইছিল। তিনি আমাকে দেখলেই সদাই পরিহাস করতেন, এবং যত বেটা ছোট লোককে শিখিয়ে দিয়ে, যাতে আমি অপদস্থ হই, তারই চেষ্টা দেখতেন। দাদার ব্যবহারে মনে অত্যন্ত ঘৃণা জন্মায়, সেই জন্যই প্রতিজ্ঞা করি "যদি কখন নিজের বিষয় নিতে পারি, কিম্বা পূর্ব্বের ন্যায় বিষয় করতে পারি, তবে দেশে আসব, নচেৎ

জন্মের মত চল্লাম। ভাই! শরতকে রেখে যাওয়া কি আমার সাধ্য? যে দিন যাই, অন্যূন সাত বার ফিরেছি এবং সাত বার এগিয়েছি। শেষে বিবেচনা করলাম, এমন কোন উপায় করি যে নিকটে থেকে শরতেরও সমাচার পাই, অথচ নিজের প্রতিজ্ঞাও সফল হয়।

শরত। সেই জন্যেই বোধহয়, ডাকাতের দলে মিশেছিলেন?

সন্ন্যাসী। না বাবা! সে জন্যে মিশি নি। যখন আমি গোপালনগরের বনে গিয়ে উপস্থিত হই, ডাকাতরে তোমার ন্যায় আমাকেও হত্যা করবার চেষ্টা করে; কিন্তু, আমার অত্যন্ত বল থাকায়, তা না পেরে বশীভূত হয়, এবং দলের প্রধান করে রাখতে চায়। আমি দেখলাম, এরূপ থাকলে, দুটী উদ্দেশ্য সিদ্ধি হতে পারে।

সতীশ। কি কি?

সন্ন্যাসী। প্রথম, কাছে কাছে থাকলে নিরাশ্রয় পথিকের প্রাণ হানি করতে পারবে না; দ্বিতীয়, লাটের পূর্ব্ব দিন দাদার বাড়ী পড়াতে পাল্লে অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারবে।

সতীশ। কি রূপে?

সন্ন্যাসী। কারণ, লাটে দাখিল করবার জন্য টাকা যোগাড় করে রাখবেন। অতএব লাটের পূর্ব্ব রাত্রে ঝাটা কুলো আদি ডাকাতি করে নিয়ে গেলে, তার পর দিন টাকা যোগাড় করতে পারবেন না। ও দিকে আমি ঐ টাকাতে ঐ বিষয় খরিদ করব।

সতীশ। পেটের ভিতর এত বুদ্ধিও ছিল!

শরত। আপনি ডাকাৎদের কাছে কাছে থাকতেন, তবুতো খুন কর্'ত?

সতীশ। কর্'ত বৈ কি, কথাতেই আছে "স্বভাব যায় না মলে, আর কয়লা যায় না ধুলে।" তবে খুব কমই খুন হ'ত।

শরত। ডাকাৎরে সন্ন্যাসী-বেশে থাক্'ত কেন?

সন্ন্যাসী। সে বেশ আমিই করিয়েছিলাম। ঐ বেশে "রাম কহ, রাম কহ" শব্দ করে, এখানে এসে তুমি কেমন থাক এবং ও

বাড়ীর সন্ধান, জেনে যেতে পাঠ্‌য়ে দিতাম। রত্নেশ্বর এখন কোথায়?

শরত। পশ্চিমে কর্ম্মের চেষ্টায় গিয়েছেন।

সন্ন্যাসী। আমি ওকে এমন বিষয় করে দেবো, যে ভরণ পোষণের কষ্ট না পায়। কারণ দাদার উপরেই আমার রাগ ছিল; কিন্তু তিনি ত চলে গিয়েছেন। তবে সে রাগ আর রত্নেশ্বরের উপর প্রকাশ করে কি হবে? রত্ন বোধ হয়, তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে ছিল?

সতীশ। গোখ্‌রোর্‌ চেয়ে সোলুয়ের বিষ্‌ বেশী। রত্নটী রত্ন বিশেষ। শরত যে এত কষ্ট পান, তার মূলই ঐ।

শরত। আমি পিসীকে ডাকি। (উচ্চৈঃস্বরে) পিসী, ও পিসী! দেখে যাও, বাবা এসেছেন।

( শশব্যস্তে পিসীর প্রবেশ। )

পিসী। কই! কই! শরত, আমার দাদা কই? (দ[illegible]রিয়া) এই যে আমার দাদা——দাদা! তুমি কেমন মানুষ, তাই শরতকে ফেলে নিশ্চিন্ত ছিলে। দেখ দাদা, শরতের জন্যে আমাকে [illegible]ড় কষ্ট পেতে হয়েছে। শরত যে রাত্রে পাগলের মত বাড়ী থেকে পালায়, কেবল কেঁদেছি। বৌকে যে দিন গঙ্গায় নিয়ে যায়, কেঁদে কেঁদে কেবল পথে পথে ছুটো ছুটি করিছি। এত কষ্ট কি দুঃখিনী বিধবা বোনের ঘাড়ে দিতে আছে? এখন নাও, তোমার বাড়ী, ঘর, বেটা, বৌ, দেখে শুনে নেও। আমি শ্বশুর বাড়ী যাই। এমন দাদার সংসারে থাক্‌তে নাই।

সন্ন্যাসী। ভগ্নি! আজ হতে তোমায় আর কোন কষ্ট পেতে হবে না। আর তোমাকে শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে না। আমি শরতের ভার নিজের হাতে নিলাম। ভগ্নি! এত দিনের পর আজ্‌ আমার "দুঃখ নিশি অবসান।"

(যবনিকা পতন।)

সম্পূর্ণ।

# দুঃখনিশি-অবসান

বা

## শৈলবালা।

(নাটক)

শ্রীদুর্গাচরণ রায় প্রণীত।

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥"

কলিকাতা।

৩৭, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—আল্‌বার্ট প্রেসে
আশুতোষ ঘোষ এবং কোং দ্বারা
মুদ্রিত।

১২৮৩ সাল।

# উৎসর্গ।

দীনজনশরণা, নিঃস্ব-প্রতিপালিকা, মহিমাসাগরা
শ্রীযুক্তা মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া
সমীপেষু।

মাতঃ!

আমি "শৈলবালা" নাম্নী একটী মাতৃহীনা দুঃখিনী কন্যাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অতীব দরিদ্র। দুঃখে দুঃখ-সংযোগ, যার পর নাই দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে; সুতরাং দুঃখের গৃহে দুঃখিনী শৈল যে, কদাপি সুখের বার্ত্তা শুনিতে পাইবে, তাহা আশাতীত। অতএব, কোথায় রাখিলে, সে সুখে থাকিবে—মনের আরাম লাভ করিবে, এতচ্চিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইলাম। পরিশেষে দেখিলাম, এই বিশাল-বঙ্গমধ্যে, দীনদরিদ্রদিগের প্রতি ভবৎসদৃশ মাতৃবৎসলা, পরম-হিতৈষিণী আর দ্বিতীয় নাই। সুতরাং ভবৎসকাশে প্রেরণ করিলে শৈল—মাতৃহীনা চিরদুঃখিনী শৈল—যে, সমস্ত কষ্ট বিস্মৃত হইয়া, প্রকৃত সুখের মুখ দর্শন করিবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ কি?

এক্ষণে শৈলবালা আপনার নিকট প্রেরিত হইল—আপনার শান্তিপ্রদ আশ্রয় লাভ করিল। এত দিনের পর প্রকৃতই তাহার "দুঃখনিশি-অবসান" হইল—আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম। ইতি।

আপনার একান্ত বিনয়াবনত
ও বশম্বদ
দুর্গাচরণ——

# একটী ভিক্ষা।

---

পাত্রে দয়াপ্রকাশই, প্রকৃত দয়াবানের কার্য্য। সতৈলোজ্জ্বল-সংস্কারপারিপাট্য-রুচিকর কোমল-কেশকলাপমণ্ডিত স্নিগ্ধ মস্তকে তৈলবর্ষণ দয়ার ব্যাপার নহে। দরিদ্রের তৈলাভাব-জন্য অসংস্কৃত-ছিন্নভিন্ন রুক্ষ-জটিল শিরসিজসংবৃত শিরঃই ইহার প্রকৃত স্থল। এক্ষণে শৈলবালা সাধারণ-সন্নিধানে প্রেরিতা হইল। শৈলবালা, মাতৃহীনা—চিরদুঃখিনী—দীন-ভাবাপন্না—সংস্কারবিহীনা; সুতরাং প্রকৃত দয়ার পাত্রী। সমদুঃখবিদ্ পাঠকবর্গ তৎপ্রতি অনুকম্পাদৃষ্টি পাত করিলেই, তাহার ও আমার "দুঃখনিশি-অবসান" হইবে। ইহাই———

সোমড়া।<br>
পৌষ, ১২৮৩।

গ্রন্থকারের

## নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

### পুরুষ

সতীশ … … … … গ্রাম্য জমীদার।

শরত … … … … সতীশ বাবুর জামতা।

রামধন নাপিত … … … গ্রাম্য ডাক্তার।

উমেশ ময়রা … … … মাষ্টার।

রত্নেশ্বর … … … … শরতের জ্ঞাতি।

ভোলানাথ … … … প্রতিবেশী।

পূর্ণ … … … … রত্নেশ্বরের কনিষ্ঠ সহোদর।

শ্যামাচরণ … … … রত্নেশ্বরের পিতৃস্বস্রেয়।

### স্ত্রী।

শৈলবালা … … … শরতের স্ত্রী।

জগদম্বা … … … রত্নেশ্বরের মাতা।

মোহিনী … … … চাকরাণী।

ব্রজবালা … … … রত্নেশ্বরের স্ত্রী ও শৈলবালার সখী।

পিসী … … … শরতের পিসী।

বৃন্দে তেলিনী … … শ্যামাচরণের ধর্ম্ম মা।

ভৃত্যদ্বয়, সন্ন্যাসীত্রয়, ইনিস্‌পেক্‌টর, কনেষ্টবল, ডাকাইতগণ, প্রভৃতি।